ষ্টীডী সার্কেল

অধ্যাপক গোলাম আযম

www.pathagar.com

ষ্টাডী সার্কেল

অধ্যাপক গোলাম আযম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ১৯১

৪র্থ সংস্করণ ঃ
জমাদিউস সানি ১৪৩৬
চৈত্র ১৪২১
মার্চ ২০১৫

বিনিময় ঃ ১৬৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

STUDY CIRCLE by Prof. Ghulam Azam. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Fixed Price : Taka 53.00 Only.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিষয় সূচী

১। ইসলাম ও দর্শন ১১
২। ইসলাম ও বিজ্ঞান ১৬

বুনিয়াদী শিক্ষা ২১
৩। বিশটি মৌলিক প্রশ্ন ২৩
৪। যেসব বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন ২৭

ঈমানিয়াত ২৯
৫। আল্লাহ ৩১
৬। ঈমান ৩৪
৭। তাওহীদ ৩৭
৮। রিসালাত ৪০
৯। আখিরাত ৪৫
১০। জাহেলিয়াত ৫১

কুরআন অধ্যয়ন ৫৩
১১। কুরআন বুঝার উপায় ৫৫
১২। কুরআন অধ্যয়ন কৌশল ৫৯
১৩। কুরআন সম্পর্কে দৃষ্টিভংগী ৬২
১৪। কুরআনের মযলুম রুকূ' ৬৬
১৫। কুরআনের আলোকে মুমিনের জীবন ৭১

ইসলাম ৭৭
১৬। ইসলাম ৭৯
১৭। জীবন্ত নামায ৮৪
১৮। তাযকিয়ায়ে নাফস ৯০
১৯। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ৯৮
২০। শাহাদাতই মুমিন জীবনের কাম্য ১০৬
২১। ইসলামী সংস্কৃতি ১০৯
২২। ইসলামী নৈতিকতা ১১৩

ইসলামী আন্দোলন ১১৭
২৩। খিলাফতের দায়িত্ব ১১৯
২৪। ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন ১২৪

www.pathagar.com

২৫। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ৮ দফা ১২৯
২৬। ইসলামী আন্দোলন ও পারিবারিক দায়িত্ব ১৩৪
২৭। ইসলামী আন্দোলনে নেতৃত্বের গুণাবলী ১৩৭
২৮। ইসলামী আন্দোলনে নেতৃত্বের যোগ্যতা ১৪১
২৯। ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব ও জওয়াবদিহিতা ১৪৪
৩০। ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলদের ৭-দফা কার্যক্রম ১৪৫
৩১। ইসলামী আন্দোলনের আদর্শ কর্মী ১৪৮
৩২। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কতক রোগ ১৫২
৩৩। ইসলামী আন্দোলন ও আলেম সমাজ ১৫৪
৩৪। ইকামাতে দ্বীন ও খেদমতে দ্বীনে পার্থক্য ১৫৬

ইসলামী বিপ্লব ১৫৭

৩৫। ইসলামী বিপ্লবের পদ্ধতি ১৫৯
৩৬। ইসলামী বিপ্লবে সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের ভূমিকা ১৬৫
৩৭। ইসলামী বিপ্লবের উপকরণ ১৬৮
৩৮। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা ১৭০
৩৯। ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের চিত্র ১৭৪
৪০। ইসলাম ও অর্থনীতি ১৭৬
৪১। বাংলাদেশে ইসলামী বিপ্লব ও নির্বাচন ১৮০
৪২। বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন ঃ প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকার ১৮৪

মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামী ১৮৭

৪৩। মাওলানা মওদূদী (রঃ)-এর আন্দোলন ১৮৯
৪৪। জামায়াতে ইসলামীর চিন্তাধারা ১৯১
৪৫। জামায়াতে ইসলামীর সূচনা ও রাজনৈতিক গতিধারা ১৯৩
৪৬। বাংলাদেশের রাজনীতি ও জামায়াতে ইসলামী ১৯৮
৪৭। জামায়াত, বাইয়াত ও রুকনিয়াত ২০১
৪৮। ইসলামী সংগঠন হিসাবে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ২০৭
৪৯। জামায়াতে ইসলামীর তারবিয়াত পদ্ধতি ২১০
৫০। দাওয়াত সম্প্রসারণ ও কর্মী গঠন ২১৪
৫১। রুকনিয়াতের আসল চেতনা
কর্মীদের সহী জযবা ও প্রাথমিক পুঁজি ২১৭
৫২। ১৭-দফা কর্মসূচী ২২০

www.pathagar.com

ষ্টাডী সার্কেলের পটভূমি

ইসলামী আন্দোলনের সব কয়টি সংগঠনেই ষ্টাডী সার্কেল পরিচালনা করা হয়। নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের যোগ্য হিসাবে গড়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য। সংগঠনের কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে সকল স্তরেই এর গুরুত্ব রয়েছে।

যারা ষ্টাডী সার্কেল পরিচালনা করেন তাদেরকে বহুমূখী সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করতে হয় বলে এ কাজের জন্য যে ধরনের প্রস্তুতি দরকার এর জন্য সময় বের করা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না।

১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত ছাত্র/ছাত্রী, মহিলা ও পুরুষদের ষ্টাডী সার্কেলের যে বিরাট সুযোগ আমি পেয়েছি তাতে আমার অভিজ্ঞতা এই যে ঃ

১। ষ্টাডী সার্কেলের সদস্যদেরকে পরবর্তী আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে অধ্যয়ন করে আসবার জন্য রেফারেন্স বই এর নাম জানিয়ে দেয়া দরকার।

২। অলোচ্য বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পয়েন্টগুলো সাজিয়ে 'সিনপসীস' আকারে তৈরী করে দিলে আলোচনার জন্য প্রস্তুতি সহজ হয় এবং বিষয়টি ধরে রাখার সুবিধা হয়। শুনবার সময় নোট সবাই ঠিক মতো করতে পারে না বলে এটা উপকারী।

৩। ষ্টাডী সার্কেলের প্রত্যেক সদস্য ৩ থেকে ৭ জনের একটি ষ্টাডী সার্কেল পরিচালনা করলে যে বিষয়টা তিনি শিখলেন সেটা শেখাবার চেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষা মযবুত ও স্থায়ী হয়।

৪। নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করতে হলে চিন্তার সচ্ছতা ও গভীরতা, জ্ঞানের প্রসারতা এবং প্রকাশের সাবলীলতা অত্যন্ত জরুরী। ষ্টাডী সার্কেল পরিচালনা এর বড়ই সহায়ক।

উপরোক্ত অভিজ্ঞতাই গুরুত্বপূর্ণ কতক বিষয়ের সিনপসিস তৈরী করতে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু এক একটি বিষয়ের 'সিনপসিস' তৈরী করতে প্রচুর সময় দরকার হয় বলে মাত্র ১১টি 'সিনপসিস' তৈরী করা সম্ভব হয়েছিল। জেলখানায় ২৪শে মার্চ (১৯৯২) থেকে ১৬ মাস আটক থাকা কালে আরও ২৭ টি 'সিনপসিস' তৈরী করা হয়। এভাবে মোট ৩৮ টি 'সিনপসিস' তৈরী করেই বিষয় সূচী সমাপ্ত করি।

www.pathagar.com

কিন্তু কারামুক্তির পর বিষয়সূচীর প্রথম দুটো 'সিনপসিস' ইসলাম ও দর্শন এবং ইসলাম ও বিজ্ঞান এতে সংযোজন করি। আর ইসলাম ও অর্থনীতি সম্পর্কে আরো একটা যোগ করি। এতে সিনপসিসের সংখ্যা দাঁড়াল মোট ৪১টিতে।

১৯৯৯ সাল থেকে নেতৃস্থানীয়দের মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে আরও কতক সিনপসিস তৈরী করছিলাম। ইতিমধ্যে এসবের ভিত্তিতে অঞ্চলভিত্তিক দায়িত্বশীলদের সাথে ২টো ষ্টাডী সার্কেল পরিচালনার পর সিনপসিসগুলো চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। এ রকম ১১টি সিনপসিস এ সংগে শামিল করা হলো। এতে সংখ্যা দাঁড়ালো ৫২টি।

ষ্টাডী সার্কেলের ১ম সংস্করণ ১৯৯৩ ও ২য় সংস্করণ ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়। যেসব শিরোনামের অধীনে সিনপসিসগুলো সাজানো আছে নতুন ১১টিও ঐসবের কয়েকটির আওতায় পড়ে। তাই এ ১১টি পৃথকভাবে প্রকাশ করার চেয়ে আগেরগুলোর সাথে রাখাই প্রয়োজন মনে করেছি। এভাবে বইটি পূর্ণাংগ রূপ লাভ করলো।

প্রতিটি সিনপসিসের শেষে ঐ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বই-এর উল্লেখ করেছি। অবশ্য কতক সিনপসিসের জন্য নির্দিষ্ট কোন বই চিহ্নিত করা গেল না।

আশা করি সর্বস্তরে ষ্টাডী সার্কেল পরিচালকগণ এ থেকে উপকৃত হবেন। সে আশায়ই এ সংকলনটি প্রকাশ করা হলো। আল্লাহ পাক এ আশা পূরণ করুন। আমীন।

রজব ১৪২৩
অক্টোবর ২০০২

অধ্যাপক গোলাম আযম
মগবাজার, ঢাকা।

www.pathagar.com

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলাম ও দর্শন (Philosophy)

১। দর্শনের সংজ্ঞা ঃ

Philosophy is that science which deals with the Knowledge beyond the reach of external sense organs. ইন্দ্রিয় যার নাগাল পায় না সে জ্ঞান চর্চার নামই দর্শন।

(ক) দর্শন মানে দেখা- চর্ম চোখে দেখা নয়- মনের চোখে দেখা। ফিলসফী শব্দের বাংলায় 'দর্শন' শব্দে অনুবাদ খুবই স্বার্থক ও চমৎকার।

(খ) মানুষ দার্শনিক জীব। সে পশুর মতো শুধু চর্ম চোখে যা দেখে তাতেই সন্তুষ্ট নয়। "খোকা মাকে শুধায় ডেকে, এলেম আমি কোথা থেকে?" "সূর্যমামা কোথা থেকে পেলেন এতো আলো?" শিশু মনেও এ সব প্রশ্ন জাগে। মানব মনের অদম্য জ্ঞান পিপাসাই অগণিত প্রশ্নের আকারে প্রকাশ পায়। এসব প্রশ্নই দর্শনের স্রষ্টা।

২। জ্ঞান পিপাসা মিটাবার জন্য মানুষের নাগালে তিনটি উৎস রয়েছে ঃ (ক) পঞ্চেন্দ্রিয়- চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা ও ত্বক। (খ) বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, বোধি (Intellect) যুক্তি ভিত্তিক জ্ঞান যেমন চোখ ধোঁয়া দেখলে যুক্তিবুদ্ধিতে মানুষ আগুনও দেখে।

(গ) স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান (Intuition) ইলহাম। এটা সাধনার সরাসরি ফসল নয় বটে কিন্তু চিন্তা গবেষণার কোন পর্যায়ে হঠাৎ জ্ঞানের আলো ঝলসে উঠে। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও মুজতাহিদদের জীবনে এমনটা প্রায়ই ঘটে থাকে।

৩। জ্ঞান সাধনাই সৃষ্টিলোকে মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছে। জ্ঞানই মানুষের চালিকা-শক্তি। জ্ঞানই শক্তি।

(ক) কিন্তু সব জ্ঞানই কল্যাণকর নয়। একমাত্র নির্ভুল জ্ঞানই কল্যাণ বয়ে আনতে পারে।

(খ) ইতিহাস সাক্ষী, জ্ঞানের উপরোক্ত তিনটি উৎস নির্ভুল জ্ঞানের নিশ্চিত উৎস নয়। চিন্তা-গবেষণা-সাধনা সব সময়ই নির্ভুল জ্ঞানের সন্ধান দিতে সক্ষম নয়। দার্শনিক হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ (Dialectism) এ কথারই সুস্পষ্ট স্বীকৃতি।

www.pathagar.com

জনৈক দার্শনিকের সংজ্ঞায়ও একথার স্বীকৃতি রয়েছে ঃ Philosophy is search for a black cat in a dark room where there is no cat."

وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ -

"হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে মন্দ মনে করছ, অথচ তা তোমাদের জন্য ভাল। আবার হয়তো তোমরা কোন জিনিসকে পছন্দ করছ, অথচ তা তোমাদের জন্য মন্দ। আসলে আল্লাহই বেশী জানেন। তোমরা জান না।"
আল-বাকারা-২১৬

৪। ওয়াহী-ই (Revelation وحى) নির্ভুল জ্ঞানের একমাত্র উৎস। যে জ্ঞান সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে আসে তাকেই ওয়াহী বলা হয়। যেহেতু একমাত্র আল্লাহর নিকটই নির্ভুল জ্ঞান রয়েছে সেহেতু ওয়াহী যোগে প্রাপ্ত জ্ঞানে সামান্য ভুল থাকাও সম্ভব নয়। এ কারণেই ঃ

(ক) জ্ঞানের অন্যান্য উৎস থেকে আমরা যে জ্ঞান পাই, ওয়াহীর জ্ঞানের মাপকাঠিতে যাচাই করা ছাড়া তা গ্রহণ করা নিরাপদ নয়।

(খ) পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদদের পরিবেশিত জ্ঞানকে অন্ধভাবে বর্জন বা গ্রহণ না করে ওয়াহীর কষ্টিপাথরে যাচাই করা অপরিহার্য।

৫। ইসলামী দর্শনের ভিত্তি ঃ

এমন কতক মৌলিক প্রশ্ন রয়েছে যার সঠিক জওয়াব দেবার সাধ্যই মানুষের নেই। একমাত্র ওয়াহীর মাধ্যমে ঐসব প্রশ্নের নির্ভুল জ্ঞান পাওয়া সম্ভব। আর তা-ই ইসলামী দর্শনের ভিত্তি। প্রশ্নগুলো নিম্নরূপ ঃ

(ক) মহা বিশ্বের স্রষ্টা কে? তাঁর গুণাবলী ও বিস্তারিত পরিচয় কী?

(খ) মানুষ কী? মানুষের আসল পরিচয় কী? সে কোথা থেকে এলো? সৃষ্টিলোকে মানুষের পজিশন (মর্যাদা) কী? মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই বা কী? স্রষ্টার সাথে মানুষের কি কোন সম্পর্ক আছে? থাকলে তা কী ধরনের? মৃত্যুর পর সে কোথায় যায় এবং কী অবস্থায় থাকে? মৃত্যু মানে কি ধ্বংস?

(গ) মানুষকে যে বিবেক-বুদ্ধি-চিন্তা-সাধনার এত শক্তি দেয়া হয়েছে

www.pathagar.com

নির্ভুল জ্ঞানের জন্য কি তা-ই যথেষ্ট? যথেষ্ট না হলে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জনের উপায় কী?

(ঘ) মানব জাতির শান্তি, নিরাপত্তা, স্বাচ্ছন্দ, উন্নতি, প্রগতি ইত্যাদির নিশ্চয়তা বিধানের জন্য ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে ভারসাম্যপূর্ণ বিধান দরকার তা রচনা করার যোগ্যতা কি মানুষের আছে? কোন দেশের মানুষ বা কোন যুগের মানুষ কি সব দেশ ও কালের উপযোগী বিধান রচনায় সক্ষম? তাহলে উপায় কী? মানব জাতি কি চিরকাল অন্ধকারেই হাতড়িয়ে মরতে থাকবে এবং ভুলের পর ভুল করে ভুগতে থাকবে?

(ঙ) মৃত্যুর পরপারে কি আবার কোন জীবন আসবে? না আসার কোন নিশ্চয়তা কি আছে? যদি আসে তাহলে তার আসল রূপ কী? মানুষ ভাল ও মন্দ যা কিছুই দুনিয়ায় করে এর কোন প্রতিফল কি কোথাও পাবে না?

এসব বুনিয়াদী প্রশ্ন এড়িয়ে চলার কোন উপায় নেই। এ সবের জওয়াব সকল মানুষেরই মনের দাবী। তাই মানুষ ভুল হোক আর শুদ্ধ হোক এ সবের কোন না কোন জওয়াব যোগাড় করেই মনের তৃষ্ণা মিটাতে বাধ্য হয়। একমাত্র ইসলামই এ সবের নির্ভুল জওয়াব দিয়েছে।

৬। আধুনিক ভ্রান্ত দর্শন ঃ

ওয়াহীর জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকায় ২/৩ শতাব্দীর চিন্তাবিদ, দার্শনিক, সমাজ বিজ্ঞানীদের প্রণীত অগণিত ভ্রান্ত মতবাদের কয়েকটি মানব জাতির মারাত্মক ক্ষতি সাধন করেছে ঃ

(ক) বস্তুবাদ (Materialism) বিজ্ঞান চর্চায় যেসব বিষয় জানা যায় এর বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। মানব জীবনের জন্য বস্তুই যথেষ্ট।

(খ) ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism) মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ধর্ম, আল্লাহ, ঐশীবাণী, ইত্যাদির কোন প্রয়োজন নেই। ধর্ম ব্যক্তি জীবনেই সীমাবদ্ধ থাকুক। উপাসনালয়ের বাইরে ধর্মকে টেনে আনা উচিত নয়। স্রষ্টার উপর ১৪৪ ধারা জারী করা হলো যাতে সে উপাসনালয়ের বাইরে না আসে।

(গ) দ্বন্দ্ববাদ (Dialectism) মনুষের জন্য স্থায়ী কোন জীবন বিধান নেই।

www.pathagar.com

যুগে যুগে অভিজ্ঞতার আলোকে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। যা অতীত হয়ে যায় তা পরিত্যাজ্য। যদ্দিন যা টিকে থাকার মতো তা টিকে থাকে। এভাবেই মানব সভ্যতা এগিয়ে চলছে। এরই নাম প্রগতি। যা নতুন তা–ই গ্রহণ করতে হবে। অতীতের দিকে তাকানো চলবে না। ১৪শ' বছরের পুরানো ইসলাম আধুনিক যুগে অচল মনে করার ভিত্তিই হল এ মতবাদ।

৭। এসব ভ্রান্ত মতবাদেরই কুসন্তান হলো অন্যান্য মতবাদ ঃ

(ক) পুঁজিবাদ, সমাজবাদ বা সমাজতন্ত্র।

(খ) জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে মানব জাতির বিভক্তি।

(গ) স্বৈরতন্ত্র, রাজতন্ত্র, নাজিবাদ, ফ্যাসীবাদ ইত্যাদি।

৮। মানুষ চিরকাল শান্তির কাংগাল। শান্তির অন্বেষায়ই মানুষ বিভিন্ন মতবাদের পেছনে হন্যে হয়ে ছুটে। কিন্তু আর যা–ই পাক—শান্তির নাগালই পায় না।

৯। আল্লাহ তায়ালা গোটা বিশ্বই মানুষের সুখ–শান্তি ও কল্যাণের জন্য পয়দা করেছেন। সৃষ্টিলোকে সব কিছুই শান্তিতে আছে। শুধু মানুষই তা থেকে বঞ্চিত। মানুষ কতই হতভাগা।

১০। ইসলাম বর্জিত দর্শন মানুষকে শুধু বিভ্রান্তই করে। যা কিছু ভাল তা প্রমাণ করার জন্য দর্শনের প্রয়োজন হয় না। সত্য কথা বলা ভাল— এ কথা সবাই স্বীকার করে। এর জন্য দর্শনের দরকার নেই। মিথ্যা বলাকে যুক্তিগ্রাহ্য বানাবার জন্যই দর্শনের আশ্রয় নিতে হয়। যা কিছু মন্দ তা সমাজে চালু করার জন্যই দর্শনের দুয়ারে ধরনা দিতে হয়। এটাই হলো আধুনিক দর্শনের হাল–হাকীকত।

১১। ইসলাম এ জগত ও জীবন এবং পরকাল সম্পর্কে যে দর্শন পেশ করে তা–ই দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির একমাত্র পথ।

(ক) পূর্ণ শান্তি দুনিয়ায় নেই। যতটুকু শান্তি দুনিয়ায় পাওয়া সম্ভব তা একমাত্র ইসলামী জীবন–বিধান পালনের মাধ্যমেই পাওয়া যায়।

(খ) সুখ ও দুঃখ দুনিয়ায় পাশাপাশিই রয়েছে। শুধু সুখ বা শুধু দুঃখ দুনিয়ায় স্থায়ীভাবে থাকে না।

www.pathagar.com

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ـ

"(আসল কথা হলো) প্রত্যেক মুশকিলের সাথেই আসানীও রয়েছে। নিশ্চয়ই প্রত্যেক মুশকিলের সাথে আসানীও রয়েছে।"–(সূরা আলাম নাশরাহ ঃ ৫ ও ৬ আয়াত)

(গ) আখিরাতে দুঃখ ও সুখ বা শান্তি ও অশান্তি সম্পূর্ণ আলাদা থাকবে। কখনো দুটো এক সাথে থাকবে না।

–বেহেশতে শুধুই সুখ। কারণ সেখানে যা চাবে তা-ই পাবে। তাই সেখানে কোন অভাবই থাকবে না। অভাবই দুঃখের কারণ। বেহেশতে ঐ অভাবেরই অভাব রয়েছে।

وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ـ

"সেখানে তোমাদের মন যা চাবে তা-ই পাবে। আর যা দাবী করবে তা তো পাবেই।"–(সূরা হা-মীম আস্ সাজদা ঃ ৩১)

–দোযখে শুধুই দুঃখ। সেখানে শুধু অভাবই আছে। অভাব ছাড়া আর কিছুই সেখানে নেই।

–বেহেশতে যা নেই দোযখে শুধু তা-ই আছে। আর দোযখে যা আছে তা বেহেশতে নেই।

১২। বেহেশত ও দোযখের দার্শনিক সংজ্ঞা ঃ

Heaven is that eternal abode where there is no want except want, want of all wants and want of nothing else.

Hell is that abode where there is only want and nothing else.

দোযখে যাকিছু দেয়া হবে তা অভাবকে আরও বাড়িয়ে দেবে। পিপাসা পানি চাবে। এমন গরম্ পানি ও পুঁজ দেয়া হবে যা পিপাসা শতগুণে বাড়িয়ে দেবে।

www.pathagar.com

ইসলাম ও বিজ্ঞান

১। বিজ্ঞানের সংজ্ঞা ঃ বিশেষ জ্ঞান। পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলে কোন বিষয়ে প্রাপ্ত ব্যাপক ও বিশেষ জ্ঞান। Science সমাজ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সংগীত বিজ্ঞান ইত্যাদি পরিভাষায় সকল বিষয়ে গবেষণা লব্ধ জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা হয়।

–কিন্তু Science বা বিজ্ঞান দ্বারা বস্তু (matter) ও শক্তি (Energy) সম্পর্কে চর্চা ও গবেষণাই বুঝায়। যেমন ঃ পদার্থ বিজ্ঞান (physics), রসায়ন বিজ্ঞান (chemistry), জীব–বিজ্ঞান (Biology) ইত্যাদি।

২। বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির প্রভাবে বিভিন্ন মহলের ভ্রান্তি ঃ

(ক) ইসলামে অজ্ঞ এক শ্রেণীর আধুনিক শিক্ষিত লোক মনে করে যে, বিজ্ঞান কুরআন ও ইসলামকে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে চলছে এবং বিজ্ঞান মানুষের সব ধরনের প্রয়োজনই পূরণে সক্ষম বলে ধর্মেরও আর দরকার নেই।

(খ) বিজ্ঞানে অজ্ঞ এক শ্রেণীর আলেম বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে ইসলাম বিপন্ন মনে করে এ দাবী করেন যে, কুরআনে সবই আছে। অথচ কুরআন বিজ্ঞানের কিতাব নয়। অবশ্য কুরআন অত্যন্ত বিজ্ঞানময়।

৩। কুরআন ও বিজ্ঞানের উৎস একই ঃ

(ক) আল্লাহ তায়ালা কুরআন নাযিল করেছেন। মানব জাতিকে হেদায়াত করার উদ্দেশ্যে উপদেশ ও নির্দেশ দিতে গিয়ে মানবদেহ, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বস্তুজগত থেকে বহু উদাহরণ দিয়েছেন। এসব থেকে বিজ্ঞানীরা অনেক তত্ত্ব ও ইংগিত পান। "Scientific indication in the Holy Quran" নামে ঢাকাস্থ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রখ্যাত কয়েকজন বিজ্ঞানীর গবেষণা প্রকাশ করেছে।

(খ) বিজ্ঞান যে বস্তু ও বস্তুগত শক্তি নিয়ে গবেষণা চালায় তা আল্লাহ তায়ালারই সৃষ্টি। আজ পর্যন্ত বিজ্ঞান এমন কোন বিষয় আবিষ্কার বা প্রমাণ

www.pathagar.com

করেনি যাতে কুরআনের কোন মন্তব্য ভুল বলে সাব্যস্ত হতে পারে। বিজ্ঞানের গবেষণায় ভুল হতে পারে। কিন্তু কুরআনের কোন কথা ভুল প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

(গ) বিজ্ঞান ও কুরআনে কোন সংঘর্ষ হতে পারে না। বিজ্ঞানের গবেষণার যাবতীয় বিষয় যিনি পয়দা করেছেন তিনি কুরআন নাযিল করায় একই মূল থেকে উভয়টিই এসেছে।

(ঘ) যদি বিজ্ঞানের কোন গবেষণায় কুরআনের কোন কথা ভুল বলে মনে হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, ঐ গবেষণায় কোন ত্রুটি রয়েছে। তাই বিজ্ঞান সাধনাকে নির্ভুল করার উদ্দেশ্যে অহীর জ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ডাঃ মরিস বুকাইলির রচিত "Science, Quran and Bible" পুস্তকটি একথার সত্যতাই প্রমাণ করেছে।

৪। বিজ্ঞানের কর্মসীমা বা দৌড় বস্তু জগতেই সীমাবদ্ধ। মানুষের নৈতিক ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে চর্চা করার কোন ক্ষমতাই বিজ্ঞানের নেই।

(ক) বিজ্ঞান বস্তু জগতের যে সব শক্তির সন্ধান পায় তা মানুষের কল্যাণেই শুধু ব্যবহার করা উচিত কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবার যোগ্যতাও বিজ্ঞানের নেই। বিজ্ঞান আনবিক শক্তি আবিষ্কার করেছে। এ শক্তিকে বোমা হিসাবে ব্যবহার করা যে অন্যায় সে কথা ঘোষণা করা বিজ্ঞানের কাজ নয়।

(খ) আল্লাহ পাক মানুষের দেহ, মন ও মগজে যে শক্তি দিয়েছেন এবং বস্তুজগতে যা কিছু মানুষের জন্যই সৃষ্টি করে রেখেছেন তা ব্যবহার করার বেলায় যে নৈতিক বিধি-বিধান প্রয়োজন তা আল্লাহর নবীগণই মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন।

–বিজ্ঞানের কাজ হলো বস্তুগত জ্ঞান মানুষের হাতে তুলে দেয়া। বস্তুশক্তি কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করে দেয়ার মধ্যেই বিজ্ঞানের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। বিজ্ঞানের কাজ যেখানে শেষ হয় সেখান থেকেই নবীর দায়িত্ব শুরু হয়।

–বিজ্ঞান লৌহ যুগে ছুরী, বর্শা, তলোয়ার ইত্যাদি মানুষের হাতে তুলে দিয়েছে। কিন্তু এসব মানুষের অকল্যাণে ব্যবহার না করে একমাত্র কল্যাণের পথে ব্যবহার করার শিক্ষা নবীগণই দিয়েছেন। বিজ্ঞানের যত উন্নতিই হোক এ কথা সব যুগেই সত্য।

www.pathagar.com

৫। বিজ্ঞানের মাধ্যমে সৃষ্টিজগতকে ব্যবহার করা সম্পর্কে ইসলামের নীতি :

(ক) কুরআন সৃষ্টিজগতকে অধ্যয়নের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

(হে মানুষ) তিনিই ঐ সত্তা যিনি পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। (সূরা বাকারাহ-২৯ আয়াত)

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ -

নিশ্চয়ই অসমান ও যমীনের সৃষ্টির মধ্যে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান-১৯০ আয়াত)

(খ) কুরআন বিজ্ঞান চর্চার সাথে আল্লাহর যিক্‌রকে সমন্বিত করার তাকীদ দিয়েছে :

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা সব সময় আল্লাহকে স্মরণ রাখে এবং সৃষ্টি জগতের উপর গবেষণা চালায় একমাত্র তারাই উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ তায়ালা অনর্থক ও বিনা উদ্দেশ্যে এ জগত পয়দা করেননি। (সূরা আলে ইমরান-১৯১ আয়াত)

(গ) আধুনিক যুগে যারা বিজ্ঞান চর্চা করছে তারা আল্লাহকে স্মরণ করে না। আর যারা আল্লাহর যিক্‌র নিয়ে মশগুল তারা বিজ্ঞান চর্চাই করেন না। তাই বিজ্ঞানের ফসল কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণেই বেশী ব্যবহার করা হচ্ছে।

(ঘ) ইসলামের নীতি অনুযায়ী বিজ্ঞান চর্চা হয় না বলেই :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ

www.pathagar.com

"জলে স্থলে যে বিশৃংখলা বিরাজ করছে তা মানুষেরই হাতের কামাই" (এর জন্য আল্লাহ মোটেই দায়ী নয়)।-(সূরা আর রূম ঃ ৪১ আয়াত)

রাহমাতুললিল আলামীনের আনীত বিধানই যাবতীয় বস্তু শক্তিকে মানুষের খাদেমে পরিণত করতে সক্ষম।

এর অভাবেই বস্তু শক্তি মানুষের প্রভু সেজে বসেছে এবং মানুষ আজ নিজেদের আবিষ্কারের হাতেই অসহায়। সিনেমা, টি. ভি. মনুষ্যত্ব ধ্বংস করছে। অথচ এ দ্বারা মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতার বিকাশও সম্ভব।

৬। মানুষের কর্ম ফলেই একদিন পৃথিবী ধ্বংস হবে ঃ

(ক) বিজ্ঞান চর্চার ফলে মানুষ বস্তুজগতের যাবতীয় শক্তি ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে।

(খ) স্রষ্টার দেয়া জীবন-বিধান মেনে না চলার ফলে বস্তুশক্তির ব্যাপক অপব্যবহার হচ্ছে।

(গ) বিদ্যুত, পেট্রল, গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ তরল পদার্থ অপরিকল্পিতভাবে ব্যবহারের পরিণামে পরিবেশ ব্যাপকভাবে দূষিত হচ্ছে। এর প্রতিক্রিয়ায় উর্ধলোকে ওজোন স্তর ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে এবং সূর্যের অপ্রয়োজনীয় রশ্মি পৃথিবীর তাপ বৃদ্ধি করছে। ফলে পাহাড় ও মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বিপদ সীমা ছাড়িয়ে যাবার আশংকা দেখা দিয়েছে।

(ঘ) বস্তুজগতের অপব্যবহারের ফলেই বায়ু দূষণ এমন পর্যায়ে পৌছে যাচ্ছে যে, বহু নতুন মারাত্মক রোগ মানব জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

(ঙ) বিজ্ঞান মানুষের হাতে এতো ধ্বংসাত্মক অস্ত্র তুলে দিয়েছে যে, খোদা- বিমুখ রাষ্ট্রনায়করা ক্ষমতার দাপট দেখাবার জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করতেও দ্বিধা করছে না।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বুনিয়াদী শিক্ষা

১। বিশটি মৌলিক প্রশ্ন

২। যেসব বিষয়ে মৌলিক ধারণা থাকা প্রয়োজন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিশটি মৌলিক প্রশ্ন

১। জীবনের সাফল্য সম্পর্কে মুমিনের ধারণা কী ?

মুমিনের ধারণা আখিরাত ভিত্তিক—দুনিয়া সর্বস্ব নয়। সাফল্য সবারই কাম্য। কিন্তু এর সঠিক ধারণা নেই।

২। আখিরাতের সাফল্য সকল ধর্ম চিন্তারই মূল।

তাহলে যে কোন ধর্মমতে চললেই সাফল্য কি নিশ্চিত ?

৩। আখিরাতের সাফল্য কিভাবে সম্ভব ?

৪। আখিরাতের মালিকের সিদ্ধান্ত এ বিষয়ে কী ?

রাসূল (সাঃ)-এর জীবনই এ বিষয়ে একমাত্র দিক-নির্দেশক।

যে দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে পাঠানো হয়েছে সে কাজে শরীক হলেই সাফল্য। আখিরাতে সাফল্যের এটাই একমাত্র পথ।

৫। ঐ মহান দায়িত্বটি কী ?

কয়েকটি ভাষায় বলা যায়—

(ক) দুনিয়ায় আল্লাহর খিলাফত কায়েম করা।

(খ) আল্লাহর একমাত্র হক দ্বীনকে বিজয়ী করা।

(গ) আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করা।

(ঘ) শয়তানের রাজত্ব উৎখাত করে আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করা।

(ঙ) মানুষের মনগড়া আইনের বদলে আল্লাহর আইন চালু করা।

৬। এ বিরাট দায়িত্ব পালনের স্বাভাবিক দাবী কী ?

(ক) কায়েমী স্বার্থের সাথে সংঘাতের মুকাবিলা। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থের সাথে সংঘর্ষ অনিবার্য।

(খ) খোদাদ্রোহী নেতৃত্ব উৎখাত করে সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা।

৭। শুধু দ্বীনের খেদমত করলেই কি ঐ দায়িত্ব পালন হয় ?

(ক) দ্বীনের বড় বড় খেদমতের সাথেও বাতিলের সংঘর্ষ হয় না।

www.pathagar.com

(খ) নেতৃত্বে পরিবর্তনের কর্মসূচী না থাকলে বাতিলও খেদমতে দ্বীনের সহযোগী হয়।

(গ) একমাত্র ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনের সাথেই বাতিলের টক্কর হয়।

(ঘ) বাতিলের উপর হককে বিজয়ী করাই এ দায়িত্বের দাবী।

৮। ইকামাতে দ্বীনের প্রাথমিক কর্মসূচী কী ?

ইসলামী আন্দোলনের প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ইসলামী বিপ্লবের যোগ্য একদল বিপ্লবী তৈরী করা।

৯। লোক তৈরীর কাজটা কী ?

মন, মগজ ও চরিত্র গড়ে তোলা। অর্থাৎ ঈমান, ইলম ও আমলের দিক দিয়ে যথার্থ মানে তৈরী করা।

১০। ঈমান মানে কী ? বিশ্বাস বলতে কী বুঝায় ?

যে বিষয়ে সরাসরি জ্ঞান নেই বলে অদৃশ্য, সে বিষয়ে পরোক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নামই বিশ্বাস।

১১। ইসলামী ঈমানের বিষয় কয়টি ?

ঈমানে মুফাস্‌সালের বিষয় ৭টি যা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের অন্তর্ভুক্ত।

১২। মযবুত ঈমানের শর্ত কী ?

(ক) শির্‌ক মুক্ত হওয়া (তাওহীদ)। শিরক চার প্রকার (তাফহীম–সূরা আল আন'আমের ১২৮নং টিকা)

(খ) তাগুতের কাফের হওয়া। তাগুত ৫ প্রকার ঃ

নাফস (শয়তান), কুপ্রথা, শাসনশক্তি, রিযক্ বন্ধ করার ভয় দেখাবার শক্তি, অন্ধ অনুসরণের দাবীদার শক্তি।

(গ) ঈমানের দুর্বলতার কারণ কী ?

মানুষ যা কিছু ভালোবাসে তা হারাবার ভয়েই দুর্বলতা প্রদর্শন করে ঃ (সূরা তাওবা-২৪)

১৩। ইলম মানে কী ?

(ক) শাব্দিক অর্থ জ্ঞান—ইসলামী পরিভাষায় অহীর জ্ঞান।

(খ) জ্ঞানের উৎস কী কী ?

ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, ইলহাম ও অহী।

(গ) কোন্ ইলম তালাশ করা ফরয ?

www.pathagar.com

(ঘ) কতটুকু ইলম অর্জন করা ফরয ?

(ঙ) নফল ইলমের মর্যাদা কী ?

(চ) অন্যান্য ইলমের শরয়ী অবস্থান কী ?

(ছ) পেশা ব্যতীত সৌখিন জ্ঞান চর্চা কি উচিত ?

১৪। আমল বা চরিত্র বলতে কী বুঝায় ?

(ক) শূন্যে চরিত্র সৃষ্টি হয় না—কাজের মাধ্যমেই হয়। ভাল ও মন্দ চরিত্র কাজেরই ফসল।

(খ) কাজের সূচনা হয় চিন্তায়। বাস্তবায়িত হয় ইচ্ছা করলে বা সিদ্ধান্ত নিলে এবং চেষ্টা করলে।

(গ) কাজের সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ায় নাফস ও রূহের লড়াই চলে। কালব বাস্তবায়িত করে।

(ঘ) কোন কাজের ইচ্ছা ও চেষ্টার ইখতিয়ারই শুধু আছে—কাজ সমাধা করা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

(ঙ) কাজ সম্পন্ন করার উপর পুরস্কার ও শাস্তি নির্ভরশীল নয়। ইচ্ছাকৃতভাবে চেষ্টা করা হলেই পুরস্কার বা শাস্তি পাবে।

(চ) চেষ্টা না করা পর্যন্ত মন্দ ইচ্ছার কারণে শাস্তি দেয়া হবে না। কিন্তু ভাল কাজের ইচ্ছার পর চেষ্টার সুযোগ না পেলেও কিছু পুরস্কার পাবে।

(ছ) সহীহ নিয়ত ব্যতীত নেক আমলও কবুল হয় না।

(জ) মৃত্যুর পরও আমল জারী থাকতে পারে।

১৫। মানুষের মধ্যে এত রকম ধর্ম কেমন করে হল? আল্লাহ তো প্রথম থেকে একমাত্র ইসলামই দিলেন।

* পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারীরা শেষ নবীকে কেন মানতে রাযী হল না ?

* শেষ নবীকে যারা মানে তাদের মধ্যে এত রকম মত ও পথ কেমন করে হল ? আদম সৃষ্টির হাকীকত বা খিলাফতের দায়িত্ব না বুঝার ফলেই কুরআন ও হাদীস অবিকৃত থাকা সত্ত্বেও এত রকম ইসলাম সৃষ্টি হয়েছে।

১৬। খিলাফতের দায়িত্বটা কী? রাসূল (সাঃ) এ মহান দায়িত্বটি কিভাবে পালন করলেন? নবীগণকে আসল কোন্ কাজটি করার জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ?

* দ্বীনকে বিজয়ী করা বা কায়েম করা যাতে সকল মানুষ তাদের অধিকার ভোগ করতে পারে। সূরা আত তাওবা–৩৩, আল ফাতহ–২৮, আস সাফ–৯, হাদীদ–২৫ আয়াত।

www.pathagar.com

* মানুষকে মালিকের ক্ষমতা দেয়া হয়নি, শুধু খলীফার মর্যাদা দেয়া হয়েছে। হয় আল্লাহর, না হয় ইবলিসের খলীফা হতে হবে।

* সৃষ্টিলোকে কোন প্রাণী অভাবে কষ্ট পায় না। শুধু মানুষ কেন কষ্ট পায়? মানুষ আল্লাহর খলীফার দায়িত্ব পালন না করায়ই মানুষের এত অশান্তি।

১৭। দ্বীনের ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) ও সাহাবাগণসহ আর সব ইসলামী ব্যক্তির মর্যাদা কী ?

* একমাত্র রাসূলই (সাঃ) সিলেবাস, আর সবাই উস্তাদ মাত্র। রাসূল (সাঃ) ছাড়া আর কোন ব্যক্তির নামে কোন তরীকা চালু হলেই ফেরকা সৃষ্টি হয়।

১৮। ইসলামী আন্দোলনের চিরন্তন কর্ম-পদ্ধতি কী ? (ইকামাতে দ্বীন ৩৩-৩৬ পৃষ্ঠা)

(ক) সংগ্রাম যুগ বা ব্যক্তি গঠনের যুগ।

(খ) বিজয় যুগ বা সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের যুগ।

(গ) জনগণ সক্রিয় বিরোধী হলে আন্দোলন সফল হতে পারে না।

১৯। লোক তৈরীর কর্মসূচী কী ?

টার্গেট অনুযায়ীই লোক তৈরী হয়।

(মাদ্রাসা, খানকাহ, তাবলীগ, রাজনৈতিক দল, স্পোর্টিং ক্লাব)

(ক) ইতিবাচক কর্মসূচী চার দফা ঃ বাকারাহ-১২৯ ও ১৫১ আয়াত, আলে ইমরান-১৬৪ আয়াত, জুময়া-২ নম্বর আয়াত।

(খ) নেতিবাচক কর্মসূচী ঃ বিপ্লবী দাওয়াতের ফলে কায়েমী স্বার্থের সাথে সংঘর্ষ অনিবার্য। বাতিলের সাথে লড়াইতে জান ও মালের কুরবানীর মাধ্যমেই যোগ্য লোক তৈরী হয়। সূরা আল আন'আম-৩৩-৩৬ আয়াতের তাফসীর (তাফহীমুল কুরআন)

২০। লোক তৈরীর জন্য রাসূল (সাঃ)-এর পদ্ধতির অতিরিক্ত কোন পন্থা অবলম্বন করা উচিত কিনা ?

* অন্য পন্থায় অন্য রকম লোকই তৈরী হবে। সাহাবায়ে কেরামের ধরনের লোক তৈরী হবে না।

১। ইকামাতে দ্বীন-গোলাম আযম

২। আসুন আল্লাহর সৈনিক হই-গোলাম আযম

৩। মযবুত ঈমান-গোলাম আযম

৪। আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি-গোলাম আযম

৫। আদম সৃষ্টির হাকীকত-গোলাম আযম

www.pathagar.com

যেসব বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন

১। আল্লাহর সাথে আমার সম্পর্ক কী ? শুধু উপাস্য ? জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র হুকুমকর্তা প্রভু।

২। মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে আমার সম্পর্ক কী ? শুধু ধর্ম নেতা ? একমাত্র আদর্শ নেতা।

৩। কালেমা তাইয়েবা কী ? জীবনের পলিসী ডিক্লারেশন।

৪। দ্বীন ইসলাম মানে কী ? একমাত্র নির্ভুল, পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান, আল্লাহর আনুগত্যের বিধান।

৫। কুরআন কোন্ ধরনের কিতাব ? ধর্ম গ্রন্থ ? আল্লাহর দেয়া একমাত্র বিশুদ্ধ পথপ্রদর্শক।

৬। দ্বীনদারী ও দুনিয়াদারীতে পার্থক্য কী ? মুমিন হিসাবে জীবনে যা করা হয় সবই দ্বীনদারী।

৭। উন্নত মুসলিমের মান কী ? সাহাবায়ে কেরামের মানই সবচেয়ে উন্নত।

৮। দ্বীনের প্রতি মুমিনের দায়িত্ব কী ? শুধু খেদমতের দায়িত্ব ? সবচেয়ে বড় ফরয দ্বীন কায়েমের দায়িত্ব।

৯। খেদমতে দ্বীন ও ইকামাতে দ্বীনে পার্থক্য কী ?

১০। নাফস-রুহ-কালব-এর পরিচয় কী ?

১১। আল্লাহর আইন কতটুকু ব্যাপক ? (শুধু কি আদালত ফৌযদারী ?)

১২। ক্ষমতা দেবার চূড়ান্ত মালিক আল্লাহ এ কথার তাৎপর্য কী ? এ বিষয়ে আল্লাহর নীতি কী ?

১৩। "লোক তৈরী হলেই আল্লাহ ক্ষমতা দেবেন" তাহলে নির্বাচনে অংশ নেবার প্রয়োজন কী ?

১৪। বিপ্লব বনাম গণতন্ত্র ও নির্বাচন।

১৫। উন্নত ইসলামী জিন্দেগী সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা ঃ আবেদ, বুজুর্গ, অলী, দরবেশ, সংসার বিমুখ, ফানা ফীল্লাহ হওয়ার সাধনা।

সঠিক ধারণা ঃ ইকামাতে দ্বীন ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর মাধ্যমে ইবাদুল্লাহ, আওলিয়া উল্লাহ, আনসারুল্লাহ ও খোলাফা উল্লাহর মর্যাদা হাসিলের

www.pathagar.com

সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। 'মুসলিম উম্মাহর বৈরাগ্য হলো জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' (হাদীস)।

১৬। মাদ্রাসা ও খানকাহ্ সম্পর্কে সঠিক মনোভাব।

১। দ্বীন ইসলামের ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক ধারণা–গোলাম আযম

২। ইকামাতে দ্বীন–গোলাম আযম

৩। আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন–গোলাম আযম

৪। ক্ষমতার উত্থান-পতনে আল্লাহ তায়ালার ভূমিকা–গোলাম আযম

৫। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সহী জযবা–গোলাম আযম

www.pathagar.com

ঈমানিয়াত

১। আল্লাহ
২। ঈমান
৩। তাওহীদ
৪। রিসালাত
৫। আখিরাত
৬। জাহেলিয়াত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আল্লাহ

১। আল্লাহর আসল নাম একটাই–প্রপার নেইম বা ইসমে যাত হলো আল্লাহ ঃ আর বাকী সবই গুণবাচক নাম।

২। আল্লাহ শব্দের বিশ্লেষণ ঃ اَللّٰه = ال + اِلٰهَ একমাত্র ইলাহ। সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সম্পর্কের ক্ষেত্রে আল্লাহর সকল গুণের মধ্যে ইলাহ গুণটিই প্রধান। তাই এ গুণটির ভিত্তিতেই তিনি নিজের আসল নাম রেখেছেন। (আল্লাহ শব্দের এ বিশ্লেষণ নাদওয়াতুল মুসান্‌নিফীনের প্রকাশিত ও মাওলানা আবদুর রশীদ নোমামীর প্রণীত "লুগাতুল কুরআন" থেকে গৃহীত হয়েছে)।

৩। ইলাহ শব্দের শাব্দিক অর্থ ঃ

(ক) অভাব পূরণ, আশ্রয় দান, ও শান্তি দানের অধিকারী। এমন ক্ষমতার অধিকারী যার কারণে আশ্রয় ও শান্তি দিতে সক্ষম।

(খ) এমন সত্তা যিনি অত্যন্ত রহস্যাবৃত, যাকে তালাশ করার প্রয়োজন মনে হয়। اَلِهَ الْوَلَدُ اِلٰى اُمِّهٖ

শিশু মায়ের আশ্রয়ে শান্তি পেয়েছে। ইলাহ এমন আশ্রয়স্থল যেখান থেকে সব অভাব পূরণ হয় এবং পূর্ণ শান্তি পাওয়া যায়।

৪। মানুষ ইলাহর তালাশ করতে বাধ্য কেন? অন্তহীন অভাব বোধ এবং আশ্রয় ও শান্তির অদম্য আকাংখা মানুষকে অসহায় করে ফেলে। সূরা ইউনুসের– ১২ ও ২২ নং আয়াতে এর বাস্তব উদাহরণ দেয়া হয়েছে। আর সব সহায় থেকে নিরাশ হবার পর মানুষ যার উপর ভরসা করে সে সত্তাই ইলাহ।

৫। ইলাহ এর ভাবগত অর্থঃ হুকুমদাতা বা নির্দেশদাতা। এমন সত্তার উপলব্ধি হবার পর মানুষ আন্তরিকভাবে তার আনুগত্য করতে চায়। ঐ সত্তার নির্দেশ পালনেই শান্তি রয়েছে বলে বিশ্বাস জন্মে। এমন সত্তাকেই হুকুমকর্তা বা মনিব মনে করে। তাই ইলাহ শব্দের আর একটি অর্থ মা'বুদ ঃ আবদ মানে দাস। মাবুদ (معبود) মানে মনিব।

৬। আল্লাহকে এক ইলাহ মানতে হলে তাগুতকে অস্বীকার করতে হবে। সূরা বাকারা–২৫৬ নং আয়াত ও সূরা নাহল–৩৬ নং আয়াত।

www.pathagar.com

৭। তাগুতের অর্থ ঃ সীমালংঘনকারী, বিদ্রোহী। طُغْيَانٌ বিদ্রোহ, সীমালংঘন। (طَغٰى) বিদ্রোহ করেছে।–সূরা তোয়াহা ৪৩নং আয়াত।

(ক) আল্লাহ মানুষকে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার ইখতিয়ার দিয়েছেন। অমান্য করার দু' রকম অবস্থা كُفْرٌ ـ فِسْقٌ ফিসক ও কুফর। ফিসক হলো অমান্য করা, কুফর হলো অস্বীকার করা।

(খ) যে নাফরমানীর সীমাও লংঘন করে তাকেই তাগুত বলে। তাগুত নিজেই শুধু নাফরমান নয়, অন্যকেও নাফরমান বানায়, আল্লাহর বান্দাহ হতে বাধা দেয় এবং নিজের বান্দাহ বানাতে চেষ্টা করে।

৮। ৫ রকমের তাগুত–এরা ইলাহ হবার দাবীদার ঃ

شَيْطَانٌ ـ هَوٰى ـ نَفْسٌ

(ক) নাফস বা হাওয়া, সূরা ফুরকান–৪৩ আয়াত। নাফস হলো দেহের সব দাবী যা আল্লাহকে অমান্য করতে উস্কিয়ে দেয়।

(খ) প্রচলিত রীতি-নীতি customs and traditions সূরা বাকারাহ–১৭০ আয়াত—সমাজের যাবতীয় কুসংস্কার তাগুতী শক্তি বলেই টিকে আছে।

(গ) শাসন শক্তি—সূরা নাযিআত–২৪ আয়াত। ক্ষমতার দাপটে মানুষকে আল্লাহর পথে চলতে দেয় না। স্বামী ও পিতা শাসন শক্তি। কিছু লোকের উপর কর্তৃত্বের অধিকারই শাসন শক্তি।

(ঘ) অর্থ শক্তি—রিযক বন্ধ করার হুমকী দিয়ে আল্লাহর নাফরমানী করতে বাধ্য করে।

(ঙ) অন্ধ আনুগত্যের দাবীদার শক্তি—সূরা তাওবা ৩১ আয়াত। রাসূল ছাড়া যাদেরকে অন্ধভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা করা ও মেনে চলার দাবী করা হয়। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধিকারী এ দাবী করতে পারে।

৯। নবীগণ আল্লাহকেই একমাত্র ইলাহ মানবার দাওয়াত দিয়েছেন।

সূরা আরাফ–৫৯, ৬৫, ৭৩ ও ৮৫ আয়াত।

সূরা হুদ–৫০, ৬১ ও ৮৪ আয়াত।

১০। আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসাবে সমাজে চালু করার আন্দোলনই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। তাগুতি শক্তি এ আন্দোলনকে বরদাশত করতে পারে

www.pathagar.com

না। কায়েমী স্বার্থই তাগুত—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও সকল কায়েমী স্বার্থই ইসলামী আন্দোলনের বিরোধী।

১১। কালেমা তাইয়েবা "লা ইলাহা" দ্বারাই শুরু—তাগুতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার পরই "ইল্লাল্লাহ" বলে আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ ঘোষণা করতে হয়।

১২। আল্লাহকে এভাবে বিশ্বাস না করলে ঈমান কিছুতেই মযবুত হতে পারে না।

১৩। সকলের আল্লাহ এক রকম নয় (হাদীস) اِنَّا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ সব নবীরই আল্লাহ সম্পর্কে একই ধারণা-আল্লাহর সব গুণসহ তাঁকে বিশ্বাস করতে হবে। নবীদের আল্লাহকে যারা চেনে না তাদের এক একজনের আল্লাহ এক এক রকম।

১৪। আল্লাহ মানুষের রব, মালিক (বাদশাহ) ও ইলাহ (হুকুমকর্তা)-(সূরা আন-নাস)

১৫। আল্লাহ মুমিনদের ওয়ালী (অভিভাবক)-(সূরা বাকারাহ-২৫৭, হা-মীম সাজদাহ-৩১)

১। লুগাতুল কুরআন-উর্দু-দারুল মুসান্নিফীন, লক্ষ্ণৌ, ভারত।
২। কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা-মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)
৩। তাফহীমুল কুরআন-আয়াতুল কুরসীর শেষে তাগুতের ব্যাখ্যা।

www.pathagar.com

ঈমান ایمان

১। **শাব্দিক অর্থ ঃ** সত্য বলে স্বীকার করা تصديق - افعال -এর ওযনে মূল শব্দ امن। অর্থাৎ নিরাপত্তা। যার উপর ঈমান আনা হল তাকে বিরোধিতা ও অস্বীকার করা থেকে নিরাপত্তা দেয়া হল।

২। ঈমান মানে সত্য বলে বিশ্বাস স্থাপন করা।

ক. বিশ্বাসের প্রয়োজন কখন হয় ? যেসব বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সরাসরি জানার উপায় নেই সেসব বিষয়ে পরোক্ষ যুক্তির মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তা-ই বিশ্বাস।

খ. সরাসরি জ্ঞানলাভ (Direct Knowledge) অতি সামান্য বলেই মানুষ বহু বিষয়ে পরোক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। যেমন ধার দেয়া, ব্যবসা করা, বিচার করা, চাষাবাদ করা, বিয়ে করা, পিতা বলে কাউকে স্বীকার করা ইত্যাদি।

গ. বিশ্বাসের সংজ্ঞা—যে বিষয়ে সরাসরি জ্ঞান নেই, ঐ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে পরোক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এরই নাম বিশ্বাস।

৩। প্রতিটি কর্মের পেছনে বিশ্বাসই ভিত্তি—যে রকম বিশ্বাস সে অনুযায়ী কাজ হয়ে থাকে। বিশ্বাস ছাড়া কেউ কাজ করে না। ঈমানের আলামত আমল-ঈমানই চরিত্রের ভিত্তি।

৪। **বিশ্বাসের তিনটি অবস্থা ঃ**

ক. ইতিবাচক বিশ্বাস—কোন কিছুকে সত্য বলে কবুল করা।

খ. নেতিবাচক বিশ্বাস—কোন কিছুকে অসত্য বলে বিশ্বাস করা—এরই অপর নাম অবিশ্বাস—এটাও এক ধরনের বিশ্বাস।

গ. সন্দেহ—ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিশ্বাস হয়নি।

৫। **কর্মের দু' রকম অবস্থা ঃ**

ক. ইতিবাচক বিশ্বাসের কর্মও ইতিবাচক।

খ. নেতিবাচক বিশ্বাস ও সন্দেহ উভয় ক্ষেত্রেই কর্ম নেতিবাচক।

৬। দুনিয়ার অতি সাধারণ বিষয়েই যখন বিশ্বাস ছাড়া চলার উপায় নেই, তখন বিশ্বের স্রষ্টা আছে কিনা ও মৃত্যুর পর কী অবস্থা হবে—এ জাতীয় বিরাট বিষয়ে সরাসরি জ্ঞান লাভের উপায় কি পাওয়া যাবে ? মানুষ কী ? মানব জীবনের উদ্দেশ্য কী ? এ জগত কী ?

www.pathagar.com

৭। যে কোন বিদ্যা অর্জন করতে হলে প্রথমে কতক বিশ্বাস দিয়েই শুরু করতে হয়। এরই নাম স্বতঃসিদ্ধ Axiom মানুষের নিকট জ্ঞানের শুরুও নেই—শেষও নেই—প্রথমে কিছুকে সত্য বলে ধরে নিয়েই জ্ঞান চর্চা করতে হয়। এমন কি বিজ্ঞানের গবেষণাও Hypothesi's অনুমান নিয়েই শুরু হয়।

৮। ঈমানিয়াতে ইসলাম ঃ পারিভাষিক অর্থ ঃ

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ -

ক. তাওহীদ –আল্লাহ, ফেরেশতা ও তাকদীর

খ. রিসালাত–কিতাবসমূহ ও রাসূলগণ

গ. আখিরাত–মাওত, বারযাখ, বা'স, হাশর, বেহেশত বা দোযখ।

৯। তাওহীদ—শিরকমুক্ত ঈমান–তাকদীরও এরই অন্তর্ভুক্ত—তাকদীরের মূল—আল্লাহর বিধান দ্বারা সৃষ্টিলোকের সব কিছুই পরিচালিত। মানুষের হায়াত, মওত, রিয্‌কও নির্ধারিত। ইচ্ছা ও চেষ্টার ক্ষেত্রেই শুধু ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। কর্ম সম্পাদনের ইখতিয়ার দেয়া হয়নি–সেটা নির্ধারিত। মানুষের পুরস্কার ও শাস্তি কর্মের জন্য নয় ইচ্ছা ও চেষ্টার জন্য। সৃষ্টি জগতে সবই তাকদীর—মানুষের কর্মজীবনে তাকদীরের অর্থ ভিন্ন।

১০। রিসালাত–মানে বাণী। রাসূল–বাণীবাহক। নবী–সংবাদ বাহক।

خبر – نباء مخبر عن الغيب –

ক. আল্লাহ মানুষকে অন্ধকারে হাতড়ে মরার জন্য ছেড়ে দেননি। তাই পয়লা মানুষকেই রাসূল হিসাবে পাঠিয়েছেন।

খ. ঈমান বিল গায়েবের উর্ধে নবীর অবস্থান। নবী দার্শনিক নন। عِلْمُ بِالشَّهَادَةِ

গ. রাসূলগণ মাটির মানুষ। প্রকৃতিগতভাবে অতি মানব নন। কিন্তু চরিত্রগতভাবে অবশ্যই মহামানব ও মানবশ্রেষ্ঠ। নবুওয়াত হচ্ছে নূরের তৈরী।

ঘ. রাসূলই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ আদর্শ এবং নিরংকুশ আনুগত্যের অধিকারী। মানুষ–নবী না হলে মানুষের আদর্শ বা অনুকরণযোগ্য হতো না। রাসূলই একমাত্র নির্ভুল মানুষ।

www.pathagar.com

ঙ. রাসূল সিলেবাস—সাহাবায়ে কেরামসহ সকল দ্বীনী ব্যক্তি উস্তাদ হিসাবে গণ্য।

চ. নবীই আল্লাহকে চিনাবার দায়িত্ব পালন করেন। আল্লাহ আওয়াজ দিয়ে ডেকে নবীকে চিনিয়ে দেন না। তাই নবীর কাজ নবুওয়াতের দাবী নিয়েই শুরু করতে হয়।

ছ. নবীর আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য।

১১. আখিরাত— اخر মানে শেষ—যা শেষে আসবে।

ক. মানুষের জীবন দুনিয়ায় শুরু হয়নি, এখানে শেষও হবে না।

খ. মানব জীবনের একটা শুরু আছে কিন্তু এর শেষ নেই।

গ. দুনিয়া পরীক্ষাগার—আখিরাতে এর ফল প্রকাশ।

ঘ. দুনিয়া কৃষিক্ষেত্র আখিরাতে এর ফসল পাওয়া যাবে।

ঙ. আদালতে আখিরাতে সুবিচার হবে—যুলুম হবে না।

চ. সুপারিশের ভ্রান্ত ধারণা পাপ করার লাইসেন্স দেয়।

ছ. আখিরাতের ৩ প্রকার যুক্তি وقوع - وجوب - امكان। (সম্ভব, হওয়া উচিত, হবেই হবে)

জ. আখিরাতের যুক্তি বুঝেও দুনিয়ার স্বার্থে তা মেনে নেয়া হয় না।

১২. বিপরীত শক্তির সাথে সংঘর্ষের মাধ্যমেই ঈমান মযবুত হয়।

পয়েন্ট ভিত্তিক আয়াতের উল্লেখ ঃ

৮. ফেরেশতা—সূরা নাহল–৫০, বনী ইসরাঈল–৪০

৯. তাকদীর—সূরা ইয়াসীন ৩৮ ও ৩৯, আল-ফুরকান–২, আ'লা–৩

১০. (ছ) আলে ইমরান–৮০

১১. আখিরাত (জ) আল কিয়ামাহ ৩-৫ ও ১৩-১৫

১। লুগাতুল কুরআন– –দারুল মুসান্নিফীন।

২। মযবুত ঈমা।—গোলাম আযম

৩। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত ঃ মাওঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)

www.pathagar.com

তাওহীদ

১। শাব্দিক অর্থ একত্ব ঘোষণা করা ঃ

وَاحِدٌ - وَحَّدَ - يُوَحِّدُ - تَوْحِيْدٌ - مُوَحِّدٌ

২। পারিভাষিক অর্থ—আল্লাহর সাথে কোন দিক দিয়ে অন্য কোন সত্তাকে শরীক না করে আল্লাহকে সবদিক দিয়ে একক ও অদ্বিতীয় মনে করা।

৩। তাওহীদকে বুঝতে হলে শিরককে বুঝতে হবে। শিরকের বিপরীতই তাওহীদ। ঈমান শিরক মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাওহীদের দাবী পূরণ হতে পারে না। তাফহীমুল কুরআনে সূরা আল-আন'আমের ১২৮নং টিকাতে পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা রয়েছে।

শিরক চার প্রকার ঃ

(ক) শিরক ফিয-যাত - شِرْكٌ فِى الذَّاتِ

(খ) শিরক ফিস-সিফাত - شِرْكٌ فِى الصِّفَاتِ

(গ) শিরক ফিল-ইখতিয়ারাত - شِرْكٌ فِى الْاِخْتِيَارَتِ

(ঘ) শিরক ফিল-হুকুক - شِرْكٌ فِى الْحُقُوْقِ

৪। শিরক ফিয-যাতের উদাহরণ ঃ

আল্লাহর সত্তার সাথে শরীক করা—যেমন কাউকে আল্লাহর পুত্র, কন্যা, স্ত্রী মনে করা। ফেরেশতা, দেব-দেবী ইত্যাদিকে আল্লাহর বংশধর বলে বিশ্বাস করা।

৫। শিরক ফিস-সিফাতের উদাহরণ ঃ

আল্লাহর গুণসমূহ যে অর্থে আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয় সে অর্থে অন্যের জন্য ব্যবহার করা। আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সকল রকম দুর্বলতা ও দোষ ত্রুটি থেকে পাক মনে করা।

عَالِمُ الْغَيْبِ - عَلِيْمٌ وَخَبِيْرٌ - سَمِيْعٌ وَبَصِيْرٌ - حَاضِرٌ وَنَاظِرٌ

www.pathagar.com

৬। শিরক ফিল-ইখতিয়ারাতের উদাহরণ ঃ

অলৌকিকভাবে উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা, প্রয়োজন পূরণ ও হেফাযত করার যোগ্যতা, মানুষের ভাগ্য গড়া ও ভাঙ্গা, দোয়া কবুল করা, হালাল-হারাম ও জায়েয নাজায়েযের সীমা ঠিক করা, মানব জীবনের জন্য আইন কানূন রচনা করা, সন্তান দান করা, রোগ ভাল করা, গুনাহ মাফ করা, হায়াত ও মওত দেয়া, রিযক দান করা ইত্যাদি।

৭। শিরক ফিল-হুকুকের উদাহরণ ঃ

কাউকে রুকু, সিজদা ও পূজা পাওয়ার অধিকারী বা হাত বেঁধে নত হয়ে দাঁড়িয়ে ভক্তি করার পাত্র মনে করা, কারো আস্তানাকে চুমু দেয়ার যোগ্য মনে করা, কুরবানী, নযর-নিয়ায, মানত পেশ করার যোগ্য মনে করা, নিয়ামতের শুকরিয়া পাওয়ার অধিকারী বা আপদে-বিপদে সাহায্যের জন্য আবেদন গ্রহণের যোগ্য, সব অবস্থায় যাকে ভয় করা যায় বা যার জন্য আর সব মহব্বত ত্যাগ করা যায় বলে মনে করা।

৮। ইসলাম পন্থী হওয়ার দাবীদারদের মধ্যেও শিরক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় তাদের মধ্যে শিরক ফিয-যাত ছাড়া সব রকম শিরকের রোগই আছে।

(ক) এটাই ঈমানের হাজারো দুর্বলতার মূল কারণ।

(খ) ঈমানের বলিষ্ঠতা ও আমলের মযবুতি বিশুদ্ধ তাওহীদের উপরই নির্ভর করে।

(গ) শিরকই সব রকম বিদয়াতের জন্মদাতা।

৯। তাওহীদের আফাকী যুক্তি ঃ সূরা আল-হাদীদ-১ আয়াত

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -

এ আয়াত ও এ জাতীয় যত আয়াত কুরআনে আছে এ সবই আফাকী যুক্তি। সৃষ্টি জগতের হাজারো বিষয় উল্লেখ করে আল্লাহ কুরআনে দাবী করেছেন যে, গোটা বিশ্বই তাওহীদের পক্ষে সাক্ষী দিচ্ছে। বিশ্বজগত তাওহীদেরই প্রমাণ বহন করছে।

www.pathagar.com

১০। তাওহীদের আনফুসীয় যুক্তি ঃ

সূরা ইউনুস ১২, ২২ ও ২৩ আয়াত, আল-আনআ'ম ৬৩ ও ৬৪ আয়াত, মানব সৃষ্টি রহস্য, জন্ম-পদ্ধতি, মানব দেহের বিবরণ। মানুষের মধ্যে সৃষ্ট গুণাবলীর উল্লেখ করে কুরআনে তাওহীদেরই যুক্তি পেশ করা হয়েছে।

১১। سُبْحَانَ اللّٰهِ মানেই তাওহীদের ঘোষণা। তাই কুরআনে সুবহানাল্লাহি বলার পর বহু জায়গায় আছে সূরা কামার-৬৮ আয়াত عما يُشْرِكُوْنَ - عَمَّا يَصِفُوْنَ -সূরা আম্বিয়া-২২ আয়াত, সূরা আসসাফফাত-১৮০ আয়াত, যারা শিরক করে তারা কোন না কোন দিক দিয়ে আল্লাহর মধ্যে দুর্বলতা বা ত্রুটি চিহ্নিত করে-তাই সুবহানাল্লাহ মানে আল্লাহ সকল রকম দুর্বলতা, দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র।

১২। শিরক এমন এক গুনাহ যা আল্লাহ তায়ালা মাফ করবেন না। আল্লাহ বার বার ঘোষণা করেছেন যে, তিনি যাকে খুশী তাকেই মাফ করবেন, কিন্তু শিরক মাফ করবেন না। সূরা নিসা-৪৮ ও ১১৬ আয়াত, সূরা মায়েদা-৭২ আয়াত।

১৩। শিরকের বিভিন্ন রূপ ঃ

(ক) আরব জাহেলিয়াতে-ফেরেশ্‌তা, জিন, তারকা, বুজর্গ, পূর্বপুরুষ ও নাফসের পূজা।

(খ) আহলি কিতাবদের-আহবার ও রুহবান পূজা, তাগুত পূজা, জাতি পূজা।

(গ) মুনাফিকদের- তাগুত পূজা, আত্ম পূজা, সুবিধা পূজা।

(ঘ) মুসলমানদের-দরগাহ ও কবরপূজা, পীরপূজা, বুজর্গপূজা, উস্তাদপূজা, নেতা পূজা, শাসক পূজা।

১। তাফহীমুল কুরআন-সূরা আল-আন'আম-১২৮নং টিকা।

২। মযবুত ঈমান—গোলাম আযম

www.pathagar.com

রিসালাত

১। শাব্দিক অর্থ ঃ বাণী, চিঠি, প্রেরিত জিনিস।

২। رسالة ও رسول একই মূল শব্দ থেকে তৈরী হয়েছে। রাসূল এর শাব্দিক অর্থ বাণী বাহক বা প্রেরিত ব্যক্তি।

৩। ইসলামী পরিভাষায় রাসূল অর্থ–যার নিকট আল্লাহ অহীর মাধ্যমে বাণী পাঠান।

৪। ঈমানিয়াতের প্রধান বিষয় তিনটি ঃ তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। গুরুত্বের দিক দিয়ে তাওহীদ প্রথম নম্বরে হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে রিসালাতই পয়লা ঃ

(ক) রাসূলের নিকট প্রেরিত আল্লাহর বাণী থেকেই তাওহীদ সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যায়।

(খ) রাসূলই মানুষকে আল্লাহর সঠিক পরিচয় দেন। আল্লাহ আওয়াজ দিয়ে মানুষকে ডেকে নিজের পরিচয় দেন না।

–এমন কি কে রাসূল সে কথাও আল্লাহ মানুষকে ডেকে নিজের আওয়াজে জানান না।

(গ) রাসূলই নিজে মানুষের নিকট ঘোষণা করেন যে, তিনি রাসূল। যে রাসূলের উপর ঈমান আনে সে–ই আল্লাহকে চিনতে পারে।

(ঘ) তাই রাসূলকে বিশ্বাস করার মাধ্যমেই ঈমান শুরু হয়।

৫। রিসালাতের প্রতি ঈমানের দাবী পূরণ করতে হলে ঃ

(ক) রাসূলকে নির্ভুল বলে মেনে নিতে হবে। যেহেতু আল্লাহর ভুল হতে পারে না এবং আল্লাহ যা শিক্ষা দেন শুধু তা–ই রাসূল মানুষকে শেখান। সেহেতু রাসূলের শিক্ষাতেও কোন ভুল নেই।

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى-اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى (النجم : ٤-٣)

(খ) রাসূল ছাড়া আর কাউকে নির্ভুল মনে করা চলবে না। কারণ যার উপর অহী নাযিল হয় না সে নির্ভুল হতে পারে না।

www.pathagar.com

(গ) রাসূল (সা) এর ফায়সালা, নির্দেশ, শিক্ষা ও উপদেশের যুক্তি বুঝে না আসলেও অন্ধভাবেই তা মানতে হবে। যেমন আল্লাহর নির্দেশকে অন্ধভাবে মানতে হয় তেমনিভাবে রাসূলকেও মানতে হবে।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ (الاحزاب : ٣٦)

(ঘ) একমাত্র রাসূল (সাঃ)-কেই অনুকরণযোগ্য শ্রেষ্ঠ আদর্শ মানতে হবে। আর কাউকে এ মর্যাদার অধিকারী বলে মনে করা যাবে না।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (الاحزاب : ٢١)

৬। রাসূল (সাঃ) এর জীবনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসের সাথে তুলনা করলে বুঝতে সুবিধা হয়।

— বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের জন্য যে সিলেবাস (পাঠ্যসূচী) প্রণয়ন করে অধ্যাপকরা সে অনুযায়ীই পাঠদান করেন।

— সিলেবাসের যে কোন বিষয়েই পরীক্ষায় প্রশ্ন হতে পারে। তাই অধ্যাপকরা যদি সবটুকু সিলেবাস না পড়ান তাহলে ছাত্রদেরকে পরীক্ষায় ভাল ফল করার জন্য বাকী অংশ নিজেদের চেষ্টায়ই পড়ে নিতে হয়।

— তেমনি আল্লাহ পাক আখিরাতে প্রশ্ন করবেন যে, তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা হয়েছে কি না। আমরা যাদেরকে দ্বীনের উস্তায্ মানি তারা রাসূলের জীবন ও আদর্শের কোন অংশ শিক্ষা না দিলে তা সিলেবাস থেকে বাদ যাবে না। রাসূলকে যেহেতু সিলেবাস বানানো হয়েছে সেহেতু উস্তায্ যা শেখাননি তা-ও শিখতে ও পালন করতে হবে।

৭। রিসালাতের প্রতি ঈমানের পূর্ণতার জন্য যা করা প্রয়োজন ঃ

(ক) আল্লাহর মহব্বত, নৈকট্য ও সন্তুষ্টিলাভের জন্য রাসূল (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে যেসব তরীকা শিক্ষা দিয়েছেন একমাত্র তা-ই পালন করতে হবে। এ বিষয়ে আর কারো কাছ থেকে কোন ভিন্ন তরীকা গ্রহণ করা সঠিক নয়, নিরাপদও নয়।

(খ) সব ব্যাপারে একমাত্র রাসূল (সাঃ) এর আদর্শই অনুকরণ ও অনুসরণ করতে হবে। সাহাবায়ে কেরামই (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-কে অনুকরণ ও

www.pathagar.com

অনুসরণের ব্যাপারে আমাদের আদর্শ। তাঁরা স্বয়ং আদর্শ নন। রাসূল (সাঃ)-কে মানার জন্য সাহাবীগণকে আমরা মানি। তাবেয়ীন তাবে তাবেয়ীন এবং পররবর্তী ইমাম ও দ্বীনী ব্যক্তিগণ আমাদের উস্তায্। রাসূল (সাঃ)-কে অনুসরণের জন্যই তাদেরকে মানতে হবে। তাদের কাউকে আলাদাভাবে অনুকরণযোগ্য আদর্শ হিসাবে মানা ঠিক নয়।

(ঘ) রাসূল (সাঃ) এর পূর্ণ জীবনই আমাদের জন্য অনুকরণযোগ্য। তাঁর শুধু ধর্মীয় জীবন অনুসরণ করা যথেষ্ট নয়। তাঁর সংগ্রামী জীবনের সব দিকই অনুসরণ করতে হবে। রাসূল (সাঃ) এর সময় মদীনার মুনাফিকরাও তাঁর ধর্মীয় জীবন অনুসরণ করতো। কিন্তু সংগ্রামী জীবনে এগিয়ে আসতো না। এ কারণেই তাদেরকে মুনাফিক বলা হয়েছে।

(ঙ) রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) মর্যাদা এক সমান হতে পারে না। রাসূল (সাঃ) সত্যের একমাত্র মাপকাঠি। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ঐ মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ বলেই শ্রদ্ধেয়। কিন্তু তাঁরা নিজেরা মাপকাঠি নন।

রাসূল (সাঃ) এর মাপকাঠিতে যাচাই করে ওলামায়ে উম্মত হযরত মুয়াবিয়াকে (রাঃ) সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে গণ্য না করে আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) হিসাবে উল্লেখ করেন। অথচ ওমর বিন আবদুল আযীযকে (রঃ) সাহাবী না হওয়া সত্ত্বেও ৫ম খলিফায়ে রাশেদ এবং দ্বিতীয় ওমরের মর্যাদা দেওয়া হয়। এ ফায়সালা রাসূল (সাঃ) এর মাপকাঠিতে বিচার করেই করা হয়েছে। সাহাবীও যদি মাপকাঠি হতো তাহলে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে এ ফায়সালা হতো না।

(চ) আল্লাহর নেক বান্দাহগণকে রাসূল (সাঃ) এর মাপকাঠিতে যাচাই করেই যাকে যে মর্যাদার যোগ্য মনে করা যায় সে মর্যাদা তাঁকে দিতে হবে। এ নীতি অনুযায়ী রাসূল (সাঃ)-এর পর সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) মর্যাদা সবার উপরে। আবার তাদের মধ্যেও খোলাফায়ে রাশেদীনের মর্যাদা অন্য সাহাবীগণের চেয়ে বেশী। ৪ খলীফার মধ্যেও হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রাঃ) মর্যাদা প্রথম নম্বরে।

সাহাবীগণের পর তাবেয়ী এবং তাবেয়ীগণের পর তাবে-তাবেয়ীর মর্যাদা।

(অথচ এদেশে হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) ও হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ) এবং আরও কয়েকজন দ্বীনী ব্যক্তিত্বকে যারা বিরাট মর্যাদা দেন এবং তাদের সম্বন্ধে যারা এত জোরে সোরে অনুষ্ঠান করেন তাদেরকে খোলাফায়ে রাশেদীনের চর্চায় কোন অনুষ্ঠান করতে দেখা যায় না।)

www.pathagar.com

(ছ) মানুষ স্বাভাবিক কারণেই জীবন্ত আদর্শ তালাশ করে। অনুকরণ ও অনুসরণের প্রয়োজনেই জীবিত ব্যক্তিত্বকে উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এখান থেকেই বড় সমস্যা সৃষ্টি হয়। যাকে উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করা হয় তাঁকে আদর্শ মনে করতে গিয়ে "উসওয়ায়ে হাসানার মর্যাদা" দিয়ে ফেলা হয় অবচেতন ভাবেই। অথচ তিনি জীবনের কোন একদিকে বিরাট উদাহরণ হলেও সর্বক্ষেত্রে তো নিশ্চয়ই উদাহরণ নন। সর্বক্ষেত্রে উদাহরণ একমাত্র রাসূল (সাঃ)।

কেউ দ্বীনী শিক্ষা বিস্তারে আদর্শ স্থানীয় বলে গণ্য হলেও হয়তো রাজনৈতিক দিক দিয়ে অনুকরণ যোগ্য নন। কেউ ব্যক্তিগত ইবাদত বন্দেগীর দিক দিয়ে খুবই অনুসরণ যোগ্য হলেও সামাজিক দায়িত্ব পালনে মোটেই আদর্শ নন। তাই কোন লোককেই অন্ধভাবে সব ক্ষেত্রে অনুকরণ করা মারাত্মক। রাসূল (সাঃ) এর শিক্ষা তার কাছে যতটুকু পাওয়া যায় শুধু ততটুকু তাকে অনুসরণ করা যায়।

রাসূল (সাঃ)–কে অনুসরণের নিয়তে কোন ব্যক্তির জীবনের কোন এক বা একাধিক দিক উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করলে কোন সমস্যা সৃষ্টি হয় না।

৮। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–কে একমাত্র "উসওয়াতুন হাসানা" ও "মে'–ইয়ারে হক" না মানার কারণেই যত গুমরাহী ও বিদয়াত মুসলমানদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে।

ইকামাতে দ্বীনের ফরযিয়াত পর্যন্ত অনেক ওলামা উপলব্ধি করেন না। কুরআন ও রাসূল (সাঃ)–এর জীবন থেকে দলীল পেশ করার পরও কোন কোন আলেম বলেন যে, অমুক বুজুর্গ কি কুরআন বুঝেননি?

বুজর্গ ও শায়খ বা উস্তাযকে যদি হুজ্জাত হিসাবে গ্রহণ করা হয় তাহলে রিসালাতের প্রতি ঈমানের দাবী পূরণ হতে পারে না।

৯। রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে একটি মারাত্মক আকীদা ঃ

এক শ্রেণীর ওলামা পর্যন্ত এ আকীদা পোষণ করেন যে, রাসূল (সাঃ) এর শরীর মাটির তৈরী নয়। আল্লাহর নূরের তৈরী এ আকীদার ভিত্তিতে তারা রাসূল (সাঃ)কে অতি মানব বা মানবজাতি থেকে আলাদা ধরনের সৃষ্টি মনে করেন। এমন কি তিনি সর্বত্র হাযির নাযির বলেও বিশ্বাস করে। মিলাদের সময় রাসূলের রূহ এসে হাযির হয় বলে দাড়িয়ে সম্মান করে। কোথাও কোথাও মাহফিলে চেয়ার সাজান হয় রাসূল (সাঃ) এসে বসবেন মনে করে।

www.pathagar.com

তারা রাসূলের প্রতি এমন সব গুণাবলী আরোপ করে যা শিরকের পর্যায়ে পড়ে।

অথচ কুরআনে আদম (আঃ)-কে মাটি থেকে পয়দা করা হয়েছে বলে বারবার ঘোষণা করা হয়েছে। তিনিই তো পয়লা নবী। আর সব নবীই তার বংশধর। একমাত্র ঈসা (আঃ) ছাড়া সব নবীই এমন সব পিতার ঔরষে পয়দা হয়েছেন যারা মাটির মানুষ ছিলেন। "আনা বাশারুম্ মিসলুকুম" অর্থাৎ "আমি তোমাদেরই মতো মানুষ" বলে ঘোষণা করার জন্য আল্লাহ স্বয়ং রাসূল (সাঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছেন।

রাসূল (সাঃ) আমাদের মতো মাটির মানুষ ছিলেন বলেই তো তিনি আমাদের অনুকরণ যোগ্য। ফেরেশতারা নূরের তৈরী। তাদের খাওয়া-পরা, ঘুম-বিশ্রাম, রোগ-শোক, আপদ-বিপদ নেই বলেই আমাদের জন্য উদাহরণ বা আদর্শ নয়। আমাদের মতো দুনিয়ার দুঃখকষ্ট-ঝক্কাট-ঝামেলা পোয়ান সত্ত্বেও রাসূল (সাঃ) এত উন্নত চরিত্র ও উচ্চ মানবিক গুণাবলীর অধিকারী হতে পেরেছিলেন বলেই তো তিনি আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে গণ্য।

রাসূল (সাঃ)-এর দেহ আর সব মানুষের মতো ছিল বলেই পাথরের আঘাতে তিনি ব্যথা পেতেন, জ্বর ও অসুখ হলে কষ্ট পেতেন।

মানুষের দেহে যে রূহ আছে তা কিন্তু মাটির তৈরী নয়। নবুওয়াত তো আরও অনেক বড় ও মহান বিষয়। ঐ নবুওয়াত অবশ্যই আল্লাহর নূর।

১০। রিসালাতের ব্যাপারে আর এক চরম গুমরাহী ঃ

রাসূল (সাঃ)-এর পর আরও নবী আসতে পারে বলে বিশ্বাস করা মারাত্মক কুফরী। রাসূল (সাঃ) শেষ নবী এবং আল কুরআন শেষ কিতাব। কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন জারী থাকবে এবং শেষ নবীর নবুওয়াত চালু থাকবে। আর কোন নবী আসার কোন যুক্তি নেই। রাসূল (সাঃ) কিয়ামত পর্যন্ত আদর্শ হিসাবে মান্য। আর নবী আসলে রাসূল (সাঃ)-এর বদলে তাকেই আদর্শ মানতে হবে। এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীস অকাট্য দলীল পেশ করেছে যার ফলে নবীর পরবর্তী সব দাবীদাররাই কায্যাব বা চরম মিথ্যুক।

১। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত ঃ মাওঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)
২। সীরাতুন্নবী সংকলন ঃ গোলাম আযম

www.pathagar.com

اخرة। আখিরাত

১। শাব্দিক অর্থ ঃ اٰخِرٌ মানে—শেষে বা পরে। اَوَّلٌ মানে—শুরু اٰخِرٌ মানে—শেষ। এ থেকে اَلْيَوْمِ الْاٰخِرَةِ শেষ দিন যা দুনিয়ার শেষে আসবে। মৃত্যুর পরের জীবন–পরকাল।

২। পরিভাষাগত অর্থ ঃ পৃথিবীর বর্তমান ব্যবস্থাপনা যখন ধ্বংস করা হবে তখনকার অবস্থাকে কিয়ামত বলে। আবার আসমান যমীনকে আলাদা ধরনের বিধানের অধীনে নতুন ব্যবস্থাপনায় সৃষ্টি করে সকল মানুষকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। এরই নাম আখিরাত বা পরকাল।

৩। পরকালের বিভিন্ন অবস্থা ঃ

(ক) শিংগায় প্রথমবার ফুঁ দিলে কিয়ামত হবে এটাই আখিরাতের সূচনা।

(খ) এর দীর্ঘকাল পর শিংগায় আবার ফুঁ দেয়া হবে। এ দ্বিতীয় ফুঁ দেবার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে بَرْزَخٌ বারযাখ বলা হয়। বারযাখ মানে পর্দা বা আড়াল।

(গ) দ্বিতীয় ফুঁ দেবার পর بَعْثٌ বা'স বা পুনরুত্থান হবে। আদম থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ পয়দা হয়েছিল তারা সবাই সশরীরে আবার জীবিত হবে।

(ঘ) আদালতে আখিরাতে সব মানুষের আমলের ভিত্তিতে বিচার করার উদ্দেশ্যে সবাইকে জমায়েত করা হবে। এরই নাম হাশর–মানে একত্র হওয়া।

(ঙ) বিচার ব্যবস্থাটার নাম দেয়া হয়েছে مِيْزَانٌ মীযান বা দাঁড়িপাল্লা। অর্থাৎ নেক ও বদ আমলের ওযন নেয়া হবে।

(i) নেকীর পাল্লার ওজন বেশী হলে গুনাহ মাফ হয়ে যাবে এবং বেহেশতে যাবে।

(ii) ঈমান থাকা সত্ত্বেও গুনাহ বা বদীর পাল্লা ভারী হলে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দোযখে যাবে। মেয়াদ ভোগ করার পর কোন এক সময় বেহেশতে যাবে।

(iii) যাদের নেক ও বদ আমল সমান তারা 'আ'রাফ' নামক জায়গায় থাকবে। সেখান থেকে তারা দোযখ ও বেহেশতের অবস্থা দেখতে পাবে।

www.pathagar.com

দোযখ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া করবে এবং বেহেশতে যাবার আশা করতে থাকবে।

৪। আখিরাতের বিচার পদ্ধতি ঃ

(ক) আল্লাহ পাক নিজে সব কিছু জানা সত্ত্বেও এর ভিত্তিতে তিনি রায় দেবেন না। তিনি অপরাধীদের ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণ হাযির করবেন ঃ

(i) নবী ও রাসূলগণ সাক্ষ্য দেবেন কারা তাদের প্রতি ঈমান এনেছে ও আনেনি সে বিষয়ে তারা সাক্ষী হিসাবে হাযির হবেন।

(ii) অপরাধীর যাবতীয় কার্যকলাপ যা ফেরেশতারা রেকর্ড করে রেখেছিল তা পেশ করা হবে।

(iii) অপরাধীর অংগ প্রত্যংগ এমন কি চামড়া পর্যন্ত সাক্ষী দেবে।

(iv) অপরাধীর যাবতীয় কার্যাবলীর দৃশ্য ভিডিও-র মতো তুলে ধরা হবে যাতে অস্বীকার করার উপায় না থাকে।

(খ) কোন ব্যক্তির উপর যুলুম বা অবিচার করা হবে না ঃ

(i) যাকে যে পুরস্কার দেবার বিধান রয়েছে তা থেকে কম দেয়া হবে না।

(ii) যাকে যে শাস্তি দেবার ঘোষণা দেয়া হয়েছে এর চেয়ে বেশী শাস্তি দেয়া হবে না।

(iii) বিনা দোষে কাউকে শাস্তি দেয়া হবে না।

৫। বেহেশতের হকদার কারা ?

আল্লাহর দেয়া দ্বীন ইসলামের প্রতি যারা ঈমান আনে তারাই শুধু বেহেশতে যাবে।

শুধু ঈমানই যথেষ্ট নয় ঈমান ও নেক আমল যুক্ত হলেই বেহেশতের হক হয়।

৬। ঈমান নেই কিন্তু নেক আমল বেশী— এমন লোকদের স্থান কোথায়?

— আল্লাহ কারো উপর অবিচার করবেন না। তাদেরকে আ'রাফে স্থান দিতে পারেন। কিন্তু এ বিষয়ে সুস্পষ্ট জানা নেই।

www.pathagar.com

— আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতে সওয়াবের নিয়তে নেক আমল না করলে শুধু নেক আমলের কারণেই কেউ পুরস্কার পাবে না।

৭। শাফায়াতের সঠিক ধারণা ঃ

আখিরাতে বিচার চলাকালে আল্লাহর দরবারে নবী ও আল্লাহর যেসব নেক বান্দাহ শাফায়াত বা সুফারিশ করবেন সে বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা নিম্নরূপ ঃ

(ক) কে শাফায়াত করবে এবং কার জন্য করবে তা একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতির উপর নির্ভর করে।

(খ) কেউ নিজের মরযীতে কোন লোককে সুফারিশ করে মুক্তি দেয়াতে পারবে না।

(গ) যারা ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও গুনাহ বেশী হওয়ার কারণে দোযখে যাবার যোগ্য শুধু তাদের বেলায়ই শাফায়াতের দ্বারা মুক্তির আশা করা যায়।

(ঘ) শাফায়াত সম্পর্কে সূরা আয্-যুমরের ৪৪ আয়াতে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে, قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا অর্থাৎ "হে রাসূল বলে দিন যে, শাফায়াতের গোটা ব্যাপারটাই আল্লাহর জন্য।" কেউ নিজের চেষ্টায় কাউকে সুপারিশ করে শাস্তি থেকে বাঁচানো দূরে থাকুক আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতেই পারবে না। مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ আয়াতুল কুরসীর এ আয়াতে আল্লাহর বলিষ্ঠ প্রশ্ন খুবই অর্থবহ।

৮। আখিরাতে বিশ্বাস সব ধর্মেই স্বীকৃত। এ বিশ্বাসই মানুষকে পাপের পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। আখিরাতে আল্লাহর পাকড়াও থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না— এ বিশ্বাস যত মযবুত হয় মানুষ ততই পাপমুক্ত থাকে।

মানুষকে নাজাতের সহজ পথ দেখায়ে এবং সুফারিশের ভ্রান্ত ধারণা দিয়ে আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসকে এমন অর্থহীন করা যায় যে, মানুষ পাপ করার লাইসেন্স পেয়ে যায়। যেমন ঃ

(ক) খৃষ্টানরা বিশ্বাস করে যে, যীশুখৃষ্ট শূলে মৃত্যুবরণ করে তাঁর প্রতি বিশ্বাসীদের গুনাহর কাফফারা করে গেছেন। এ বিশ্বাস যারা করে তারা গুনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে কেন? সপ্তাহের ৬ দিন পাপ করে রবিবারে গির্জায় হাযীরা দিলে সবই মাফ হয়ে যাবে। আখিরাতে এ জাতীয় বিশ্বাস ধর্মের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করে দেয়।

www.pathagar.com

(খ) হিন্দুদের পুনর্জন্মের বিশ্বাস অযৌক্তিক হওয়ার কারণে শুধু অন্ধ বিশ্বাসীদের জীবনে তা পাপ থেকে বাঁচার কিছু প্রেরণা দিতে পারে। কিন্তু বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল মানুষ এ দ্বারা পাপমুক্ত থাকার প্রয়োজন মনে করে না। তাদের মধ্যে যারা ধার্মিক জীবন যাপন করতে আগ্রহী তারা বৈরাগ্য জীবন গ্রহণ করে।

(গ) ইসলাম ছাড়া আর সব ধর্মেই ধর্মনেতা হতে হলে সংসার জীবন পরিত্যাগ করা প্রয়োজন মনে করে। কারণ সংসারী হয়ে পাপ থেকে বেঁচে থাকা তারা অসম্ভব মনে করে। আধ্যাত্মিক উন্নতি ও সংসার জীবন এক সাথে সম্ভব বলে তারা মনে করে না। এরাও আখিরাত সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখে না।

(ঘ) মুসলিমদের মধ্যেও বেদয়াতী পীর ও ধর্ম ব্যবসায়ীরা মানুষকে নাজাতের সস্তা পথ দেখায় এবং শাফায়াতের ভ্রান্ত ধারণা দিয়ে আখিরাতে বিশ্বাসের মহান উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করে দেয়। তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন,

اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط (التوبة : ٣٤)

"অনেক ধর্মনেতা ও বৈরাগী এমন আছে যারা অন্যায়ভাবে মানুষের মাল খায় এবং তাদেরকে আল্লাহর পথে আসতে বাধা দেয়।"

একদিকে হাদীয়ার নামে মাল আত্মসাৎ করে, অপর দিকে গুমরাহ করে। অর্থাৎ মানুষের ডবল খেদমত করে ধর্মের দোহাই দিয়ে।

৯। আখিরাতে বিশ্বাস না করার কারণ ঃ

মৃত্যুর পর আবার ভিন্ন ধরনের এক জগত সৃষ্টি হবে এ কথা যারা বিশ্বাস করে না তাদের সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য স্পষ্ট। আখিরাতের যুক্তি তারা যে বুঝে না তা নয়। এটা অবাস্তব ও অসম্ভব মনে করার কোন যুক্তি তাদের কাছে নেই। আসলে তারা মনের খাহেশ মিটায়ে দুনিয়ার মজা ভোগ করতে চায় বলেই আখিরাতকে স্বীকার করে না।

بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ (القيٰمة : ٥)

www.pathagar.com

১০। আখিরাতে বিশ্বাস করার পক্ষে যুক্তি ঃ

কুরআন পাকে তিন ধরনের যুক্তি বারবার পেশ করা হয়েছে। মক্কী যুগের বহু সূরার আলোচ্য বিষয় প্রধানত আখিরাত।

(ক) আফাকী যুক্তি ঃ সৃষ্টি জগতের অগণিত বিষয়ের উল্লেখ করে আখিরাতের সম্ভাবনা, বাস্তবতা ও অনিবার্যতা প্রমাণ করা হয়েছে।

(খ) আনফুসী যুক্তি ঃ মানুষের দেহ ও মানব জীবনের বিভিন্ন অবস্থা ও দিকের যুক্তি পেশ করে আখিরাতের সম্ভাবনা, বাস্তবতা ও অনিবার্যতা প্রমাণ করা হয়েছে।

(গ) ঐতিহাসিক যুক্তি ঃ আখিরাতে বিশ্বাস ব্যতীত মানুষের জীবনে নৈতিক উন্নতি হতে পারে না। আর নৈতিক অধঃপতনই মানব গোষ্ঠীর ধ্বংসের আসল কারণ। কুরআনে বহু জাতির উদাহরণ পেশ করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, আখিরাতে অবিশ্বাসের ফলে তাদের চরম নৈতিক বিপর্যয়ের কারণে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন।

১১। আখিরাতের কতক সহজ সরল সাধারণ বোধগম্য যুক্তি ঃ

(ক) আল্লাহ পাক সব কিছুই জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করেছেন বলে বারবার উল্লেখ করেছেন। দুনিয়ার এ জীবনের জোড়াই হলো আখিরাত।

(খ) আল্লাহ তায়ালা মানুষকে নৈতিক জীব হিসাবে পয়দা করেছেন। তাই ভাল ও মন্দ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান রয়েছে। এ কারণে মানুষ চায় যে, ভাল কাজের ভাল ফল ও মন্দ কাজের মন্দ ফল হোক, হওয়া উচিত। মানুষের এ নৈতিক সত্তার দাবী পূরণের জন্য আখিরাত অপরিহার্য ঃ

(i) এ দুনিয়া হলো বস্তু জগত। তাই এখানে মানুষ যা করে এর বস্তুগত ফল প্রকাশ পায়। কিন্তু নৈতিক ফল প্রকাশ পায় না। যেমন এক লোক অপরের ঘরে আগুন দিল। এর বস্তুগত ফল প্রকাশ পেল যে, ঘরটা জ্বলে গেল। কিন্তু সে লোক যে নৈতিক অপরাধ করল এর ফল সংগে সংগে প্রকাশ পেল না। এর জন্যই আখিরাত প্রয়োজন। আখিরাত হলো নৈতিক জগত। সেখানে এর ফল প্রকাশ পাবে।

(ii) দুনিয়াতে হাজারো ভাল কাজ করেও কোন লোক দুঃখ-কষ্টই ভোগ করতে পারে। ভাল কাজের নৈতিক ভাল ফল সে এখানে পেল না। আখিরাতে সে তা পাবে।

www.pathagar.com

(iii) সবাই চায় অপরাধীর শাস্তি হোক। তাই খুনী, ডাকাত, সন্ত্রাসী ধরা পড়লে সবাই খুশী হয়। যারা ধরা পড়ে না তাদের শাস্তির জন্যই আখিরাত প্রয়োজন।

(iv) অপরাধী ধরা পড়লেও সাক্ষীর অভাবে অপরাধ প্রমাণ না হলে সে বেঁচে যায়। আখিরাতে অপরাধীর হাত-পা পর্যন্ত সাক্ষী দেবে।

(v) জজ ঘুষ খেয়ে অপরাধীকে ছেড়ে দিতে পারে। আখিরাতে ঘুষ দিয়ে পার পাওয়ার উপায় নেই।

(vi) এক ব্যক্তি একাধিক লোক হত্যা করলে তাকে একবারের বেশী ফাঁসি দেয়া যায় না, আখিরাতে বারবার ফাঁসি দেয়া যাবে।

(vii) অপরাধের কী পরিমাণ শাস্তি দিলে ইনসাফ হয় এর ফায়সালা দুনিয়ায় করা সম্ভব নয়। বাদশাহ ফায়সালকে হত্যা করায় উম্মতের যে বিরাট ক্ষতি হলো এর শাস্তি শুধু খুনীকে ফাঁসি দিলেই যথেষ্ট হয় না। আখিরাতে এর সুবিচার হবে।

(viii) নেক আমলের পুরস্কারও দুনিয়ায় যথাযথ পরিমাণ দেয়া সম্ভব নয়। কোন সৎকাজের কতটা পুরস্কার দিলে ইনসাফ হয় তা হিসাব করার যোগ্যতাও মানুষের নেই। আখিরাতে আল্লাহ পাকই প্রত্যেক নেক কাজের সঠিক বদলা দেবেন।

(ix) কত নির্দোষ লোক অহেতুক মযলুম হয়— এর প্রতিকার আখিরাত ছাড়া সম্ভব নয়। কত নির্দোষ লোক জেলে পড়ে আছে। এর প্রতিকার দুনিয়ায় হতে পারে না।

(x) প্রত্যেক কাজের পেছনেই ভাল বা মন্দ নিয়ত থাকে। নিয়ত না জানলে কোন কাজের সঠিক মূল্যায়ন করা যায় না। আর আল্লাহ ছাড়া নিয়ত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান কেউ রাখে না বলেই সঠিক পুরস্কার বা শাস্তি দেবার জন্য আখিরাত অপরিহার্য।

তাই আখিরাত হতেই হবে। এটা যুক্তির দাবী, ইনসাফের প্রয়োজন ও নৈতিকতা বোধের স্বাভাবিক পরিণাম।

১। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত ঃ মাওঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)

www.pathagar.com

জাহেলিয়াত

১। **শাব্দিক অর্থ ঃ** جهل থেকে মূর্খতা–অজ্ঞানতা–আবু জাহল।

২। **পারিভাষিক অর্থ ঃ** ইসলামের বিপরীত অর্থ। ইসলাম হলো সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞান-এর সাথে যা বেমিল তা-ই জাহেলিয়াত।

৩। দুনিয়ার বহু জ্ঞানের অধিকারীও ইসলামের বিচারে জাহেল বলে গণ্য হতে পারে–পণ্ডিত–মূর্খ।

৪। ইসলাম যেমন প্রাচীন–জাহেলিয়াতও প্রাচীন।

–জাহেলিয়াত যুগে যুগে নাম ও রূপ বদলায়।

–ইসলাম সর্ব যুগেই এর মুকাবিলা করে এসেছে।

৫। জাহেলিয়াতের চিরন্তন রূপ যা সর্ব যুগেই দেখা গেছে ঃ

(ক) নাস্তিকতা (Atheism) চরম জাহেলিয়াত।
(খ) শিরক (Polytheism)
(গ) বৈরাগ্যবাদ (Stoicism)
(ঘ) সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism)
(ঙ) ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদ (Secularism)

৬। **আধুনিক জাহেলিয়াত ঃ** হলি রোমান এম্পায়ারের পতনের পর যখন আধুনিক বিজ্ঞান ও স্বাধীন চিন্তার চর্চা বেড়ে গেল তখন ইসলাম নেতৃত্বের ভূমিকা পালন না করায় বহু মতবাদ জন্ম নেয় ঃ চার্চ ও স্টেটের দু'শ বছরের সংঘাতের ফল ঃ

(ক) বস্তুবাদ–জড়বাদ (Materialism) জার্মান দার্শনিক Hume.

–Utiliterianism যা বস্তুগতভাবে উপকারী তা-ই গ্রহণযোগ্য।

–Epicurianism ভোগবাদ–দুনিয়ার জীবনটা উপভোগ করতে হবে— অহী–আখিরাত–নৈতিকতা মূল্যহীন।

–দুনিয়ার মজা লুটবার পথে আখিরাতে বিশ্বাসই বড় বাধা।

(খ) দ্বন্দ্ববাদ–Dialectism–জার্মান দার্শনিক Hegel Thesis-Anti-thesis-Synthesis.

www.pathagar.com

এ মতবাদ ইসলামের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে—আধুনিক মনের উপর বিরাট প্রভাব এর—এ মতবাদই অতীত থেকে আদর্শ গ্রহণের বিরুদ্ধে যুক্তি সৃষ্টি করেছে—তাই অতীত মানে প্রগতি বিরোধী।

(গ) দ্বান্দ্বিক জড়বাদ–Dialectical Materialism-Marx পুঁজিবাদের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াই সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ।

(ঘ) ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদ (Secularism) ও রাজনীতি নিরপেক্ষতা। প্রথমটা ধর্ম বিরোধী। দ্বিতীয়টা পলায়ন মনোবৃত্তি—কোন ঝুঁকি না নেয়া। Liberalism–ধার্মিকও নয়, ধর্ম–বিরোধীও নয়–এমন উদার মনোভাব।

(ঙ) জাতীয়তাবাদ (Nationalism) আদর্শহীনতা।

(চ) গণতন্ত্র (Democracy) জনগণের সার্বভৌমত্ব।

(ছ) Fascism-Nazism-(Terrorism) ডারউইনের শক্তিবাদ Survival of the Fittest.

৭. আধুনিক মগজের চিন্তাধারা ঃ

(ক) বিজ্ঞানের এ চরম উন্নতির যুগে ধর্মের প্রয়োজন নেই।

(খ) ইসলামকে বর্তমান যুগের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

১। ইসলাম ও জাহেলিয়াত—মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)

২। ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব—মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)

www.pathagar.com

কুরআন অধ্যয়ন

১। কুরআন বুঝার উপায়
২। কুরআন অধ্যয়ন কৌশল
৩। কুরআন সম্পর্কে দৃষ্টিভংগী
৪। কুরআনের মযলুম রুকূ
৫। কুরআনের আলোকে মুমিনের জীবন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কুরআন বুঝার উপায়

১। কুরআনের শাব্দিক অর্থ ঃ

قَرَأَ শব্দের মূল বা مصدر হলো قِرَاءَةٌ বা قُرْآنٌ

(ক) মাসদারের মূল শব্দে যখন নামকরণ করা হয় তখন মূল অর্থের পূর্ণতা বুঝায়। তাই কুরআন অর্থ ঃ যা পড়া উচিত, যা সবাই পড়ে, যা সবচেয়ে বেশী পড়া হয়, যা পড়ার মতো, যা পড়তে থাকতে হয়, যা বারবার পড়া হয়; যা পড়া শেষ হয় না, যা পড়ার শেষ নেই।

(খ) قرء শব্দের আর এক অর্থ একত্র করা– মানে আগের সব কিতাবের ভাব এখানে জমা করা হয়েছে।

(গ) সূরা আল-কিয়ামাহ্-তে কুরআন অর্থ এভাবে করা হয়েছে ঃ

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ۝ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ۝

"আপনাকে কুরআন মুখস্ত করান ও পড়ানো আমার দায়িত্ব। (হে রাসূল) যখন আমি তা পড়ে শুনাই তখন ঐ পড়া মন দিয়ে শুনতে থাকুন"

২। কুরআনের নামকরণ ঃ কুরআনের আসল নাম কুরআনই। এর আরও অনেক গুণবাচক নাম কুরআনেই আছে। যেমন আল-ফুরকান (পার্থক্য নির্দেশক), আয্-যিকর (উপদেশ), আল-কিতাব (একমাত্র গ্রন্থ), আল-হুদা (পথ-নির্দেশ), আল-বুরহান (সুস্পষ্ট যুক্তি), আন-নূর (আলো) ইত্যাদি।

কুরআনে আল্লাহ্ পাক নিজেই এর কতক বিশেষণ ব্যবহার করেছেন ঃ আল-কুরআনুল হাকীম (মহাজ্ঞানপূর্ণ), আল-কুরআনুল মাজীদ (মহিমাময়) ও আল-কুরআনুল কারীম (মহান, সম্মানিত)।

৩। এ কুরআন অহীর মাধ্যমে এসেছে—এতে মানুষের কোন অবদান শামিল নেই ঃ

(ক) কুরআনের ভাষা যেমন রাসূলের রচনা নয়, তেমনি আল্লাহর প্রেরিত, আয়াতসমূহের ক্রম বিন্যাস ও সূরা ভিত্তিক বিভক্তিও রাসূল করেননি। সবই আল্লাহর নির্দেশে হয়েছে।

(খ) অবশ্য ৩০ পারা, ৭ মনযিল ও রুকুতে বিভক্ত করা এবং হরকত (যের, যবর, পেশ) লাগাবার কাজ পাঠকদের সুবিধার জন্য পরে করা হয়েছে।

www.pathagar.com

৪। ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমেই কুরআন অধ্যয়নের চর্চা চালু হয়েছে ঃ

(ক) এ দেশে আলেম সমাজেও মাদ্রাসা পাশ করার পর কুরআন অধ্যয়নের রেওয়াজ ছিল না। আলেমদের মধ্যে যারা ইসলামী আন্দোলনে জড়িত নন তাদের মধ্যে এ চর্চা খুব কমই আছে। জনগণ আলেমদের নিকট দ্বীনের মাসায়েল জানতে চান বলে ফিকাহ চর্চাই যথেষ্ট মনে করা হয়।

(খ) শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রঃ) এর প্রচেষ্টার ফলে উপমহাদেশে হাদীস অধ্যয়নের গুরুত্ব বেড়েছে। কওমী ও আলীয়া মাদ্রাসায় হাদীসের শিক্ষক প্রচুর রয়েছে। কিন্তু তাফসীর অধ্যয়ন খুবই কম হয়।

(গ) কুরআন শরীফ সওয়াবের জন্য শুধু তেলাওয়াত করার রেওয়াজ আলেম সমাজেও ব্যাপক। কিন্তু অধ্যয়নের চেষ্টা করি কম।

(ঘ) ইসলামী আন্দোলন সকল কর্মীর উপর কুরআন অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক করায় এবং আলেম কর্মীদেরকে দারসে কুরআন পেশ করার জোর তাকীদ দেয়ায় ক্রমেই কুরআন-চর্চা ব্যাপক হচ্ছে।

(ঙ) মসজিদে মসজিদে দারসে কুরআন এবং ময়দানে ওয়ায মাহফিলের বদলে তাফসীর মাহফিল বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করছে।

৫। কুরআন অধ্যয়নের পদ্ধতি ঃ

যে কোন কাজ সঠিক পদ্ধতিতে না হলে উদ্দেশ্য সফল হয় না। ভুল পদ্ধতি কাজকে ক্ষতিগ্রস্তই করে।

(ক) দুনিয়ার আর কোন পুস্তকের সাথে কুরআনের তুলনা হয় না। তাই অন্যান্য বই-এর মতো এ কিতাবটি মূল ভাষায় বা শুধু অনুবাদের মাধ্যমে পাঠ করলে মোটেই বুঝা যাবে না।

(খ) আল্লাহ পাক তার দ্বীনকে বিজয়ী করার এক মহা-দায়িত্ব দিয়ে রাসূল (সাঃ)-কে দুনিয়ায় পাঠালেন। সে দায়িত্ব পালনে রাসূল (সাঃ)-কে পদে পদে ও ধাপে ধাপে যখন যে পরিমাণ প্রয়োজন সে অনুযায়ী যত হেদায়াত পাঠিয়েছেন তার সংকলন হলো কুরআন শরীফ। ঐ দায়িত্ব পালনে ২৩ বছর লেগেছে বলে কুরআন নাযিল করতেও ২৩ বছর লেগেছে। তাই কুরআন রাসূল (সাঃ) এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের 'গাইড বুক' বা পথ নির্দেশিকা।

www.pathagar.com

(গ) তাই এ কিতাবকে সঠিকভাবে বুঝতে হলেঃ

(i) ইকামাতে দ্বীন বা দ্বীনকে বিজয়ী করা দ্বারা কী বুঝায় তা উপলব্ধি করতে হবে।

(ii) রাসূল (সাঃ) এর পরিচালিত আন্দোলনের ইতিহাস জানতে হবে। ঐ আন্দোলনের বিভিন্ন যুগ ও স্তরগুলোকে বিশ্লেষণ করে বুঝতে হবে।

(iii) ঐ আন্দোলনের কোন্ অবস্থায়, কোন্ সমস্যায়, কোন্ পরিস্থিতিতে, কোন্ পরিবেশে, কোন্ প্রয়োজনে কুরআনের কোন্ অংশ নাযিল হয়েছিল তা চিহ্নিত করা ছাড়া সঠিক মর্ম উদ্ধার করা অসম্ভব। তাফসীরের পরিভাষায় এরই নাম "শানে নুযূল"।

(iv) সার কথা হলো রাসূল (সাঃ) এর আন্দোলনী জীবন থেকেই কুরআন বুঝার চেষ্টা করতে হবে। কারণ তিনিই জীবন্ত কুরআন, বাস্তব কুরআন, আসল কুরআন। কিতাবী কুরআনকে তাঁর জীবন থেকে আলাদা করে বুঝবার চেষ্টা করলে গুমরাহ হওয়া যাবে, পথ পাওয়া যাবে না।

৬। ইকামাতে দ্বীনে সক্রিয় ভূমিকা পালনের মাধ্যমেই কুরআনের সার্থক অধ্যয়ন সম্ভব।

(ক) রাসূল (সাঃ) এর আন্দোলনের সময় যে যে অবস্থা ও পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল এখনও আন্দালনে সক্রিয় হলে ঐসব অবস্থা দেখা দেবে। তখন যে সব সূরা যেভাবে বুঝা গেছে এখনও সেভাবেই বুঝা যাবে।

(খ) ঢাকা থেকে রেলগাড়ীতে চট্টগ্রাম, খুলনা বা দিনাজপুর যেতে যে সব ষ্টেশন আছে তা সবাইকেই পার হতে হয়। দাওয়াতে দ্বীনের শুরু থেকে ইকামাতে দ্বীন পর্যন্ত ষ্টেশনগুলো রাসূল (সাঃ) যেমন অতিক্রম করেছেন, আজও সেভাবেই অতিক্রম করতে হবে। প্রতি ষ্টেশনে যা করণীয় বলে কুরআন তখন বলেছে তা এখনও বলবে। যে ব্যক্তি ঐ সফরই করে না সে কেমন করে সে সব কথা সঠিকভাবে বুঝবে?

(গ) কুরআন যখন নাযিল হচ্ছিল তখন সমাজের মানুষ হক ও বাতিল–এ দু'পক্ষে বিভক্ত হয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। কুরআন যা বলেছে তা সবই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উভয় পক্ষকেই সম্বোধন করে বলেছে। একই কথা এক পক্ষের জন্য সুসংবাদ অপর পক্ষের জন্য ধমক বুঝায়। যে কোন পক্ষেই নয় সে ঐ সব কথার সঠিক মর্ম কেমন করে বুঝবে? যে ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় নয় সে তো নিরপেক্ষ। কুরআন থেকে সে কী নেবে। আর কী পাবে?

www.pathagar.com

(ঘ) কুরআনী আন্দোলনে শরীক না হয়ে যে এ কিতাব অধ্যয়ন করে কুরআন তার সাথে প্রাণ খুলে কথা বলে না। তাই তিনি হাদীসে বর্ণিত ফাযায়েল এবং ফিকাহর কিতাবে আলোচিত মাসায়েল ছাড়া আর কিছুরই নাগাল পান না।

(ঙ) আন্দোলনের জীবনে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কুরআনের আয়াতসমূহ তার মর্মকথা এমনভাবে তুলে ধরে যে, মনে হয় তার জন্যই ঐ সব আয়াত নতুন করে নাযিল হলো। কুরআন সম্পর্কে রাসূল (সাঃ)-এর এ দোয়া তখন তার জীবনেও বাস্তব মনে হয় ঃ

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَاجْعَلْهُ لِىْ رَبِيْعَ قَلْبِىْ وَنُوْرَ بَصَرِىْ وَجَلَاءَ حَزَنِىْ وَذِهَابَ هَمِّىْ -

"হে আল্লাহ মহান কুরআন দ্বারা আমার উপর রহম করুন এবং তাকে আমার মনের সজীবতা, চোখের আলো, পেরেশানীর মোচন ও দুশ্চিন্তার মুক্তি বানিয়ে দিন।"

১। তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা

২। কুরআন বুঝা সহজ —গোলাম আযম

www.pathagar.com

কুরআন অধ্যয়ন কৌশল

১। যে কোন কাজ সাফল্যের সাথে সমাধা করতে হলে যে টেকনিক বা কৌশল ঐ কাজের উপযোগী তা অবলম্বন করা না হলে ব্যর্থতা অনিবার্য।

২। কুরআন যেহেতু রাসূল (সাঃ) এর ২৩ বছরের সংগ্রামী জীবনের 'গাইড বুক' সেহেতু তাঁর বিপ্লবী আন্দোলনের বিভিন্ন যুগ ও স্তরের বিশ্লেষণ করে যে সূরা যে যুগে ও যে স্তরে নাযিল হয়েছে তা চিহ্নিত করতে হবে।

৩। রাসূল (সাঃ)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের ২৩ বছরকে দু'টো যুগে ভাগ করা হয় ঃ

(ক) মাক্কী যুগ প্রথম ১৩ বছর। এ যুগকে সংগ্রাম যুগ বা ব্যক্তি গঠনের যুগ বলা হয়।

(খ) মাদানী যুগ। শেষ ১০ বছর। এ যুগকে বিজয় যুগ বা রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের যুগ বলা হয়।

৪। মাক্কী যুগকে ৪টি স্তরে ভাগ করা হয় ঃ

(ক) দাওয়াত ও সংগঠনের গোপন স্তর (আণ্ডার গ্রাউণ্ড) এ স্তর প্রথম ২ বছর ৬ মাস।

(খ) প্রকাশ্য স্তরের প্রথম ২ বছর (নির্যাতন শুরুর পূর্বে)

(গ) বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন স্তর ৫ বছর ৬ মাস।

(ঘ) চরম নির্যাতন স্তর শেষ ৩ বছর।

৫। মাদানী যুগের বিভিন্ন স্তরকেও ৪ ভাগে ভাগ করা হয় ঃ

(ক) বদর যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত এক বছর ৬ মাস।

(খ) বদর যুদ্ধ থেকে হোদাইবিয়ার সন্ধি পর্যন্ত ৪ বছর ২ মাস।

(গ) মক্কা বিজয় পর্যন্ত ১ বছর ১০ মাস।

(ঘ) মক্কা বিজয়ের পর ২ বছর ৬ মাস।

www.pathagar.com

৬। মাক্কী যুগের ৪টি স্তরের বিশ্লেষণ ঃ

(ক) গোপন স্তরে ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত দেয়া ও সংগঠনভুক্ত করা হয়। যারা সৎ লোক তাদেরকে যোগাড়ের চেষ্টা চলে। এ সময় যে সব সূরা নাযিল হয় তাতে ঈমানকে মযবুত করা হয় ও ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা দান করা হয়।

(খ) প্রকাশ্য স্তরের প্রথম দু'বছর বিরোধীরা বিদ্রূপ ও অপ-প্রচার চালায়। তখনও নির্যাতন শুরু হয়নি। এ সময় যেসব সূরা নাযিল হয় তাতে ইসলামী শিক্ষার সাথে সাথে বিরোধীদের অপ-প্রচারের জওয়াব দেয়া হয়।

(গ) নির্যাতন স্তরের প্রথম সাড়ে ৫ বছর ক্রমেই নির্যাতন বাড়তে থাকে। নবুওয়াতের সাড়ে চার বছর পরই নির্যাতন শুরু হয় এবং ৫ম বছরের রজব মাসেই হিজরতও শুরু হয়। ৭ম থেকে ১০ম বছর- এ তিনটি বছর রাসূল (সাঃ) এর চাচা আবু তালিবসহ গোটা হাশেমী বংশ 'শে'বে আবু তালেব' নামক উপত্যকায় কঠোর বন্দী দশায় কাটাতে বাধ্য হয়।

(ঘ) মাক্কী যুগের শেষ ৩ বছর চরম ও নিষ্ঠুর নির্যাতন এমন কি রাসূল (সাঃ)-কে হত্যার চেষ্টা পর্যন্ত চলে। এ তিন বছরে প্রত্যেক হজ্বের সময় মদীনা থেকে আগত লোক ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে- প্রথম বছর ৬ জন, ২য় বছর ১২ ও তৃতীয় বছর ৭৫ জন। তাঁদের আগ্রহেই রাসূল (সাঃ) মদীনায় হিজরত করেন।

৭। উপরোক্ত ৪টি স্তরে যে পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিরাজ করছিলো ঐ সময়কার নাযিলকৃত সূরায় ঐ অবস্থা অনুযায়ী হেদায়াত দেয়া হয়। তাই কোন্ স্তরে কোন্ কোন্ সূরা নাযিল হয় তা চিহ্নিত করা হলে সূরার মর্ম সহজেই বুঝা যায়।

('কুরআন বুঝা সহজ' বইটিতে প্রতিটি স্তরের সূরার তালিকা দেয়া হয়েছে।)

৮। মাদানী সূরাগুলোর বক্তব্য থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, কোন্ সূরা কোন্ স্তরে নাযিল হয়েছে। তাই এর তালিকা ছাড়াই সূরার মর্ম উদ্ধার করা সম্ভব।

৯। মাক্কী সূরার অধ্যয়নই অপেক্ষাকৃত কঠিন। তাই যে কোন সূরা বুঝতে হলে প্রথমে সূরাটি কোন্ স্তরে নাযিল হয়েছে তা জেনে নিতে হবে। ঐ স্তরে কী অবস্থা বিরাজ করছিল তা বুঝতে হবে। তাহলে আয়াতসমূহ বুঝা সহজ হবে।

www.pathagar.com

১০। তাফহীমুল কুরআনে প্রত্যেক সূরার অনুবাদ ও তাফসীরের আগেই সূরার যে ভূমিকা রয়েছে তাতে পরিবেশ ও পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ বিশ্লেষণই সূরাটিকে বুঝতে সাহায্য করে।

আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গীতে সঠিকভাবে কুরআনকে বুঝতে হলে তাফহীমুল কুরআন অধ্যয়ন করা ছাড়া উপায় নেই। অন্য কোন তাফসীর আন্দোলনের দৃষ্টিভংগীতে রচিত নয়।

প্রত্যেক তাফসীরেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কোন তাফসীরই অপ্রয়োজনীয় নয়। ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনকে কুরআনের আলোকে পরিচালনার উদ্দেশ্যেই তাফহীমুল কুরআন রচিত। কুরআনকে রসূল (সাঃ)-এর পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের গাইড বুক হিসাবে এ তাফসীরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১। তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকা
২। কুরআন বুঝা সহজ–গোলাম আযম

www.pathagar.com

কুরআন সম্পর্কে দৃষ্টিভংগী

১। কুরআনই নির্ভুল জ্ঞানের একমাত্র উৎস।

(ক) দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের জ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিকদের অপ্রমাণিত থিউরীকে কুরআনের কষ্টিপাথরে যাচাই করা ছাড়া গ্রহণ করা বিপদজনক।

(খ) কুরআনের ভিত্তিতে জ্ঞান গবেষণায় নিশ্চিন্তে এগিয়ে যাওয়া যায়। এতে ভুলের আশংকা থাকে না।

(গ) কুরআন বস্তুবিজ্ঞানের গ্রন্থ না হলেও এতে বস্তুবিজ্ঞানের অনেক সূত্র রয়েছে যা নিশ্চিত ও নির্ভুল বিজ্ঞান সাধনায় সহায়ক।

২। কুরআনের আলোচ্য বিষয় ঃ

(ক) ঈমানিয়াত ও আকায়িদ। (খ) বুনিয়াদী ইবাদত—ফারায়েয। (গ) নৈতিক বিধান– আখলাকী আহকাম। (ঘ) চারিত্রিক গুণাবলী। (ঙ) দুনিয়া ও আখিরাতের সুসংবাদ ও সতর্কবাণী–ওয়াদা ও ওয়াঈদ। (চ) পরকালের জীবন্ত চিত্র— কবর, হাশর, দোযখ ও বেহেশত। (ছ) পূর্ববর্তী জাতিসমূহ ও নবীদের কাহিনী থেকে উপদেশ। (জ) বিরোধীদের কুযুক্তি, কুতর্ক, প্রশ্ন, বিভ্রান্তি ইত্যাদির বলিষ্ঠ জওয়াব। (ঝ) ওয়ায নসীহত ও হিকমতের মূল্যবান কথা, জাতির উত্থান পতনের পেছনে নৈতিক নীতির বিধান। (ঞ) হেদায়াত লাভের শর্তাবলী। (ট) পারিবারিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং যুদ্ধ ও সন্ধি সম্পর্কে বিধান। (ঠ) ফৌজদারী আইন–কানূন।

৩। কুরআনের সূরাগুলো নাযিলের তরতীব অনুযায়ী সাজানো হয়নি।

(ক) অহীর দরজা বন্ধ হওয়ায় কিয়ামত পর্যন্ত ইকামাতে দ্বীনের গাইড বুক হিসাবে গণ্য হবার যোগ্য বানাবার উদ্দেশ্যেই সূরাগুলো সাজানো হয়েছে।

(খ) সূরা আল ফাতিহার সাথে বাকী কুরআনের সম্পর্ক হলো আল–ফাতিহা আল্লাহর দরবারে বান্দাহদের দোয়া বা দরখাস্ত এবং বাকী কুরআন

www.pathagar.com

ঐ দরখাস্তের মঞ্জুরীমূলক জওয়াব। "আমাদেরকে সিরাতুল মুস্তাকীমে চালাও" এর জওয়াব এলো "এই লও ঐ কিতাব যাতে হেদায়াত দেয়া হয়েছে"

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ (الحجر:٨٧)

"হে রাসূল আমি আপনাকে এমন সাতটি আয়াত দিয়েছি যা বারবার পড়ার যোগ্য। আর দিয়েছি মহান কুরআন।" (আল হিজর ৮৭ আয়াত)

(গ) পূর্ণ সূরা হিসাবে আল-ফাতিহাই পয়লা নাযিল হয়। ১৪ বছর পর সূরা আল-বাকারাহ নাযিল হওয়া সত্ত্বেও কুরআনে এ দু'সূরা পাশাপাশি সাজান হয়েছে।

(ঘ) সমাজ-বিপ্লবের আন্দোলন শুরু হলে সমাজের মানুষ ৩ ভাগে ভাগ হয়। একদল বিপ্লবের পক্ষে সক্রিয়, আর কায়েমী স্বার্থ বিপক্ষে সক্রিয় হয়। সূরা বাকারার পয়লা রুকুতে এ দু' ধরনের লোকের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

(ঙ) যারা বিপ্লবের পক্ষে বা বিপক্ষে প্রকাশ্যে কোন ঝুঁকি নিতে রাযী নয় তারা সুবিধাবাদের ভূমিকা পালন করে। ২য় রুকুতে তাদের পরিচয় দেয়া হয়েছে। কুরআনের পরিভাষায় এদেরকে মুনাফিক বলা হয়।

(চ) কিয়ামাত পর্যন্ত যারা ইসলামী আন্দোলন করবে তারা ময়দানে এ তিন রকম লোক পেতে থাকবে। তাদের চেনার জন্য শুরুতেই কুরআন তাদের পরিচয় পেশ করে দিয়েছে।

(ছ) যারা কুরআন থেকে হেদায়াত পেতে চায় তাদেরকে পয়লা দুটো রুকুতেই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, তাদেরকে কোন্ কোন্ গুণের অধিকারী হতে হবে আর কী কী দোষ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এ বিষয়ে সজাগ না হয়ে শুধু কুরআন পড়লেই হেদায়াত পাবে না।

৪। সূরা আল-ফাতিহায় যে সিরাতুল মুসতাকীমের জন্য দোয়া করা হয়েছে ঐ দোয়া কবুল করে ৩য় ও ৪র্থ রুকুতে হেদায়াত গ্রহণের দাওয়াত দেয়া হয়েছে। তৃতীয় রুকুতে অতি সাধারণ মানুষের উপযোগী যুক্তি পেশ করে আল্লাহর দাসত্ব কবুল করার দাওয়াত দেয়া হয়েছে ঃ

وَاَنِ اعْبُدُوْنِىْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ

"আমার দাসত্ব কর, এটাই সিরাতুল মুস্তাকীম"

(ইয়াসীন ৬১ আয়াত)

www.pathagar.com

৪র্থ রুকূ'তে আরও উন্নত মানে সিরাতুল মুস্তাকীমের দাওয়াত দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মানুষকে আল্লাহর খলীফার মর্যাদা পেতে হলে আল্লাহর দাসত্বই একমাত্র উপায়।

৫। বিরাট গ্রন্থ কুরআনকে অধ্যয়ন করার শুরুতেই সূরা আল-বাকারার প্রথম ৪টি রুকু ইসলামী আন্দোলনের দৃষ্টিভংগী গড়ে তুলবার জন্য অত্যন্ত জরুরী। সূরার তারতীবে আল-ফাতিহার পরপরই আল-বাকারাহ প্রয়োজন বলেই এভাবে সাজানো হয়েছে।

বিশেষ করে ৪র্থ রুকুত আদম সৃষ্টির উদ্দেশ্য যেভাবে পেশ করা হয়েছে তা উপলব্ধি না করলে কুরআন থেকে সঠিক হেদায়াত গ্রহণ করা সম্ভব হবে না।-("আদম সৃষ্টির হাকীকত" নামক বইটিতে এর ব্যাখ্যা রয়েছে)

৬। কুরআনের বৈশিষ্ট্য ঃ

(ক) সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। (খ) শেষ ঐশী গ্রন্থ। (গ) মানব জাতির ইহ ও পরকালীন মুক্তি সনদ। (ঘ) ভারসাম্যপূর্ণ একমাত্র পূর্ণাংগ জীবন বিধান। (ঙ) শাশ্বত আইন। (চ) উন্নততম সাহিত্য। (ছ) জগত ও জীবনের নির্ভুল বিশ্লেষণ। (জ) নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী। (ঝ) সার্বিক ও সফল বিপ্লবের কর্মসূচী। (ঞ) রাসূল (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠ মর্যাদা।

৭। কুরআন এক অতুলনীয় কিতাব। অতুলনীয় হবার প্রমাণ তাফহীমুল কুরআনে সূরা আত-তূরের ২৭নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৮। রাসূল (সাঃ) কুরআনের ৮টি গুণাবলী নিজেই বর্ণনা করেছেন ঃ

هُوَ حَبْلُ اللّٰهِ الْمَتِيْنُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيْمُ وَالصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ وَهُوَ الَّذِىْ لَاتَزِيْغُ بِهِ الْاَهْوَاءُ وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْاَلْسِنَةُ وَلَا يُشْبِعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلَا يَنْقَضِىْ عَجَائِبُهُ (عن الحارث الاعور - الترمذى)

(ক) আল্লাহর মযবুত রজ্জু।

(খ) হেকমতপূর্ণ উপদেশ।

www.pathagar.com

(গ) সরল মযবুত পথ।

(ঘ) যা দ্বারা নাফস বাঁকা হয় না

(ঙ) যা দ্বারা জিহ্বা বিভ্রান্ত হয়না।

(চ) যা থেকে আলেমগণ তৃপ্তিলাভ করে শেষ করেন না।

(ছ) যা বারবার পড়লেও এর স্বাদ পুরানা হয় না।

(জ) যার সৌন্দর্য ও রহস্য ফুরিয়ে যায় না।

www.pathagar.com

কুরআনের মযলুম রুকু

১। সূরা আল—বাকারাহর ৪র্থ রুকুটি সত্যি বড় মযলুম ঃ

(ক) এ রুকুর সঠিক ব্যাখ্যার উপরই গোটা কুরআন বুঝা নির্ভর করে। প্রচলিত ভুল ব্যাখ্যার কারণেই এ রুকুটি মযলুম।

(খ) এর সঠিক ব্যাখ্যা কুরআনের জিহাদী, সংগ্রামী ও বিপ্লবী ব্যাখ্যার পথ দেখায়।

(গ) প্রচলিত ব্যাখ্যা বৈরাগ্য জীবনের দিকে উদ্বুদ্ধ করে এবং কুরআন থেকে সঠিক হেদায়াত গ্রহণে বাধা দেয়।

২। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য, খলীফা সৃষ্টির কথা জেনে ফেরেশতাদের প্রতিক্রিয়া, আদমকে ফেরেশতাদের সিজদা করার তাৎপর্য, খিলাফতের দায়িত্ব, এ দায়িত্ব পালনের পন্থা, মানুষ জ্বিন ও ফেরেশতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, বেহেশতে ইবলীস কর্তৃক আদমকে ধোকা দেয়ায় সক্ষম হওয়া, আদমের তাওবার পর দুনিয়ায় আগমন ইত্যাদি বিষয় এ রুকুতে আলোচনা করা হয়েছে।

৩। এ রুকুর ভুল অর্থ যা প্রচলিত আছে ঃ

(ক) খলীফা সৃষ্টির কথা জেনে ফেরেশতারা আপত্তি জানায়।

(খ) আল্লাহ আদমকে গোপনে ইলম দান করে ফেরেশতাদের উপর আদমের শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম করেন।

(গ) আদম জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হওয়ায় আদমকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদেরকে হুকুম করা হলো।

(ঘ) বেহেশতে ইবলীসের ধোকায় পড়ে আল্লাহর হুকুম অমান্য করার শাস্তি স্বরূপ আদম দুনিয়ায় নির্বাসিত হন।

(ঙ) দুনিয়ায় ৩০০ বছর তাওবা করার পর আদম নবী হন।

(চ) দুনিয়ার কারাগার থেকে পাকসাফ হয়ে গেলে আবার বেহেশতে যাওয়ার সুযোগ আসবে।

www.pathagar.com

৪। এ অর্থ গ্রহণ করলে এমন সব প্রশ্নের সৃষ্টি হয় যার জওয়াব ভুল ব্যাখ্যাকারীরা দিতে অক্ষম ঃ

(ক) ফেরেশতাদের কি আপত্তি তোলার ক্ষমতা বা ইখতিয়ার আছে?

(খ) আল্লাহ কি পক্ষপাতিত্ব করেন? কোশশেন আউট দিয়ে আদমকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করা কি আল্লাহর সাজে?

(গ) জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হলেই কাউকে সিজদা করা কি জায়েয?

(ঘ) জ্বিনকে কেন সিজদার হুকুম দেয়া হলো?

(ঙ) আদমকে যমীনে না পাঠিয়ে জান্নাতে কেন পাঠানো হলো?

(চ) নাফরমানীর শাস্তির জন্য দুনিয়ায় পাঠানো হলে দুনিয়ার জন্য পয়দা করার অর্থ কি?

(ছ) সব মানুষকে কোন্ পাপের শাস্তিতে দুনিয়ায় আসতে হলো?

(জ) একজনের পাপের শাস্তি অন্য জনে কেন পাবে?

(ঝ) খলীফা হওয়া কি মর্যাদা না শাস্তির ব্যাপার?

(ঞ) তাওবা ও গুনাহ মাফ হওয়ার পরও কারাগারে থাকলো কেন?

(ট) দুনিয়া কি শাস্তির অর্থে জেলখানা? তাহলে দুনিয়াকে আখেরাতের কৃষিভূমি কেন বলা হলো, কোন্ অর্থে?

(ঠ) তাওবা কি দুনিয়ায় হয়েছে? তাহলে তাওবার পর বের হতে বলল কেন? যারা ঐ ভুল অর্থ করেন তারা ঐ সবের কোন জবাব দিতে অক্ষম। এর সঠিক জওয়াব দিতে হলে বৈরাগী দৃষ্টিভংগী ত্যাগ করতে হবে।

৫। কুরআনের আরো ৬ স্থানে আদম ও ইবলীসের ঘটনার বিভিন্ন দিক বর্ণিত হয়েছে ঃ

৭ (ক) اَلْاَعْرَافُ এর দ্বিতীয় রুকুতে ধোকা দেবার কাহিনী।

১৫ (খ) اَلْحِجْرُ এর ৩য় রুকু আল্লাহ ও ইবলীসের বিতর্ক।

১৭ (গ) بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ এর সপ্তম রুকু আল্লাহর চ্যালেঞ্জ।

১৮ (ঘ) اَلْكَهْفِ এর সপ্তম রুকু كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ

www.pathagar.com

২০ (ঙ) طه এর সপ্তম রুকু الاعراف এর মত هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى

৩৮ (চ) ص এর ৫ম বা শেষ রুকু ইবলীসের চ্যালেঞ্জ।

৬। এ রুকুর সঠিক ব্যাখ্যা ঃ

(ক) আল্লাহ পাক মানুষকে 'খলীফা' হিসাবে সৃষ্টি করেছেন।

– সৃষ্টিলোকে তার অবস্থান মনিবেরও নয় দাসেরও নয়।

– তার মনিব শুধু আল্লাহ্ আর কেহ মনিবের যোগ্য নয়।

– সে শুধু আল্লাহরই দাস—আর কারো দাসত্ব খলীফার মর্যাদা বিনষ্ট করে।

(খ) মানুষ যদি আল্লাহর খলীফা হবার সাধনা না করে তাহলে তাকে ইবলীসের খলীফা হতে হবে—কারণ খলীফা হওয়া ছাড়া অন্য কোন মর্যাদা তার নেই। মানুষ প্রকৃতিগতভাবে খলীফা।

(গ) ফেরেশতাদেরকে খেলাফতের দায়িত্ব দেয়া হয়নি। তারা আল্লাহর রাজ্যের নিষ্ঠাবান কর্মচারী। আদমকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেবার উদ্দেশ্য হলো মানুষের ইখতিয়ারে হস্তক্ষেপ না করার হুকুম। ফেরেশতার উপর খেলাফতের দায়িত্ব নেই বলে তাদের জ্ঞানও ভিন্ন।

ঘ) জ্বিন জাতিকেও খেলাফতের দায়িত্ব দেয়া হয়নি। ইবলীস হয়তো নেতৃস্থানীয় জ্বিন ছিল। সে আদমকে খেলাফত দেবার বিরোধী ছিল। আল্লাহপাক তার এই গোপন হিংসা প্রকাশ করার জন্য তাকে সিজদার নির্দেশ দেন।

(ঙ) মানুষকে খিলাফতের অযোগ্য প্রমাণ করার জন্য ইবলীস যে কত যোগ্যতার সাথে শত্রুতা করতে সক্ষম সে কথা প্রমাণ করার জন্য আদমকে দুনিয়ায় পাঠাবার পূর্বে বেহেশতে পাঠান হয়েছে।

(চ) খিলাফতের জন্য আদম ও ইবলীসের মধ্যে কে বেশী যোগ্য ও উপযোগী তা এভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আদম ইচ্ছা করে আল্লাহর হুকুম অমান্য করেনি, আর ইবলীস জেনে শুনে অমান্য করেছে। আদম যখন বুঝতে পারল যে, নাফরমানী হয়ে গেছে তখন অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করলো। আর ইবলীস নাফরমানী করার যুক্তি প্রদর্শন করে জ্ঞানপাপী বলে পরিচয় দিল।

www.pathagar.com

(ছ) একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ফেরেশতারা মানুষের শুভাকাঙ্খী আর ইবলীস বাহিনী মানুষের চরম শত্রু।

(জ) মানুষকে দুনিয়ায় খেলাফতের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই দায়িত্ব পালনের পুরস্কার স্বরূপই জান্নাতের অধিকারী হবে। তাই দুনিয়াটা মানুষের কর্মস্থল, জেলখানা নয়। শাস্তি দেবার জন্য দুনিয়ায় পাঠানো হয়নি।

(ঝ) আদম (আঃ) দুনিয়ায় নবীর মর্যাদা নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন। নবী কখনো পাপী ও নাফরমান হন না। যে নাফরমানী বেহেশতে হয়ে গেছে এর তাওবা সেখানেই কবুল হয়ে পবিত্র অবস্থায় তিনি দুনিয়ায় এসেছেন।

(ঞ) যারা এ রুকুর ব্যাখ্যা ভিন্নভাবে করে তারা মানুষকে জিহাদ, সংগ্রাম ও আন্দোলনের পথ থেকে সরিয়ে বৈরাগী, দুনিয়াত্যাগী, এবং শুধু সূফী হতে উদ্বুদ্ধ করে এবং বাতিলের বিরুদ্ধে নবুওয়াতের তরীকায় সংগ্রাম বাদ দিয়ে তথাকথিত বিলায়াতের পথে চলে। অবশ্য জেহাদী জিন্দেগী যাপন করার সাথে সূফীর তরীকা অবলম্বন দোষণীয় হতে পারে না।

৭। এ রুকুর শিক্ষা ঃ

(ক) দুনিয়ায় আল্লাহর খলীফার দায়িত্ব পালনই মানুষের সবচেয়ে বড় কর্তব্য।

(খ) এ টারগেট ভুলে আত্ম প্রতিষ্ঠা ও ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার টারগেট নেয়া ইবলীসের ওয়াসওয়াসারই পরিণাম। উন্নতির রংগীন স্বপ্নে বিভোর হওয়া অনুচিত।

(গ) মানুষ প্রকৃতিগতভাবে মন্দ পছন্দ করে না। তাই শয়তান খারাপ পথকেও ভাল বলে দাবী করে সেদিকে ডাকে। এ কারণেই কারো প্ররোচনায় আল্লাহর নাফরমানী করা মারাত্মক।

(ঘ) যৌন অংগ ঢেকে রাখা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। কৃত্রিম কুশিক্ষা দ্বারাই তা বিকৃত করা হয়। লজ্জা তথাকথিত সভ্যতার দান নয়, এ সভ্যতা উলংগতার দিকেই উদ্বুদ্ধ করে। অথচ লজ্জাশীলতাই মানুষের প্রকৃতি।

(ঙ) মানুষের সবচেয়ে দুর্বল দিক হলো যৌনক্ষুধা। তাই এপথে হামলা করাই শয়তান সহজ মনে করে।

www.pathagar.com

(চ) মানুষ কখনো নাফরমানী না করুক এটা আল্লাহর দাবী নয়। ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহকে অমান্য করা মানুষের পরিচায়ক নয়, শয়তানী খাসলাত। তবে তাওবা দ্বারা ক্ষতিপূরণ হয়।

(ছ) ইবলীসের শত্রুতা বড়ই সূক্ষ্ম। এ যোগ্য শত্রু থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় ইখলাস। নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর বিধান মেনে চলার চেষ্টা যারা করে তাদের ভয় নেই।

৮। আরও কতক প্রাসংগিক প্রশ্ন ঃ

ক) আদম ও ফেরেশতার মধ্যে কি জ্ঞানের প্রতিযোগীতা ছিল?

খ) ইবলীস কি ফেরেশতাদের উস্তাদ হয়ে গিয়েছিল?

গ) সিজদার রূপ কী ছিল?

ঘ) খিলাফতের দায়িত্বটা কী?

ঙ) নবুওয়াতের পথ ও বিলায়েতের পথ কি ভিন্ন ভিন্ন?

চ) আরাফাতের নামকরণ কি আদম ও হাওয়ার প্রথম মিলন থেকে হয়েছে?

এ লেখকের "আদম সৃষ্টির হাকীকত" নামক পুস্তকে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

কুরআনের আলোকে মুমিনের জীবন

১। مؤمن শব্দ ايمان থেকে মূল امن ، امن অর্থ নির্ভরতা, নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা, আস্থা স্থাপন বা বিশ্বাস স্থাপন, নিশ্চিন্ততা।

মুমিন শব্দ – বান্দার জন্য অর্থ হচ্ছে – নিরাপত্তা প্রাপ্ত বা লাভকারী।

– আল্লাহর জন্য অর্থ হচ্ছে– নিরাপত্তা দাতা বা দানকারী।

২। যার উপর ঈমান আনা হলো তাকে অস্বীকার করা থেকে নিরাপত্তা দিয়ে তার উপর আস্থা স্থাপন করা হলো।

৩। **ইসলামী পরিভাষায় মুমিন অর্থ ঃ**

ঈমান গ্রহণকারী – সত্যের স্বীকৃতিদাতা, রাসূল (সাঃ) যা বলেন, তার প্রতি আস্থা স্থাপনকারী।

৪। **মুমিনের সংজ্ঞা (পূর্ণ পরিচয়)**

(আমলের অভাবে কাফের হয় না।) (٥) اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ تَصْدِيْقٌ بِالْجِنَانِ وَاَعْمَالٌ بِالْاَرْكَانِ

৫। মুমিনের ইতিবাচক বিশ্বাস ঃ (٦) اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ –

৬। মুমিনের নেতিবাচক বিশ্বাস ঃ (٧) فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا

(সূরা আল–বাকারা ঃ ২৫৬ আয়াত)

(ক) নাফ্‌স, (খ) প্রচলিত রীতি, (গ) শাসন শক্তি, (ঘ) অর্থশক্তি, (ঙ) অন্ধ আনুগত্যের দাবীদার শক্তি, (চ) সাংস্কৃতিক কুসংস্কার বা অপসংস্কৃতি, (ছ) ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থ। এসবই তাগুত। এসবকে অস্বীকার করা ঈমানের পূর্বশর্ত।

www.pathagar.com

৭। আল্লাহর সাথে মুমিনের সম্পর্ক ঃ

(ক) শিরকমুক্ত খালেছ ঈমান– তাওহীদ (২২, ২৫) (খ) ইসলামের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য–(৩)

(১) তাকওয়া–বিধান মানা (২৬) (২) ইহসান–মহব্বতের সাথে মানা (২৭) (৩) বাইয়াত– জানমাল আল্লাহর (২১) (গ) তাওবা ও ইস্তেগফারের চেতনা (১৯, ২৩) (ঘ) সবর ও শুকরের জযবা (১৭, ১৩, ২৮) (ঙ) যিকর ও দোয়ার অভ্যাস (১৬, ২৯) (চ) তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ্ (পেরেশান না হওয়া) (২০) (ছ) খাওফ ও রাজায় (ভয় ও আশা) ভারসাম্য।

৮। রাসূলের সাথে সম্পর্ক ঃ

(ক) একমাত্র রাসূল কেই নিষ্পাপ– নির্ভুল হিসাবে আদর্শ মেনে চলা (৯, ১৪) সাহারা থেকে শুরু করে সকল মহান ব্যক্তি দ্বীনের উস্তাদ মাত্র। তাদের কাছে রাসূলের আদর্শই শিখতে হয়। তারা নিজেরা আদর্শ নন।

(খ) রাসূল (সাঃ) এর আনুগত্যের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামকে আদর্শ মানা।

(গ) রাসূল (সঃ) ও সাহাবাদের তারীকা ছাড়া অন্য কোন তারীকা কবুল না করা।

৯। আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে ঃ

(ক) আখিরাতই আসল টারগেট যার জন্য দুনিয়ার ক্ষতি বরদাশ্‌ত করতে হয় (৩১)

(খ) শাফায়াতের ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

(গ) নিজের আমলের চেয়ে আল্লাহর রহমতের উপর মুক্তির ভরসা রাখতে হবে।

১০। জামায়াতী জিন্দেগী সম্পর্কে ঃ

(ক) জামায়াতী জিন্দেগীকে ফরয মনে করতে হবে। (খ) মুমিনকে জামায়াতের সাথে খাপ খাইয়ে জীবন যাপন করতে হবে, জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়। (গ) জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহর দায়িত্ব বোধের দরুন জামায়াতী

www.pathagar.com

জিন্দেগীকে বাইয়াতের শর্ত মনে করবে। (ঘ) শুধু মুমিনদের সাথে ভ্রাতৃত্ব ও মহব্বত রাখবে। দাওয়াতী উদ্দেশ্যে সবার সাথেই সম্পর্ক থাকবে। (৩২)

১১। আয়—ব্যয়ের ব্যাপারে ঃ

(ক) হালাল ও হারামের সীমা মেনে চলবে (২, ৮)

(খ) মাল আল্লাহর মর্জী মতো খরচ করবে। (৪)

(গ) আল্লাহর পথে খরচ করবে। (৫, ৬)

(ঘ) অভাবগ্রস্ত ও ভিখারীর হক নিজের মালে আছে মনে করবে। (৩০)

১২। বান্দাদের সাথে সম্পর্ক ঃ

(ক) আত্মীয়, পড়শী ও মানুষের হক আদায় করবে।

(খ) সর্বাবস্থায় আদল ও ইনসাফের উপর কায়েম থাকবে। (১০)

(গ) ওয়াদা পালন করবে (১২)

(ঘ) অধীনস্তদেরকে দোযখ থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে। (১৮)

১৩। ইকামতে দ্বীনের ব্যাপারে ঃ

(ক) সব ফরযের বড় ফরয মনে করবে। (১৭, ২১, ২৪) (খ) একা হলেও এ দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করতে থাকবে। (গ) এ পথে শাহাদাতের কামনা পোষণ করবে।

(১) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ (البقرة :١٥٣)

(২) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ

(البقرة : ١٧٢)

(৩) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً

(البقرة : ٢٠٨)

www.pathagar.com

(৪) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ

(البقرة : ٢٥٤)

(৫) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى

(البقرة : ٢٦٤)

(৬) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ (ال عمران : ١٠٢)

(৭) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (ال عمران : ٢٠٠)

(৮) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...

(النساء : ٢٩)

(৯) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ (النساء : ٥٩)

(১০) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ ...

(النساء : ١٣٥)

(১১) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ... ... (النساء : ١٤٤)

(১২) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ... ... (المائدة : ١)

(১৩) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ .. ..

(المائدة : ١١)

www.pathagar.com

(১৪) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ ..
(الانفال : ٢٤)

(১৫) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ... ...
(الانفال : ٧٤)

(১৬) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا (الاحزاب :٤١)

(১৭) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا اَنْصَارَ اللّٰهِ ... (الصف : ١٤)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ ... .
(محمد : ٧)

(১৮) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا ... ...
(التحريم : ٦)

(১৯) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ... .
(التحريم : ٨)

(২০) وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ - (ال عمران : ١٢٢)

(২১) اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ ... .
(التوبة : ١١١)

(২২) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ (النساء : ١٣٤)

(২৩) اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ - (النساء : ١٧)

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْئٰنَ - (النساء : ١٨)

www.pathagar.com

(২৪) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۚ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ - (الانفال ٧٤)

(২৫) وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا ... (النساء : ٣٦)

(২৬) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ - (ال عمران : ١٠٢)

(২৭) وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ - (البقرة : ١٩٥)

(২৮) فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ (البقرة : ١٥٢)

(২৯) وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ - (المؤمن : ٦٠)

(৩০) وَفِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ - (الذريت : ١٩)

(৩১) مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ (ال عمران : ١٥٢)

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى (النساء : ٧٧)

وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ (الاعراف : ١٦٩)

اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ - (التوبة : ٣٨)

(৩২) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ - (النساء : ١٤٤)

প্রায় সব পয়েন্টের পাশে যে সব নম্বর রয়েছে সে নম্বর অনুযায়ী উপরে কুরআনের আয়াতের সন্ধান করুন।

www.pathagar.com

ইসলাম

১। ইসলাম
২। জীবন্ত নামায
৩। তাযকিয়ায়ে নাফস
৪। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক
৫। শাহাদাতই মু'মিন জীবনের লক্ষ্য
৬। ইসলামী সংস্কৃতি
৭। ইসলামী নৈতিকতা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলাম اسلام

১। **শাব্দিক অর্থ ঃ** মূল শব্দ سلم এ থেকে سلام হয়েছে। এর অর্থ হলো سكينة বা শান্তি, Peace, Tranquillity. سلامة মানে নিরাপত্তা, ত্রুটিহীনতা, বিশুদ্ধতা।

سَلِمَ مِنْ خَطَرٍ অর্থ বিপদ থেকে নিরাপদ হয়েছে। Escaped danger اسلم অর্থ আত্মসমর্পণ করেছে বা ইসলাম গ্রহণ করেছে।

২। اسلام শব্দটি বিশেষ্য—এর ক্রিয়াবাচক শব্দ হলো اَسْلَمَ

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (البقرة : ١٣١)

وَلَهٗۤ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا (ال عمران :٨٣)

এ দুটো আয়াতে اَسْلَمْتُ ও اَسْلَمَ আত্মসমর্পণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

৩। **পারিভাষিক অর্থ ঃ** আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ ও তার বিধানের প্রতি আনুগত্য।

৪। **ইসলাম শব্দটির সব দিকের অর্থ শেষ পর্যন্ত তিনটিতে পৌঁছে ঃ**

(ক) আত্ম-সমর্পণ—আল্লাহর বিধানের নিকট।

(খ) শান্তি—আল্লাহর বিধানের মাধ্যমে।

(গ) নিরাপত্তা-আল্লাহর বিধান মানার ফলে।

৫। **ইসলামের সঠিক সংজ্ঞা ঃ** সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার দেয়া বিধান। সৃষ্টি জগতের প্রতিটি বস্তু কতক স্থায়ী বিধান দ্বারা পরিচালিত। যিনি স্রষ্টা বিধান দাতাও তিনিই। اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ (আল আ'রাফ ৫৪ আয়াত)

সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র থেকে নিয়ে বড় ছোট সব জীব, এমন কি অণু পরমাণু পর্যন্ত সবাই আল্লাহর বিধানের অধীন। প্রত্যেক সৃষ্টির বিধানই ঐ সৃষ্টির ইসলাম। সূর্যের জন্য রচিত বিধান সূর্যের ইসলাম। পানির জন্য তৈরী বিধান পানির ইসলাম।

www.pathagar.com

৬। আল্লাহর প্রণীত বিধান সৃষ্টির উপর প্রয়োগ বা জারি করার দিক দিয়ে ইসলাম দু প্রকার ঃ

(ক) যে বিধান নবীর মাধ্যমে পাঠান হয় না, বরং আল্লাহ নিজেই তা জারী ও চালু করেন।

(খ) যে বিধান নবীর মাধ্যমে পাঠানো হয় এবং জারী করার দায়িত্ব নবী ও নবীর প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের উপর ন্যস্ত করা হয়।

৭। প্রথম প্রকারের বিধান জিন ও মানুষের দেহসহ সকল সৃষ্টির জন্য রচিত এবং আল্লাহ নিজেই তা চালু করেন বলে কারো পক্ষে ঐ আইন অমান্য করার ক্ষমতা নেই।

৮। দ্বিতীয় প্রকার বিধান শুধু জ্বিন ও মানুষের জন্য। সে বিধান মানবার জন্য আল্লাহ বাধ্য করেন না। নবীর মাধ্যমে তা নাযিল হয় এবং তা পালন করা ও না করা জ্বিন ও মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

— সাধারণভাবে এ বিধানই "ইসলাম" নামে পরিচিত।

৯। 'ইসলাম' নামকরণের বৈশিষ্টঃ

ইসলাম শব্দের অর্থের মধ্যেই এ নামের স্বার্থকতা সুস্পষ্ট। আল্লাহ পাক মানুষের জীবনে দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যই দ্বীন ইসলাম দান করেছেন।

(ক) আদম (আঃ) থেকে শেষনবী পর্যন্ত যত নবী ও রাসূল এসেছেন সবার দ্বীনই ইসলাম। আল্লাহ পাক যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্ম সৃষ্টি করে মানব জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ব্যবস্থা করেননি।

(খ) আর যত ধর্মের নাম শুনা যায় তা ইসলামেরই বিকৃত রূপ (যেমন ইয়াহুদী ও খৃষ্ট ধর্ম) অথবা ধর্ম–নেতাদের দ্বারা প্রবর্তিত (যেমন বৌদ্ধ ধর্ম)।

(গ) ধর্ম প্রবর্তকদের নামেই সাধারণতঃ বিভিন্ন ধর্মের নামকরণ করা হয়েছে। যীশু খৃষ্টের নামে খৃষ্ট ধর্ম, বুদ্ধের নামে বৌদ্ধ ধর্ম ইত্যাদি। খৃষ্টানরা ইসলামকে "মহামেডানিজম বা মুহাম্মদী ধর্ম বলে থাকে"। অথচ এ নাম কখনও মুসলিম উম্মাহ গ্রহণ করেনি।

(ঘ) কুরআন মজীদে ইসলামকে "দ্বীন" বলা হয়েছে যার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে আনুগত্য। দ্বীন ইসলাম মানে আল্লাহর আনুগত্যের বিধান। সুতরাং "ইসলাম

www.pathagar.com

ধর্ম" দ্বীন ইসলামের অনুবাদ হতে পারে না। ইসলাম হলো জীবন বিধান (Code of life)

ধর্মকে ব্যক্তিজীবনে সীমাবদ্ধ এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে যে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করা হয় তা ইংরেজী Religion শব্দের অনুবাদ হিসাবেই ব্যবহৃত হচ্ছে।

এ অর্থে ইসলাম কোন ধর্মের নাম নয়। অবশ্য মানুষের জীবনে সব দিকের মতো ধর্মীয় দিকও ইসলামী বিধানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১০। ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মে পার্থক্য ঃ

(ক) ইসলামই একমাত্র আল্লাহর মনোনীত দ্বীন

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ - (ال عمران : ١٩)

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ (ال عمران : ٨٥)

অন্যান্য ধর্ম আল্লাহর অনুমোদিত নয়।

(খ) আল্লাহর দ্বীন হিসাবে ইসলামই কুরআনের মাধ্যমে অবিকৃত অবস্থায় আছে। আল্লাহর প্রেরিত পূর্ববর্তী কোন কিতাবই অবিকৃত নেই–এমন কি মূল ভাষায়ও পাওয়া যায় না।

(গ) ইসলাম ছাড়া আর কোন ধর্মই পূর্ণাংগ জীবন বিধান হিসাবে দাবী করছে না। তাই সব ধর্মই যে কোন ধরনের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে ধর্ম হিসাবে বেঁচে থাকার অধিকারটুকু পেলেই সন্তুষ্ট।

কিন্তু ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হওয়ার কারণে অনৈসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনতা মেনে নিতে রাজী নয়। ইসলামী দাবী হলো বিজয়ী জীবন ব্যবস্থা হিসাবে কায়েম হওয়া। শুধু ধর্ম হিসাবে টিকে থাকা ইসলামের নীতি নয়।

১১। দ্বীন ও শরীয়তে পার্থক্য ঃ

দ্বীন মানে আল্লাহর আনুগত্য, আর শরীয়ত অর্থ আনুগত্যের জন্য আল্লাহর দেয়া বিধান।

www.pathagar.com

আল্লাহর প্রেরিত সকল নবীর দ্বীনই ইসলাম। কিন্তু সমাজ বিবর্তনের প্রয়োজনে শরীয়তের বিভিন্ন ধারা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করা হয়েছে। ফলে সব নবীর শরীয়ত হুবহু এক ছিল না।

আদম (আঃ) এর শরীয়তে আপন ভাই-বোনে বিয়ে জায়েয ছিল। এছাড়া উপায়ও ছিল না। নূহ (আঃ)-এর শরীয়তে এ আইন বদলিয়ে দেয়া হয়।

মানব দেহের বৃদ্ধি যেমন এক সময় শেষ হয়ে যায় তেমনি মানব সমাজের বিকাশ শেষ নবীর যুগে এসে পূর্ণ হয়ে যায়। তাই শেষ নবীর শরীয়ত কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী। এ শরীয়ত সমাজের যে কোন অবস্থায়ই বিধান দেবার যোগ্যতা রাখে।

এ কারণেই কুরআনের ভাষা যেমন চির আধুনিক, কুরআনের মাধ্যমে প্রেরিত শরীয়তও সর্ব-যুগের উপযোগী।

১২। ইসলামকে মানবার দাবীদারদের নিকট আল্লাহ তায়ালা পূর্ণাংগ আনুগত্য দাবী করেন।

— ইসলামের কোন এক দিক বা কোন নির্দেশকে কেউ অস্বীকার করলে তাকে আল্লাহ মুসলিম বলে স্বীকার করেন না। (সূরা বাকারা-৮৫ আয়াত)

— তাই ইসলামের দৃষ্টিতে এটা কিছুতেই সঠিক হতে পারে না যে কেউ ধর্মে মুসলিম, রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ, অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্রী বা পুঁজিবাদী, সংস্কৃতিতে ভোগবাদী, বিজ্ঞানে বস্তুবাদী, দর্শনে দ্বন্দ্ববাদী বা স্বাধীন ভাববাদী (Free thinking)। ইসলামের দাবী হলো জীবনের সব ক্ষেত্রেই মুসলিম হতে হবে এবং মুসলিম অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করতে হবে।

১৩। ইসলাম ও আধুনিকতা ঃ

হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ (Dialectism) দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে কোন কোন মুসলিম যুগের সাথে খাপ খাওয়াবার অজুহাতে ইসলামের বিভিন্ন বিধান সংশোধন করা প্রয়োজন মনে করেন।

– এ জাতীয় চিন্তাধারা ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও ধারণার অভাবই প্রমাণ করে।

–যুগের দাবী পূরণে ইসলামকে কাজে লাগাবার যোগ্যতা অর্জন করাই মুসলিমদের কর্তব্য।

www.pathagar.com

– এ কারণেই ইজতিহাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করা ও ইজতিহাদের যোগ্য লোক গড়ে তোলা অপরিহার্য।

– ইসলাম চির আধুনিক ও শাশ্বত। ইসলামের সংশোধন প্রয়োজন হলে আল্লাহ আরও নবী পাঠাতেন।

– অহী দ্বারা প্রেরিত ইসলামকে সংশোধনের কোন উপায় নেই।

– জ্ঞান বিজ্ঞানের কোন শাখায় আজ পর্যন্ত এমন একটি প্রমাণও কেউ দেখাতে পারেনি যে, ইসলামের কোন বিধান, মত ও নির্দেশ জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন প্রমাণিত সত্যের বিরোধী।

– বিজ্ঞান যে প্রাকৃতিক বিধান ও শক্তি নিয়ে গবেষণা করে তা আল্লাহর সৃষ্টি। তাই আল্লাহর কুরআন ও বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে বিরোধ হতে পারে না। উভয়ের উৎস একই স্রষ্টা।

১। ইসলাম পরিচিতি ঃ মাওঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)

২। ইসলামের হাকীকতঃ মাওঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)

৩। ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথাঃ মাওঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)

৪। ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব ঃ মাওঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)

www.pathagar.com

জীবন্ত নামায

১। নামাজ কি? পয়লা বুনিয়াদী ইবাদাত ঃ

হাশরে এর হিসাবই পয়লা নেয়া হবে।

(ক) কালেমা তাইয়েবার পয়লা বাস্তব আমলী স্বীকৃতি।

(খ) কালেমায় ঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জীবন যাপন করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক বাস্তব অনুশীলন ও ট্রেনিং।

(গ) মুমিনের মি'রাজ (আল্লাহর সাথে সম্পর্কের সবচেয়ে কার্যকর সোপান)।

(ঘ) আল্লাহর সাথে গোপন আলাপ (يُناجِى رَبَّهُ)

(ঙ) আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণের বাহ্যিক রূপ ও দেহমন মনিবের চরণতলে ঢেলে দেয়ার চরম প্রকাশ।

(চ) বান্দাহ হিসাবে ফেরেশতার চেয়েও শ্রেষ্ঠ মর্যাদার প্রমাণঃ ফেরেশতাদেরকে পূর্ণ নামায আদায়ের অধিকার দেয়া হয়নি।

২। নামাযের দেহ ও রূহ ঃ

(ক) দেহকে সুন্দর অবস্থায় রাখার যেমন আগ্রহ দেখা যায় তেমনি মুনিবের নিকট সুন্দর নামায পেশ করার জযবা থাকা চাই।

(খ) শরীর দিয়ে নামাযে যা পড়া ও করা হয় তাতে নামাযের দেহ গঠিত হয়। যত শুদ্ধ করে পড়া হয় এবং রুকু সিজদা ইত্যাদি যত সুন্দরভাবে আদায় করা হয় নামাযের দেহ ততই সুন্দর হয়।

(গ) কিন্তু প্রাণহীন সুন্দর দেহের চাইতে জীবন্ত অসুন্দর দেহই শ্রেষ্ঠ।

(ঘ) নামায আদায়ের সময় মনের অবস্থার উপর নমাযের রূহ পয়দা হওয়া নির্ভর করে।

– মুখে যখন যা পড়া হচ্ছে এর হাকীকতের দিকে খেয়াল রাখা।

– দেহ যখন যে অবস্থায় আছে তখন মনে যে চেতনা থাকা উচিত তা ধ্যানে রাখা।

www.pathagar.com

- মনকে সচেতনভাবে কাজ দেয়া—কিছুতেই খালী হতে না দেয়া।

(ঙ) নামাযে খুশু ও খুযু-ভক্তিসহকারে বিনয়াবনত হওয়া ও কাতরভাব প্রকাশ করা।

خشوع মানে ভক্তি শ্রদ্ধা خضوع বিনয়।

Submit solemnly with Reverence

৩। নামাযের দেহ যত সুন্দর হবে এবং রূহ যত সজাগ ও সচল থাকবে সে হিসাবেই ১০-৭০০ গুণ সওয়াব পাবে।

৪। নামাযের দেহ ও রূহ একই সাথে পয়দা হতে হবে। দেহ ছাড়া রূহ থাকবে কোথায়? আর রূহ ছাড়া দেহ বাঁচে না।

দেহ	রূহ
(ক) আহসান ওয়াযু	ওয়াযু করার সময় খেয়াল ঠিক রাখার জন্য দোয়া
(খ) ঠিক ভাবে দাঁড়ান	দুনিয়া থেকে মনকে আলাদা করা
(গ) যা পড়া হয় শুদ্ধ পড়া	এর মর্মার্থের দিকে খেয়াল রাখা
(ঘ) দেহ চার অবস্থায় থাকে দাঁড়ান, রুকূ, সিজদা, বসা	احسان - ان تعبد الله كانك تراه মনিবের সামনে ভক্তির সাথে দাঁড়ান, মনিবের নিকট বিনয়ের সাথে নত হওয়া, মনিবের নিকট গোটা সত্তাকে সমর্পণ, মনিবের সামনে আদবের সাথে বসে ভক্তি প্রকাশ, নবীর প্রতি সালাম ও গুনাহ মাফের দোয়া।
(ঙ) যা পড়া হয় ঃ তাকবীর তাহরীমাহ, তাওয়াজ্জুহ, হামদ, সানা, তাআওউয, তাসমিয়া, সূরা ফাতিহা, কিরআত, রুকূ ও সিজদায় তাসবীহ, রুকূ'	কালবের দিকে খেয়াল করে পড়া ও সাথে সাথে অর্থ ও মর্ম বুঝে অন্তরে জযবা বোধ করা, সূরা ফাতিহা পড়ার সময় আল্লাহর জওয়াবের খেয়াল করা।

www.pathagar.com

قَسَمْتُ الصَّلٰوةَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ نِصْفَيْنِ (حديث)

থেকে দাঁড়িয়ে ও দু'সিজদার মাঝে দোয়া, তাশাহ্হুদ, দুরুদ, দোয়া, মাছুরা, সালাম।

৫। নামাযের প্রধান মাসয়ালা—মাসায়েল ঃ

ফরয ও ওয়াজিব

- ফরয ছুটে গেলে আবার নামায নতুন করে পড়তে হবে,
- ওয়াজিব তরক হলে সহ সিজদা দিতে হবে,
- ফরয-ওয়াজিব ছাড়া বাকী সবই সুন্নাত-মুস্তাহাব।

৬। নামাযের ১৩ ফরয ঃ বাইরে ৭ ও ভেতরে ৬টি

(ক) বাইরের ৭ ফরয ঃ শরীর পাক, কাপড় পাক, স্থান পাক, সতর ঢাকা, কিবলারুখ হওয়া, নিয়ত করা ও ওয়াক্ত চিনা।

(খ) ভেতরের ৬ ফরয ঃ তাকবীর তাহরীমা, দাঁড়ান, কিরাআত, রুকূ, সিজদা, শেষ বসা, ইচ্ছা করে নামায শেষ করা।

৭। সব নামাযে ১১টি ওয়াজিব ঃ

(১) সূরা ফাতিহা, (২) সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা পড়া, (৩) রুকূতে এক তাসবীহ পরিমাণ বিলম্ব করা, (৪) রুকু থেকে স্থির হয়ে দাঁড়ান (৫) সিজদায় এক তাসবীহ পরিমাণ দেরী করা, (৬) দু' সিজদার মাঝখানে স্থির হয়ে বসা, (৭) প্রত্যেক বৈঠকে তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়া, (৮) সালাম শব্দ দ্বারা নামায সমাপ্ত করা, (৯) ফরজ-ওয়াজিবগুলো তারতীব মতো আদায় করা, (১০) ইমাম জোরের স্থলে জোরে এবং আস্তের স্থলে আস্তে কিরাআত পড়া। (১১) তা'দীলে আরকান অর্থাৎ নামাযের রুকনসমূহ (কিরাআত, রুকূ ও সিজদা) নিশ্চিন্ত ও প্রশান্ত মনে আদায় করা।

৮। অতিরিক্ত আরও ৩টি ওয়াজিবঃ

(১) চার বা তিন রাকাআতের নামাযে দু' রাকাআতের পর বসা, (২) বেতেরের নামাযে দোয়ায়ে কুনুত পড়া, (৩) দু' ঈদের তাকবীর,

www.pathagar.com

৯। নামাযের আদাব যা খুশু ও খুযুর সহায়কঃ

ক. মানসিক ব্যস্ততা ও পরবর্তী কাজের তাকীদ বর্জন,

খ. নামাযের সময় না কমিয়ে ধীরে সুস্থে আদায়,

গ. ফরয নামায মসজিদে আদায় বা অন্ততঃ জামায়াতে আদায়, তা না হলে নামায কাযা হতেই থাকবে,

ঘ. নামাযের উন্নয়নের জন্য তাহাজ্জুদ পড়া,

ঙ. মনকে মসজিদে ঝুকিয়ে রাখা, قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ (حديث)

চ. মুখে উচ্চারণকালে কালবের দিকে খেয়াল রাখা যাতে কোন শব্দ অমনোযোগে উচ্চারিত না হয়।

১০। নামায কালেমা তাইয়েবার ওয়াদা মতো চলার বাস্তব ট্রেনিং ঃ

ক. আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা মতো চলার নিয়মিত অভ্যাস দেহের প্রতি অংগের ট্রেনিং। আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা ছাড়া নামাযে অন্য কিছু পড়া বা করা যায় না, করলে নামায নষ্ট হয়ে যায়।

খ. চাব্বিশ ঘন্টার রুটীন নামাযের ভিত্তিতে তৈরী করা

— ফযরের নামায দিয়ে শুরু এবং এশার নামায দিয়ে শেষ।

— মাঝখানে ৩ বার দুনিয়ার দায়িত্ব থেকে ডেকে এনে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তুমি আল্লাহর গোলাম।

১১। নামাযে প্রচ্ছন্ন ওয়াদাঃ

ক. নামাযে যেমন কোন কাজই নিজের মরযী মতো করি না তেমনি নামাযের বাইরেও করব না।

খ. যে মুখে আল্লাহর কালাম পড়ি এ মুখে এমন কথা বলব না যা আল্লাহ অপছন্দ করেন।

গ. রুকূতে যে মাথা রাব্বুল আলামীনের সামনে নত করে মর্যাদার অধিকারী হয়েছে এ মাথাকে আর কারো কাছে নত করে অপমান করব না।

www.pathagar.com

ঘ. সিজদায় আমার যে রবের নিকট দেহ-মন প্রাণ সঁপে দিয়েছি সে মহান ও নিরাপদ আশ্রয় কখনও ত্যাগ করব না। অন্য কোন আশ্রয়ও তালাশ করব না।

ঙ. যে আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য নামায আদায় করলাম তাকে নামাযের বাইরে আরও বেশী করে স্মরণ করব।

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ (طه)

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا (الجمعه)

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ (العنكبوت)

১২। নামাযই দ্বীনী জিন্দেগীর রিপোর্টঃ

- নামাযের প্রভাব বাইরে-বাইরের প্রভাব নামাযে,
- বাইরের জীবনেই নামাযের অবস্থা যাচাই হয়।

১৩। নামাযের মজা পেতে হলে اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ হিসেবে আন্তরিক গভীর অনুভূতি নিয়ে নামায আদায় করতে হবে।

- মনোযোগ ছুটে গেলে আবার সচেতন হতে হবে এবং কালবের দিকে খেয়াল রেখে যা পড়া হবে তা মুখে ও কালবে একসাথে পড়তে হবে।

১৪। রাসূল (সঃ)—এর নামায ঃ

ক. অন্তরের প্রশান্তিঃ جُعِلَ الصَّلٰوةُ قُرَّةَ عَيْنِىْ

খ. তিনি পেরেশানীতে নামাযের মাধ্যমে স্বস্তি বোধ করতেনঃ

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

গ. রাসূল (স) বলেছেন ঃ প্রত্যেক নবীর জন্য আল্লাহ একটা করে খাহেশ পয়দা করেছেন, আমার খাহেশ রাতের নামায। আল্লাহ প্রত্যেক নবীর জন্য একটি মর্যাদার লুকমা বানিয়েছেন, ৫ ওয়াক্তের নামায আমার লুকমা।

ঘ. দীর্ঘ সময় দাঁড়াবার দরুন পা বা হাঁটু অবশ হয়ে যেতো।

www.pathagar.com

১৫। সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) নামায ঃ

ক. আবু বকর (রাঃ) খুঁটির মতো নিশ্চল হয়ে নামাযে দাঁড়াতেন।

খ. উমর (রাঃ) বল্লমের আঘাতে বেহুশ অবস্থায় নামাযের কথা বলায় হুশ হল।

গ. উসমান (রাঃ)-এর হত্যাকারীদেরকে লক্ষ্য করে তাঁর বিবি বললেন, এমন লোককে হত্যা করলে যিনি রাতের নামাযে কুরআন খতম করতেন।

ঘ. আলী (রাঃ)-এর পায়ে বিদ্ধ তীর সিজদারত অবস্থায় সহজে খোলা গেল।

ঙ. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) চোখের চিকিৎসা ত্যাগ করলেন, কারণ চিকিৎসক সিজদা দিতে নিষেধ করেছিলেন সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত।

চ. আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-এর অংগ-প্রত্যংগ আংগুল পর্যন্ত কিবলা রুখ করে রাখতেন।

ছ. আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) নিশ্চল খামের মত দাঁড়াতেন এবং বলতেন এটাই খুশু।

জ. আবু তালহা আনসারী (রাঃ) বাগানে নামাযের সময় পাখীর দিকে খেয়াল করায় রাকাআতের সংখ্যা ভুলে যাওয়ার কাফ্ফারা হিসাবে ঐ বাগানটাই রাসূল (সাঃ)-কে দিয়ে দিলেন আল্লাহর পথে খরচ করার জন্য।

ঝ. এক ব্যক্তি উপদেশ চাইলে রসূল (সাঃ) বললেন, "যখন নামাযে দাঁড়াবে তখন এ নামাযকে জীবনের শেষ নামায মনে করবে।"

১। নামায রোযার হাকিকত–মাওলানা মওদূদী (রঃ)

২। জীবন্ত নামায–গোলাম আযম

www.pathagar.com

তাযকিয়ায়ে নাফস

১। তাযকিয়ার শাব্দিক অর্থ ঃ

(ক) زَكِىَ – صَلُحَ لَهُ – To suit. Be fit for উপযোগী বা যোগ্য হওয়া।

(খ) زكا – نَمَا – زكى – زَادَ – To Flourish. To Thrive উন্নতি, প্রবৃদ্ধি।

(গ) زكى – برد – To Exculpate. vindicate. make free from blame দোষমুক্ত করা।

(ঘ) زكى – طهّر – To purify. Sanctify. পবিত্র করা।

(ঙ) زكِىٌّ – بار – Pure sinless. guiltless. খাঁটি, দোষমুক্ত, পাপমুক্ত

(চ) زكاة – طهارة - Purity. development sanctity পবিত্রতা, প্রবৃদ্ধি

– তাযকিয়া অর্থ দাঁড়ায়– যোগ্যতা, উন্নতি, পবিত্রতা, ত্রুটিহীনতা, বৃদ্ধি, পূর্ণতা ইত্যাদি।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا (الشمس : ٩)

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا (التوبه : ١٠٣)

২। ইসলামের অর্থ—ব্যবস্থায় "যাকাত" কথাটি বড়ই গভীর অর্থপূর্ণ

(ক) যাকাত মালকে পবিত্র করে। যে যাকাত আদায় করে সে হালাল কামাই করার চেষ্টা করে বলেই এটা সহজ হয়।

(খ) সমাজে যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি চালু হলে অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি ঘটে।

www.pathagar.com

৩। নাফস শব্দের বিশ্লেষণ ঃ

দেহের যাবতীয় দাবী هوى দেহের ভালমন্দ সম্পর্কে কোন চেতনা নেই। সে খিদে লাগলে খাবার, পিপাসায় পানি, গরমে ঠাণ্ডা দাবী করে।

৪। নাফসের পবিত্রতা সাধন, উন্নতি সাধন, প্রবৃদ্ধি ও পূর্ণতা লাভ, ত্রুটিহীন হওয়া, যোগ্য হওয়া, দোষমুক্ত হওয়ার পথে সমস্যা কী?

— দেহ আসল মানুষ নয়। রূহই হল আসল মানুষ। রূহ হল নৈতিক সত্তা ও বিবেক শক্তি। দেহ বস্তু সত্তা।

— দেহ মন্দের দিকে ডাকে। আর রূহ এতে বাধা দেয়। দেহ বস্তুর দিকে টানে। আর রূহ আল্লাহর দিকে টানে।

— নাফসের শক্তি রূহের চেয়ে বেশী হলেই সমস্যা হয়। নাফসের উপর রূহ বা বিবেকের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা না থাকাটাই আসল সমস্যা।

৫। নাফস ও রূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব, টক্কর ও লড়াই চলছে। এরই ফলে নাফসের তিন রকম অবস্থা হয় ঃ

(ক) نفس امارة – وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِىْ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْٓءِ (يوسف : ٥٣)

এ অবস্থাটা ঈমানের খেলাফ– সব সময়ই নাফসের গোলাম হয়ে থাকা। এ অবস্থায় রূহ একেবারেই শক্তিহীন 'আম্মারা' মানে উস্কানী দাতা। মন্দের দিকেই সে উস্কায়।

(খ) نفس لوامة – لَآ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَلَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (القيمة : ١-٢)

এ অবস্থাটা দুর্বল ঈমানের পরিচয় দেয়। 'লাওয়ামা' মানে যে দোষ ধরে, শাসন করে, বাধা দেয়।

এ অবস্থায় নাফস ও রূহের লড়াইতে এক সময় নাফস জয়ী হয়। এক সময় রূহ বিজয়ী হয়। শতকরা একভাগে রূহ পরাজিত হলেও নাফসে লাওয়ামার অবস্থাই বিরাজমান।

(গ) نفس مطمئنة – يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِىْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً – (الفجر : ٢٨-٢٧)

www.pathagar.com

এ অবস্থায় নাফস সম্পূর্ণ পরাজিত। রূহের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা মযবুত। এতমিনান শব্দ থেকে মুতমাইন্নাহ হয়েছে।

অর্থাৎ নাফস তখন শান্ত সুবোধ হয়ে রূহকে মেনে চলে। নাফসকে এ অবস্থায় উন্নীত করাই তাযকিয়ায়ে নাফসের আসল উদ্দেশ্য।

৬। নাফস ও রূহের লড়াই—এর ধরণ ঃ نفس - روح - قلب

নাফস আদেশ করে, রূহ বিচার বিবেচনা করে বাধা দেয়। এ লড়াইতে যে জয়ী হয় তার হুকুমই কালব পালন করে। কালব মানে পরিবর্তনশীল يا مقلب القلوب 'হে কালব পরিবর্তনকারী' বলে আল্লাহকে বুঝান হয়েছে। কালব এক সময় নাফসের কথা মানে, আর এক সময় রূহের কথা মত কাজ করে- সে এমনই পরিবর্তনশীল।

সরকারের যেমন আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ আছে তেমনি মানব-দেহ-রাজ্যে নাফস আইনদাতা, রূহ বিচারক, আর কালব নির্দেশ জারী করার দায়িত্ব পালনকারী (Executive)।

৭। তাযকিয়ায়ে নাফসের হাকীকত ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে ঃ

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا

(الشمس : ٧-٨)

নাফসের মন্দ হওয়া যেমন সম্ভব, তাকওয়া অর্জনও সম্ভব।

(ক) নাফস ও রূহের মধ্যে সমতা সাধন। বাহির ও ভেতরের দ্বন্দ্ব খতম করা, একে অপরের পরিপূরক, সহায়ক ও সহযোগী হবার যোগ্য বানানো علم وفكر এবং قلب وضمير এর পূর্ণ উন্নয়ন সাধন।

(খ) মানুষের যাবতীয় শক্তিকে আল্লাহর পছন্দমত কাজে লাগান এবং তার যাবতীয় গুণাবলীর বিকাশ সাধন ও পূর্ণতা দান, দেহ, মন, দিল-দেমাগ, চরিত্রের সব দিকের পবিত্রতা সাধন।

৮। তাযকিয়ার প্রধান দু'টো দিক ঃ

(ক) ব্যক্তিগত তাযকিয়া— সমাজ গড়ার যোগ্য হবার জন্য জরুরী সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিরাই সমাজ গড়ে।

www.pathagar.com

(খ) সামাজিক তাযকিয়া— সমাজকে এমন পবিত্র করে গড়ে তোলা যাতে সহজেই সব মানুষ ব্যক্তিগত তাযকিয়া হাসিল করার সুযোগ পায়।

৯। ব্যক্তিগত তাযকিয়ার বিভিন্ন বিভাগ ঃ

(ক) ঈমানের তাযকিয়া—তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের সঠিক ধারণা ও মযবুত বিশ্বাস।

(খ) ইলমের তাযকিয়া—অহীর জ্ঞানকে একমাত্র নির্ভুল মনে করে যাবতীয় জ্ঞানকে যাচাই-বাছাই করার যোগ্যতা।

(গ) আমলের তাযকিয়া—তায়াল্লোকাত ও মুয়ামালাতে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের যোগ্যতা।

১০। তাযকিয়ার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিঃ

(ক) রাসূল (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের জীবনে তাযকিয়ার দায়িত্ব পালন করে এ বিষয়ে পূর্ণতা সাধন করে গেছেন। এ ব্যাপারে নতুন কোন পদ্ধতির দরকার নেই।

(খ) তাযকিয়ার দায়িত্ব রাসূল (সাঃ)-এর উপর আল্লাহর দেয়া অন্যতম প্রধান দায়িত্ব যা সকল সাহাবীর জীবনেই তিনি পালন করেছেন। কোন বিশেষ ব্যক্তিকে গোপনে সিনায় সিনায় তা চালু করার দায়িত্ব দেননি।

১১। তাযকিয়ার পদ্ধতি যা রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনে প্রচলিত ছিলঃ

(ক) আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের মুক্তিকে জীবনের চরম লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে এরই ভিত্তিতে দুনিয়ার জীবন পরিচালনা।

(খ) ঐ লক্ষ্যে পৌছার উদ্দেশ্যে দুনিয়ার জীবনের পলিসী হিসাবে কালেমায়ে তাইয়েবাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা মেনে চলার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

(গ) কালেমার এ পলিসী সমাজে কায়েম করার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ। একা এ পলিসী অনুযায়ী চলা অসম্ভব। এ সংগ্রামই আল-জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।

(ঘ) এ জিহাদ নবীর পক্ষেও একা সম্ভব নয় বলে কালেমা গ্রহণকারীদের মযবুত সংগঠন প্রয়োজন।

www.pathagar.com

(ঙ) জীবনের সকল তৎপরতা এমন কি ডেইলী রুটীনও এ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে হওয়া।

১২। তাযকিয়ার ব্যাপারে রাসূল (সাঃ)—এর পদ্ধতির বৈশিষ্ট ঃ

(ক) تعقل - تفكر - تذكر মাধ্যমে আল্লাহর মারিফাত লাভ করা; এর জন্য কুরআন করীমই প্রধান উৎস।

(খ) দায়ী ইলাল্লাহর দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বাস্তব জীবনকে দ্বীনের পূর্ণ অনুগত করা। নিজে আমল না করলে দায়ীকে কেউ গুরুত্ব দেয় না। সাহাবীগণ ঈমান আনার সাথে সাথেই রাসূল (সাঃ)-এর অনুকরণে এ দায়িত্ব পালন করেছেন।

(গ) বাতিল শক্তির বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করে শাহাদাতের জযবা নিয়ে ইকামাতে দ্বীনের জিহাদে আত্মনিয়োগ করা।

(ঘ) জামায়াতবদ্ধ হয়ে সুশৃংখলভাবে সংগ্রাম করে তাক্ওয়া ও ইহসানের পথে এগিয়ে যেতে থাকা।

(ঙ) معيت الهى এর চেতনা নিয়ে সকল অবস্থায় আল্লাহ পাকের যিক্রের মাধ্যম হিসাবে দোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (সাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী সব কাজ করতে থাকা।

১৩। ইসলামী আন্দোলনই তাযকিয়া হাসিলের স্বাভাবিক মাধ্যম ঃ

মানুষ গড়ার জন্য সূরা বাকারার ১২৯ ও ১৫১, আলে ইমরানের ১৬৪ ও সূরা জুমআর ২ নম্বর আয়াতে যে চার দফা কর্মসূচী দেয়া হয়েছে এর প্রধান দিক দুটো ঃ তিলাওয়াতে আয়াত, তালীমে কিতাব ও তালীমে হিকমত হলো ইলমের পূর্ণতার উদ্দেশ্যে। আর তাযকিয়া হলো ঐ ইলম অনুযায়ী আমলের জন্য কালবকে যোগ্য বানানো বা اصلاح قلب অর্থাৎ দিল-দেমাগকে প্রস্তুত করা। এ দু'টো উদ্দেশ্য ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনের মাধ্যমেই হাসিল হয়। সাহাবায়ে কেরামই (রাঃ) এর জীবন্ত উদাহরণ।

১৪। পরবর্তী কালে ইলম হাসিল ও কালবের ইসলাহের উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা ও খানকাহর প্রচলন হয়।

(ক) মাদ্রাসা উদ্দেশ্য নয়—ইলমই উদ্দেশ্য-তাই রাসূল (সাঃ)-এর সময় মাদ্রাসা না থাকলেও মাদ্রাসাকে বিদআত বলা চলবে না। কিন্তু মাদ্রাসা ছাড়া আলেম হতে পারে না বলে দাবী করা অবশ্যই বিদআত।

www.pathagar.com

(খ) তেমনি খানকাহ উদ্দেশ্য নয়—ইসলাহে নাফসই উদ্দেশ্য। তাই খানকাহ পরবর্তীকালের হলেও বিদআত বলে গণ্য নয়। কিন্তু তাসাউওফের তরীকা ছাড়া ইসলাহে নাফস হতে পারে না বলে দাবী করা অবশ্যই বিদআত।

(গ) ইকামাতে দ্বীন হলো সব ফরযের বড় ফরয। মাদ্রাসা ও খানকাহ এ ফরয আদায়ে সহায়ক হতে পারে। কিন্তু যদি এ দুটো প্রতিষ্ঠান ইকামাতে দ্বীনের পথে বাধা সৃষ্টি করে তাহলে দ্বীনের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে।

১৫। তাযকিয়ার উদ্দেশ্যে কতক বাস্তব পরামর্শ ঃ

(ক) বিবেকের বিরুদ্ধে কিছুতেই চলব না বলে মযবুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ। مُجَاهِدَةُ الْعَبْدِ هَوَاهُ "নফসের বিরুদ্ধে জিহাদকে রাসূল বড় জিহাদ বলেছেন।"

(খ) মনকে সব সময় কাজে ব্যস্ত রাখা যাতে কোন সময় সে অবসর না পায়। যখন কোন কাজ না থাকে তখন ইসলামী বই পড়া। এর সুযোগ না থাকলে কুরআনের মুখস্ত করা সূরা পড়তে থাকা বা যে কোন যিক্‌রে জিহ্‌বা ও মনকে ব্যস্ত রাখা।

(গ) বিভিন্ন অবস্থায় হাদীসের দোয়া বুঝে পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা।

(ঘ) পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে জামায়াতে নামায আদায়ের সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো এবং তাহাজ্জুদের নামাযের অভ্যাস গড়ে তোলা।

(ঙ) প্রত্যেক কাজ করার সময় ঐ কাজের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (সাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী করা হচ্ছে কিনা সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা।

(চ) নফসের হিসাব নিতে থাকা এবং প্রতিটি কাজ আখিরাতে সুফল পাওয়ার নিয়তে করা। দুনিয়ার সুফল যতটা হয় তাতে খুশী থাকা। কাজের পেছনে দুনিয়ার মহব্বত যেন প্রাধান্য না পায়।

(ছ) "অনেকের চেয়ে আমি ভাল আছি" শয়তানের দেয়া এ ধোকা থেকে বাঁচা এবং অপরের দোষ তালাশ না করে নিজের দোষ তালাশ করা।

১৬। কতক বিশেষ তদবীর ঃ

(ক) নিজ দুর্বলতার তালিকা তৈরী করে এক একটা করে দূর করার অব্যাহত চেষ্টা।

www.pathagar.com

(খ) বার বার ত্রুটি হতে থাকলে নিজের উপর জরিমানা—নফল নামায ও রোযা এবং টাকার জরিমানা।

(গ) দ্বীন কায়েমের সাথে সম্পর্কহীন প্রবণতাকে প্রশ্রয় না দেয়া। যেমন খেলা দেখা ও অপ্রয়োজনীয় বই পড়ে সময় নষ্ট করা।

(ঘ) মগজ ও পেটের পাহারা দেয়া যাতে কুচিন্তা ও হারাম খাদ্য ঢুকতে না পারে।

(ঙ) হারাম দৃশ্য পথে-ঘাটে, পত্রিকায়, বিজ্ঞাপনে চোখ পড়ার সাথে সাথে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া। যেমন মলের উপর কেউ দৃষ্টি দেয় না।

১৭। তাযকিয়া লাভের আকুতি জানিয়ে দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِىْ تَقْوٰى هَا وَزَكِّهَا اَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّٰاهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلٰهَا - يَاحَىُّ يَاقَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لِىْ شَأْنِىْ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِىِّىْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ -

১৮। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন করে আখিরাতে নাজাত হাসিলের উদ্দেশ্যেই মানুষ দ্বীনের পথে চলে। দ্বীনদার লোকদের মধ্যে দু'রকম প্রবণতা দেখা যায় ঃ

(ক) অন্তর্মুখী (Introvert), ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও সংঘর্ষ বিমুখ এবং ঝামেলা ও ঝুঁকি এড়িয়ে নিরিবিলি থেকে নির্ঝঞ্ঝাটে নাজাত পাওয়ার কামনা।

(খ) বহির্মুখী (Extrovert) সমাজ কেন্দ্রীক, আক্রমণী মনোভাব সম্পন্ন (Aggressive), বাধা-বিপত্তির মুকাবিলায় সাহসী ও বলিষ্ঠ এবং যে কোন ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত।

এ দুটো পথ আলাদা। দ্বিতীয়টাই নবুওয়াতের পথ। প্রথমটিকে বেলায়েতের পথ বলে যারা মনে করেন তারা কি নবুওয়াতের পথ ছাড়াও সিরাতুল মুস্তাকীম হতে পারে বলে ধারণা রাখেন?

www.pathagar.com

১৯। ইবলীসের সবচাইতে বড় কর্মসূচী ঃ

যারা সামান্য উস্কানিতেই পাপে লিপ্ত হয় তাদেরকে নিয়ে ইবলীসের কোন মাথাব্যথা নেই। আল্লাহর মুখলিস্ বান্দাহদের ব্যাপারেই সে পেরেশান। যারা আল্লাহর রাজ্য কায়েমের চেষ্টা করে তাদেরকেই ইবলীস প্রধান শত্রু মনে করে। তার রাজত্ব কায়েম রাখতে হলে এ জাতীয় লোকদেরকে এমন নেকীর মধ্যে লিপ্ত রাখা সে প্রয়োজন মনে করে যা তাদেরকে ইকামাতে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে।

"ইবলীস কী মাজলিসে শূরা" শিরোনামে আল্লামা ইকবালের দীর্ঘ কবিতার শেষ দুটো ছত্র নিম্নরূপ ঃ

مست رکھو ذکرو فکر صبح گاھی میں اسے

پختہ ترکردو مجاز خنقاھی میں اسے

উক্ত কবিতায় ইবলীস তার শুরা সদস্যদের দ্বারা কৃত কাজের দীর্ঘ ফিরিস্তি শুনবার পর উক্ত দু লাইনে সবাইকে নির্দেশ দিল যে, দ্বীনের প্রতি মুখলিস্ লোকগুলোকে জিহাদ ফীসাবীলিল্লাহ থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যা খানকায় যিক্‌রে মত্ত রাখ এবং খানকা থেকে যখন বের হয় তখনও যেন ঐ মানসিক অবস্থাই জারি থাকে যাতে আমার রাজ্য ধ্বংস করে আল্লাহর আইন কায়েম করতে না চায়।

১। তাযকিয়ায়ে নাফস ঃ মাওঃ আমীন আহসান ইসলাহী

www.pathagar.com

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক

১। নবীগণের প্রধান দায়িত্ব ঃ

ক. মানুষের ব্যক্তি জীবনে আল্লাহর সাথে সঠিক সম্পর্ক কায়েম।

খ. সামষ্টিক জীবনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার চেষ্টা।

২। আল্লাহর সাথে মানুষের সঠিক সম্পর্কের ধরন ঃ

ক. আল্লাহর সাথে বান্দাহর সরাসরি সম্পর্ক ঃ কারো মাধ্যমে নয়।

– সব সময় আল্লাহকে হাযির নাযীর জেনে চলতে হলে তাঁকে সরাসরি ভয় করতে হবে। কারো মাধ্যমে কেমন করে ভয় করবে?

– ইকামতে দ্বীনের কঠিন পথে মজবুত থাকতে হলে সরাসরি আল্লাহকে মহব্বত করতে হবে। এটাও কারো মাধ্যমে সম্ভব নয়।

اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

– তাঁর নিকট সরাসরি আত্মসমর্পণ।

খ. সরাসরি সম্পর্ক ছাড়া মানুষের প্রকৃত মর্যাদা হতে পারে না।

– আল্লাহ একমাত্র মনিব, মানুষ শুধু তারই গোলাম।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ (ذاريات ٥٦)

– মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে বিরাট আমানতের দায়িত্বশীল, দেহ ও বিশ্বজগত আল্লাহর আমানত।

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ (الانعام ١٦٥)

– আল্লাহর সাথে জান্নাতের বিনিময়ে জান–মাল বিক্রির চুক্তি।

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ الخ

– আখিরাতে যার যার হিসাব দিতে হবে, মাধ্যমে নয়।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى (انعام ١٦٤)

– বিবেক বুদ্ধি অপরের নিকট রেহেন রাখলে চলবে না।

www.pathagar.com

৩। আল্লাহর সাথে বান্দাহর সম্পর্কের বাস্তব রূপ ঃ

ক. عباد الله আল্লাহর দাস

يَآ اَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا

খ. اولياء الله আল্লাহর অলী

اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ (يونس : ٦٢)

গ. انصار الله আল্লাহর সাহায্যকারী

"اِن تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ " وليعلم الله من ينصره

ঘ. خلفاءالله আল্লাহর প্রতিনিধি

اِنِّى جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً (بقرة : ٣٠)

৪। আল্লাহর সাথে সম্পর্কের দুটো দিকঃ ভালবাসা ও ভয়

ক. ভালবাসা

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ (البقرة : ١٦٥)

– আল্লাহ প্রাথমিক পরিচয় রব হিসাবে দিয়েছেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ " اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ "

খ. ভয়

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓاءُ (فاطر : ٢٨)

গ. পিতা ও সন্তানের সম্পর্ক থেকে বুঝতে সহজ হয়। পয়লা মহব্বতের মাধ্যমে সম্পর্ক হয়, ভয় পরে আসে।

ঘ. তাকওয়া ও ইহসানের সম্পর্ক (ভয় ও মহব্বত)

৫। মানুষের ব্যবহারিক জীবন এ সম্পর্ক দ্বারাই পরিচালিত ঃ

– মানুষের চিন্তা, শ্রম, সময়, অর্থ, আবেগ ও প্রবৃত্তি তার উদ্দেশ্যেই ব্যয় হয় যার সাথে সম্পর্ক গভীর হয় (স্ত্রী, সন্তান, দেশ, জাতি)।

www.pathagar.com

– আল্লাহর সাথে যে পরিমাণ সম্পর্ক থাকে সে পরিমাণই ঐ সব আল্লাহর উদ্দেশ্যে ব্যয় হয়।

– জীবনের উদ্দেশ্য যা ঠিক করা হয় তা হাসিলের জন্যই সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলে।

৬। বাস্তবে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের অর্থ কী দাঁড়ায়?

ক. খালেসভাবে তাঁর আনুগত্যের উদ্দেশ্যেই তাঁর হুকুম পালন করা।

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ (البينات)

খ. একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে জীবন মরণ উৎসর্গ করা।

اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ ... ... انعام

গ. ভালবাসার আর সব পাত্রের চেয়ে আল্লাহকে বেশী ভালবাসা।

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ (توبة : ٢٤)

ঘ. সকল অবস্থায় একমাত্র আল্লাহকে ভয় করা এবং কোন অবস্থায়ই আর কোন শক্তির ভয়ে আল্লাহর নাফরমানী না করা।

(١) رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهٗ –

(سوره البينات)

(٢) فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ (المائدة : ٤٤)

(٣) وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلاَّ اللّٰهَ (الاحزاب : ٣٩)

(٤) وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى

(النازعات : ٤٠)

احاديث

١ – خشية الله فى السر والعلانية –

www.pathagar.com

٢ - مَنِ الْتَمَسَ رِضَى اللّٰهِ يَسْخِطُ النَّاسَ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ يَسْخَطُ اللّٰهُ -

٣- مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ -

٤ - دُعَاءِ قُنُوْتِ -

٥ - مَنْ خَافَ اللّٰهَ خَافَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَمَنْ خَافَ غَيْرَ اللّٰهِ خَافَهُ كُلُّ شَيْءٍ -

৭। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক কতটুকু তা যাচাই করার উপায় ঃ

ক. ইহতিসাব করা ঃ

– আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করা জীবনের প্রধান লক্ষ্য কি না? (জীবনের উদ্দেশ্য যা ঠিক করা হয় তার জন্যই মানুষ তার জান, মাল, দিল, দেমাগ, শ্রম, সময়, অর্থ, প্রতিভা, আবেগ ও যাবতীয় যোগ্যতা ব্যয় করে)।

– দুনিয়ায় বেঁচে থাকার প্রয়োজনে অনেক কিছুই করতে হয়, কিন্তু বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য কী তা স্পষ্টভাবে চেতনায় উপস্থিত আছে কি না?

– আসল সম্পর্ক আল্লাহর সাথে-আর সব সম্পর্ক আল্লাহর কারণে কি না?

খ. বাস্তব জীবনে আল্লাহর হুকুম পালন করা ও নিষেধ থেকে ফিরে থাকার যোগ্যতা কতটুকু হয়েছে তা যাচাই করা।

গ. আল্লাহর নাফরমানী হতে দেখলে মনে কতটুকু ক্ষোভ সৃষ্টি হয় তা লক্ষ্য করা।

ঘ. কাশফ, কারামাত ও নূরের তাজাল্লি তালাশ করা অর্থহীনঃ

– বস্তুবাদী ও ভোগবাদী পরিবেশে তাওহীদের পথ সাফ দেখতে পাওয়াই হল আসল কাশফ।

– বাতিলের বিরুদ্ধে হকের ঝান্ডা নিয়ে টিকে থাকার চেয়ে বড় কারামাত আর কী হতে পারে?

www.pathagar.com

- শয়তান ও নাফসের ধোঁকা থেকে বাঁচাই বড় মুজাহাদা।

- কুফরী, ফাসেকী ও গুমরাহীর ঘনঘোর অন্ধকারে দ্বীনে হকের আলো চিনতে পারাই প্রকৃত নূরের তাজাল্লি ও বড় মুশাহাদা।

৮। আল্লাহর সাথে সঠিক সম্পর্ক কায়েম রাখার উপায়ঃ

ক. ঈমানী দিক ঃ চিন্তা চেতনার মাধ্যমে ঃ

- বিশুদ্ধ তাওহীদের চেতনা ও চর্চা করা।
- কুরআন ও হাদীস থেকে এ বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি করা।
- নিজের জীবনে আল্লাহর যত মেহেরবানী তা স্মরণ রাখা।
- বাইয়াত বিল্লাহর চেতনা সজাগ রাখা।
- শাহাদাতের জযবা ও জান্নাতের কামনা প্রবল করা।

খ. আমলী দিক ঃ কর্মের মাধ্যমে ঃ

*** তাকওয়ার পথ ঃ**

- জেনে-বুঝে আল্লাহর নাফরমানী না করা।
- প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহর হুকুম মেনে চলা।
- দুনিয়ার ক্ষতির ভয়ে নয়, আল্লাহর গযব থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকা।

*** ইহসানের পথ ঃ**

- আল্লাহর প্রতি মহব্বতের জযবা নিয়ে সব নেক আমল করা।
- আল্লাহকে হাযির নাযীর জেনে উন্নত মানে আমল করা।
- এত করেও কর্তব্য পালন হয়নি মনে করা।

৯। আল্লাহর সাথে সম্পর্কের উন্নতি কিভাবে হতে পারে ঃ

ক. জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ দ্বারাই উন্নতি শুরু হয়।

اِتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ

(المائدة : ٣٥)

www.pathagar.com

খ. আল্লাহর যিকর থেকে কোন সময় গাফেল না থাকা ঃ

কালবকে খালি হতে না দেয়া। সব অবস্থায় হাদীসের দোয়া, ইসলামী সাহিত্য সংগে রাখা, পড়ার সুযোগ না থাকলে কুরআনের আয়াত, দরূদ, তাসবীহ ইত্যাদি পড়তে থাকা, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে মনে মনে আল্লাহ্ জপতে থাকা।

গ. পাপ মনের আকাশে মেঘ হয়ে ঈমানের সূর্যকে ঢেকে দেয়। নফল নামায-কিয়ামুল্লাইল-তাহাজ্জুদ-তাওবা ও কেঁদে পাপের মেঘ ঝরিয়ে দিলে ঈমানের সূর্য আরও উজ্জ্বল হয়।

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَاذَنْبَ لَهٗ

ঘ. নফল রোযা-প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫, আশুরার ২ রোযা, শাওয়ালের ৬ রোযা, আরাফাত উপলক্ষেও রোযা।

ঙ. আল্লাহর পথে বেশী করে দান করতে থাকা।

চ. আত্মসমালোচনার মান উন্নত করতে থাকা।

ছ. প্রতি ত্রুটির জন্য নিজের উপর দৈহিক ও আর্থিক জরিমানা ধার্য করা। (দৈহিক জরিমানা নামায-রোযা)

১০। আল্লাহর সাথে ভালবাসা বৃদ্ধি করার উপায় ঃ

ক. হেদায়াত করার শুকরিয়া আদায় করতে থাকা এবং অন্যের হেদায়াতের জন্য চেষ্টা করতে থাকাই আসল শুকরিয়া।

খ. দুনিয়ায় যত নিয়ামত দিয়েছে, এর জন্য তৃপ্তিবোধ, দেহ ও দেহ দ্বারা ভোগের অগণিত সামগ্রীর কথা খেয়াল করা।

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا (النحل : ١٨)

গ. আখিরাতে অফুরন্ত নেয়ামতের কাংগাল হওয়া।

ঘ. যাবতীয় আপদ বিপদকে গুনাহর কাফফারা মনে করে আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং পূর্ণভাবে তাওয়াক্কুল করা।

مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ (التغابن : ١١)

ঙ. সব ব্যাপারেই শুধু আল্লাহর কাছেই ধর্ণা দেয়া।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

www.pathagar.com

চ. আল্লাহর ভালবাসাই আর সব ভালবাসার সীমা ঠিক রাখে।

مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ –

ছ. দুনিয়া ও আখিরাতে একমাত্র আল্লাহকেই স্নেহপরায়ণ মুরব্বী ও অভিভাবক মনে করা।

هُوَ مَوْلٰكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ – (الحج : ٧٨)

১১। ভয় ও ভালবাসার ভারসাম্যই ঈমান।

– শুধু ভালবাসার চিন্তা শয়তানের ধোঁকা।

اَلْاِيْمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ

– শুধু ভয় করার মনোভাব নৈরাশ্য ও কুফরীর পথ।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেনঃ

– একটি লোকও যদি দোযখী হবে বলে ঘোষণা করা হয় তাহলে আমার আমলের কারণে ভয় হয় যে, সে ওমরই হবে।

–আর একজন মাত্র বেহেশতে যাবে বলে ঘোষণা করা হলে আল্লাহর মেহেরবাণীর উপর আশা যে, সে ওমরই হবে।

* আল্লাহর ভয় ও ভালবাসার উদাহরণ

১. রাসূল (সাঃ) আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতেন ও কাঁদতেন। জিজ্ঞেস করলে বলতেন, اَفَلَا اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا

২. হযরত আবু বকর (রাঃ) দোয়া করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّ مَغْفِرَتَكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِىْ وَرَحْمَتَكَ اَرْجٰى عِنْدِىْ مِنْ عَمَلِىْ

তিনি উটকে দেখে বলেছিলেন–তুই কত সুখী, তোকে জওয়াব দিতে হবে না, অথচ আমাকে দিতে হবে।

www.pathagar.com

৩. হযরত ওমর দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِى الشَّهَادَةَ فِى سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِى فِى بَلَدِ رَسُوْلِكَ

তিনি এক লোককে অসময়ে এসে নালিশ করায় বেত মারেন। কিন্তু অনুতপ্ত হয়ে ঐ লোককে এর প্রতিশোধ নেবার অনুমতি দেন। সে মাফ করে দেয়। তিনি বারবার আফসোস করে এ ভুলের জন্য নিজকে মালামত করতেন।

৪. এক চাকরের দোয়াঃ "হে আল্লাহ তুমি যে আমাকে ভালবাস এর দোহাই" এ কথায় মনিবের ধমকের জওয়াবঃ আল্লাহ আমাকে জাগিয়ে রেখেছেন-আর তোমাকে ঘুমে রেখেছেন।

* কয়েকটি হাদীস

১. আল্লাহ বলেনঃ আমি বান্দাহর উপর দুটো ভয় ও দুটো নির্ভরতা একত্র করি না। দুনিয়ায় নির্ভয় থাকলে আখিরাতে ভয় দেখাই, আর দুনিয়ায় ভয় করলে আখিরাতে নির্ভয়তা দান করি।

২. আল্লাহর ভয়ে যার অশ্রু (মাছির মাথার সমান হলেও) চেহারায় গড়িয়ে পড়ে সে চেহারার উপর দোযখের আগুন হারাম।

৩. আল্লাহর নিকট দুটো ফোঁটার চেয়ে প্রিয় কোন ফোঁটা নেই। আল্লাহর ভয়ে নির্গত অশ্রুর ফোঁটা, আর আল্লাহর পথে নির্গত রক্তের ফোটা।

৪. বেহেশতবাসীর একটি মাত্র আপসোস থাকবে ঃ কেন আল্লাহর যিক্‌র কম করলাম।

৫. প্রত্যেকেই গুনাহগার। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গুনাহগার ঐ ব্যক্তি যে সবচেয়ে বেশী তাওবা করে।

১। হেদায়াত—মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)
২। আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়-মাওলানা মতিউর রহমান নিযামী

www.pathagar.com

শাহাদাতই মুমিন জীবনের কাম্য

১। শাহাদাত অর্থ ঃ

সাক্ষ্য, সার্টিফিকেট, প্রকাশ্য, দেখা, সামনে থাকা, উপস্থিত থাকা ইত্যাদি شهد - يشهد - شهود - شهادة

وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيدًا (الفتح)

لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيكُم (الحج)

–সাক্ষী এ অর্থে যে সে দেখেছে। চোখে দেখা বা যুক্তি দ্বারা দেখা।

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

– সার্টিফিকেট এ অর্থে যে, আমি দেখেছি বা জানি যে এর এ যোগ্যতা আছে।

– প্রকাশ্য এ অর্থে যে সামনে হাযীর–

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

২। শহীদ (বহুবচনে শুহাদা) শব্দের পারিভাষিক অর্থ ঃ

আল্লাহর পথে জীবন দিয়ে যে সাক্ষ্য দিয়েছে যে, সে খাটি মুমিন।

وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ (ال عمران : ١٤٠)

৩। শহীদ শব্দটি কুরআনে দু' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছেঃ

(ক) সূরা বাকারাহ ১৪৩ আয়াত اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ইসলামের বাস্তব নমুনা পেশ করে ইসলামের সাক্ষ্য বহন করার অর্থে।

(খ) সূরা আলে ইমরান ১৩৯ ও ১৪০ আয়াতঃ

ইসলামের জন্য জীবন দেয়ার অর্থে।

৪। মুমিন জীবনের কাম্য ঃ

(ক) আখিরাতের কামিয়াবী–দুনিয়া مزرعة الاخرة মাত্র। একমাত্র শহীদই জান্নাতের নিশ্চয়তা নিয়ে মৃত্যুবরণ করে।

www.pathagar.com

(খ) বাস্তবে দ্বীনের সাক্ষ্য বহন করার দায়িত্ব পালন। প্রতি ব্যাপারে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করা।

৫। শাহাদাতের কামনা থাকলে আল্লাহর পথে লড়াই করবেই। (সূরা নিসা-৭৪ আয়াত ও ৭৬ আয়াত)

৬। আল্লাহর পথে শহীদ মৃত নয়ঃ সূরা বাকারাহ ১৫৪ আয়াত, আলে ইমরান ১৬৯ আয়াত।

৭। একমাত্র শহীদই বারবার শহীদ হবার আকাংখা করবে ঃ

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض عَنِ النَّبِيِّ صلعم قَالَ مَا اَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الاَرْضِ مِنْ شَيْئٍ اِلاَّ الشَّهِيْدُ يَتَمَنّٰى اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشَرَ مَرَّاتٍ لِّمَا يَرٰى مِنَ الْكَرَامَةِ (البخارى)

৮। শহীদের মর্যাদা ঃ সূরা আল-হাজ্জ ৫৮ ও ৫৯ আয়াত সূরা মুহাম্মাদ ৪-৬ আয়াত।

وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ (الحديث)

- শহীদ হবার সাথে সাথেই জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয় (সূরা ইয়াসীন-২৬ আয়াত)

- শহীদের অস্বাভাবিক তৃপ্তি—আলে ইমরান ১৭০ ও ১৭১ আয়াত।
- শহীদের জন্য আখিরাতে প্রতিদান—আলে ইমরান ১৫৭ ও ১৫৮ আয়াত।

৯। শাহাদাত সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস ঃ

(١)عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَقِيْنِىْ (মেশকাত শরীফ ২য় খণ্ড, ৬৩২ পৃঃ ৫১ নং হাদীস) (زادراه বই এর শেষ কয়টি হাদীস)

১০। শাহাদাতের জযবা ও নিয়ত থাকলে বিছানায় মারা গেলেও আল্লাহ শহীদের মর্যাদা দেবেন বলে রাসূল (সঃ) সুসংবাদ দিয়েছেন।

কাকে যুদ্ধের ময়দানে শহীদ করে খেদমত নেয়া হবে আর কাকে গাযী বানিয়ে খেলাফতের দায়িত্ব নেয়া হবে সে চূড়ান্ত ফায়সালা আল্লাহ তায়ালার হাতে।

www.pathagar.com

খোলাফায়ে রাশেদীন বদর থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত সব যুদ্ধেই শরীক ছিলেন। পরবর্তীকালে খলীফা হবার উদ্দেশ্যে তারা গা বাঁচিয়ে যুদ্ধ করেননি। আল্লাহ পাক যাদেরকে শহীদ হবার ফায়সালা করেছেন তারাই শহীদ হয়েছেন।

১১। শাহাদাতের জযবার মূলে ঃ

(ক) মৃত্যু ভয় ত্যাগ করাই এর মূল। মৃত্যু-ভয় থাকলে এ জযবা সৃষ্টি হয় না।

(খ) মৃত্যুকে ভয় করা চরম বোকামী। মৃত্যু অবশ্যই যথাসময়ে আসবে। ভয় করে কোন লাভ নেই, শুধুই ক্ষতি।

(গ) Cowards die many times before their death. The valiant tastes death but once.

ভীরুরা যতবার ভয় করে ততবারই মরে। মৃত্যু-ভয়ই সকল দুর্বলতার মূল।

১। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সহী জযবা-গোলাম আযম

২। শাহাদাত নাজাতের সহজ পথ-অধ্যাপক নাজির আহমদ

www.pathagar.com

ইসলামী সংস্কৃতি

১। শাব্দিক অর্থ—শিক্ষা বা চর্চা দ্বারা লব্ধ বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্প, কলা, রুচি, নীতি ইত্যাদির উৎকর্ষ—কৃষ্টি culture.

(ক) সংস্কার- শোধন-পরিষ্করণ-উৎকর্ষসাধন-পরিশীলন।

(খ) সংস্কৃতি ও কৃষ্টি সমঅর্থে ব্যবহার হলেও আসলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বোধক দুটো শব্দ।

(গ) কৃষ্টি, কর্ষন, কৃষিকর্ম, cultivation উৎকর্ষ সাধন-অনুশীলন, অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশ সাধন, মানসিক ও নৈতিক বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ-কর্ষণ।

২। পরিভাষাগত অর্থঃ

(ক) সংস্কৃতি, তাহযীব, সভ্যতা-civilization মূল কাঠামো- যেমন দালানের structure.

(খ) কৃষ্টি, তমদ্দুন culture দালানের বাহ্যিক সৌন্দর্য যা মূল কাঠামোর উৎকর্ষ সাধন করে।

(গ) সংস্কৃতি জীবনের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত-ঐ উদ্দেশ্য লাভ করার জন্য যে প্রচেষ্টা প্রয়োজন তাই কৃষ্টি।

(ঘ) তাই জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ধারণাই সংস্কৃতির রূপ নির্ধারণ করে।

৩। Art and culture :

Culture is the development of inner charactristics of a nation which differentiate it from other nations.

Culture is that process through which the inner qualities develop.

www.pathagar.com

Culture starts from faith. a particular faith creates special qualities.

Art is not culture. art is the expression of ideas in various forms-poetry, music, dance architecture, painting etc.

To call dance and music culture is to give a good name to bad things.

৪। জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দৃষ্টিতে সংস্কৃতি তিন প্রকারঃ

(ক) শিল্পী সংস্কৃতি–ধর্মের নামে নৈতিকতা বিরোধী জীবন যাপনের ব্যবস্থা। ইন্দ্রিয় পরায়ণ দেবদেবীদের পূজা অর্চনার পদ্ধতিই হল নৃত্যগীত।

(খ) ভোগবাদী বা বস্তুবাদী সংস্কৃতি—পরিশ্রান্ত দেহকে আনন্দদান এবং অবসর বিনোদনকে নৈতিক বন্ধন মুক্ত করে সংস্কৃতির নামে পশুত্বের বিকাশ সাধন।

(গ) ইসলামী সংস্কৃতি মানুষকে উন্নত মানের নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হওয়ার উপযোগী করে গড়ে তোলে।

৫। তাহযীবের বুনিয়াদঃ

(ক) জগত ও জীবন সম্পর্কে ধারণা

(খ) মৌলিক মানবীয় বিশ্বাস

(গ) জীবনের চরম লক্ষ্য

(ঘ) ব্যক্তি চরিত্র গঠন পদ্ধতি

(ঙ) সমাজ ব্যবস্থার বিধান

৬। ইসলামী তাহযীবের বুনিয়াদ ঃ

(ক) মানুষ নৈতিক জীব–দেহ–সর্বস্ব পশু নয়।

(খ) এ জগত পরীক্ষা ক্ষেত্র—এর বাহ্যিক আকর্ষণ যেন মানুষের নৈতিক উন্নয়নে বাধা দিতে না পারে।

www.pathagar.com

(গ) তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতই মৌলিক বিশ্বাস-আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, মানুষের উন্নততম সংস্করণ হিসাবে নবীর আনুগত্য, আখিরাতের জওয়াবদিহী।

(ঘ) পরকালে মুক্তিই জীবনের চরম লক্ষ্য-এর জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রাসূলের শাফায়াত জরুরী যা দুনিয়ার জীবনের কর্মফল হিসাবেই লভ্য।

(ঙ) জীবনের ঐ লক্ষ্য হাসিলের যোগ্য চরিত্র গঠনের উপযোগী পদ্ধতিই রাসূল শিক্ষা দিয়েছেন।

(চ) ইসলাম ঐ মানের চরিত্র সৃষ্টি উপযোগী সমাজ-ব্যবস্থাই দিয়েছে।

৭। ইসলামী তাহযীবের উপযোগী সমাজ কাঠামো ঃ

(ক) সব মানুষ সমান মর্যাদার অধিকারী—তাদের আদি পিতা-মাতা এক। গায়ের রং, মুখের ভাষা, ভৌগলিক এলাকার পার্থক্য সাম্যের বিরোধী নয়।

(খ) নারী ও পুরুষ পরস্পর পরিপূরক-প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, তাদের সমন্বয়ে পরিবার গড়ে উঠে, উভয়ের কর্মক্ষেত্র ও দায়ীত্ব এক নয়।

(গ) মানুষের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য নৈতিক মানের ভিত্তিতে বংশ, অর্থ, ডিগ্রী, এলাকা, পেশা, ইত্যাদি ভিত্তিতে নয়।

(ঘ) রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিত্তি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, রাসূলের নেতৃত্ব ও সৎলোকের শাসন।

৮। তমদ্দুন বা কৃষ্টির প্রকাশঃ

(ক) ভাষা ও সাহিত্য-কবিতা ও গান, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি।

(খ) চারু-শিল্প, সুদর্শন, মনোরম, ললিত, সুকুমার-

চিত্রকলা, রেখা, অংকন, ফুল, প্রাকৃতিক দৃশ্য, আলপনা, ফটো, সংগীত, নৃত্য, অভিনয়, মূর্তি।

(গ) শিল্প-কলা, স্থপতিশিল্প, গৃহনির্মাণ।

(ঘ) সাজ-সজ্জা, পোষাক, ঘর সাজানো।

(ঙ) সামাজিক রীতি-নীতি, অনুষ্ঠান, উৎসব, বিয়ে-শাদী, জন্ম-মৃত্যু বার্ষিকী পালন।

www.pathagar.com

৯। ইসলামী কৃষ্টির রূপ ঃ

(ক) ধর্মীয় জীবনে সাম্যের রূপ মসজিদে, হজ্জে

(খ) বিয়ে-শাদী, ঈদ ও যাবতীয় উৎসবে পবিত্রতা

(গ) সুর প্রবনতা-কেরাআত, গান (বাদ্যহীন)

(ঘ) কৃষ্টির সকল বাহনকে ইসলামী মূল্যবোধের সীমায় রাখা।

(ঙ) নারীনৃত্য, বাদ্যযন্ত্র, জীবের ছবি অংকন সহ-অভিনয়, জীব-মূর্তি ইসলামী কৃষ্টি নয়।

১। ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা ঃ মাওঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)

www.pathagar.com

ইসলামী নৈতিকতা

১। নীতি শব্দ থেকে নৈতিকতা। নীতিজ্ঞান মানে ভাল-মন্দের বিচার বোধ। সকল মানুষের মধ্যেই এ নৈতিক চেতনা রয়েছে। এটা বিশ্বজনীন। ইসলামী পরিভাষায় একে রুহানিয়াত বলা যায়। বাংলায় আধ্যাত্মিকতা বলা চলে। (Morality, Ethics, Spiritualism)

২। নৈতিকতার ভিত্তি হলো রূহ। মানুষের দেহ বস্তুগত সৃষ্টি। কিন্তু রূহ বস্তু নয়। আল্লাহর বিশেষ দান। فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي (الحجر : ٢٩) রূহ আল্লাহরই বিষয় বা হুকুম। قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (بنى اسرائيل: ٨٥)

(ক) মানুষের বস্তুগত অস্তিত্ব সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু রূহের অস্তিত্ব জড়বাদে অস্বীকৃত হলেও বাস্তবে প্রমাণিত।

(খ) মানবীয় উন্নত যাবতীয় গুণাবলী আর কোন প্রাণীর মধ্যে নেই। এসব গুণ আল্লাহর মহান অসীম গুণাবলীর সামান্য ছায়া মাত্র।

(গ) সব নৈতিক গুণ ঐ রূহেরই অবদান যা বিবেক নামে পরিচিত।

৩। ভাল ও মন্দ সম্পর্কে চেতনা শাশ্বত সহজাত ও সর্বজনীন। যারা মন্দ কাজ করে তারা এটা মন্দ জানা সত্ত্বেও করে এবং যা ভাল তাকে ভাল বলেই জানে। সব মিথ্যাবাদীই স্বীকার করে যে, সত্য কথা বলাই ভাল। কোন ঘুষখোরকেই এ নামে সম্বোধন করলে খুশী হয় না। মিথ্যুকও সত্যবাদীকেই বিশ্বাস করে।

(ক) معروف শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিচিত বা জানা -অর্থাৎ বিবেক যাকে চিনে এবং ভাল বলে স্বীকার করে।

(খ) منكر শব্দের অর্থ অস্বীকৃত-যাকে বিবেক কবুল করতে অস্বীকার করে।

(গ) সমাজের প্রায় সবাই মন্দ কাজে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও রাসূলগণের ভাল গুণের কারণে তাদের প্রশংসা সবাই করেছে।

www.pathagar.com

৪। চরিত্র কাকে বলে?

নৈতিক গুণাবলীর সামষ্টিক নামই চরিত্র।

(ক) বিবেকের বিরুদ্ধে না চললেই চরিত্র সৃষ্টি হয়। মৌলিক মানবিক গুণাবলীর সমষ্টিই উন্নত চরিত্র।

(খ) এ চরিত্র মানব সমাজেই সৃষ্টি হয়। পাহাড়ে, জংগলে নির্জন সাধকের কোন চরিত্র নেই। যে কথা বলে না সে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী কোনটাই নয়।

৫। দেহ ও রূহের সম্পর্ক কী?

এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞানের উপরই নৈতিকতার যথার্থ ধারণা নির্ভর করে।

(ক) জড়বাদ বা বস্তুবাদ (Materialism) :

এ মতবাদ মানুষকে দেহ সর্বস্ব জীব মনে করে। রূহের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। দেহের সুখ-সুবিধা ও বস্তুগত জীবন-মানের উন্নয়নই মানব জীবনের লক্ষ্য বলে দাবী করে। জড়বাদ দুনিয়ায়ই বেহেশত তালাশ করে।

(খ) বৈরাগ্যবাদ, সন্যাসবাদ, দরবেশবাদ বা রাহবানিয়্যাতঃ

– দেহ কারাগার-আত্মাকে এ বন্দীদশা থেকে মুক্তির সাধনাই রুহানিয়াত বা আধ্যাত্মিকতা।

– দুনিয়া আদি পাপের শাস্তির ক্ষেত্র।

– ইসলাম ছাড়া আর সব ধর্মেই বাস্তবে বৈরাগ্যবাদ স্বীকৃত।

– তাদের মতে দুনিয়া ত্যাগ ব্যতীত আধ্যাত্মিক উন্নতি অসম্ভব।

– তাই কর্মহীন ধর্মনেতার একটা শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছেঃ

(পাদ্রী, পুরোহিত, মোল্লা, দরবেশ, আধ্যাত্মিক সাধক।)

(গ) ইসলামঃ

– দেহ ঘোড়া, রূহ ঐ আরোহী যে লাগাম কশে।

– দেহ কারাগার নয়, কাজের হাতিয়ার।

– দুনিয়া শাস্তির জায়গা নয়, কর্মক্ষেত্র ও কারখানা।

– দুনিয়া পরীক্ষাগার-মানুষের প্রতিটি দায়িত্ব এক একটি প্রশ্নপত্র।

www.pathagar.com

– দুনিয়ায় আল্লাহর খেলাফত কায়েমের চেষ্টার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য–লাভই আধ্যাত্মিক উন্নতি।

৬। উন্নত নৈতিক চরিত্র ঃ

মৌলিক মানবীয় গুণাবলীর সাথে ঈমান, ইলম ও আমলের সংযোজনের ফসলই উন্নত নৈতিক চরিত্র।

৭। দ্বীনদার ও দুনিয়াদারের কর্মক্ষেত্র একই, কিন্তু উদ্দেশ্য, কর্মনীতি, কর্মপন্থা ও কর্মসূচী ভিন্ন।

– দুনিয়াদারীর কাজকে আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (সাঃ)–এর তরীকায় করলেই তা দ্বীনদারীতে পরিণত হয়।

– নবীগণ দুনিয়া ত্যাগ করাতে আসেননি– নৈতিকতার ভিত্তিতে দুনিয়ায় কাজ করা শিক্ষা দিতে এসেছেন।

৮। আধ্যাত্মিক উন্নতির স্তর ঃ

(ক) ঈমান—আল্লাহর দাসত্ব ও রাসূলের আনুগত্যের সিদ্ধান্ত।

(খ) ইসলাম—আল্লাহর হুকুমকে জানা ও মানার চেষ্টা।

(গ) তাকওয়া—আল্লাহকে ভয় করে কর্তব্য পালনের অনুভূতি।

(ঘ) ইহসান—আল্লাহর মহব্বতে নিজের ইচ্ছাকে তাঁর ইচ্ছায় বিলীন করা।

৯। নৈতিক জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও মানুষ বিবেকের বিরুদ্ধে কেন চলে? দেহ–রূহের সংঘর্ষ ও লড়াই–এর তিন অবস্থা।

(ক) নাফসে আম্মারাহ— নাফস প্রতিটি লড়াইতে বিজয়ী।

(খ) নাফসে লাওয়ামাহ— কোন সময় নাফস, আবার কোন সময় রূহ জয়ী হয়।

(গ) নাফসে মুৎমাইন্নাহ—রূহ সম্পূর্ণ বিজয়ী এবং নাফস সব ব্যাপারেই রূহের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে।

১। ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি— মাওঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)।

২। ইসলামের জীবন পদ্ধতি— মাওঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলন

১। খিলাফতের দায়িত্ব
২। ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন
৩। ইসলামী আন্দোলন ঃ কর্মীদের ৮ দফা
৪। ইসলামী আন্দোলন ও পারিবারিক দায়িত্ব
৫। ইসলামী আন্দোলনে নেতৃত্বের গুণাবলী
৬। ইসলামী আন্দোলনে নেতৃত্বের যোগ্যতা
৭। ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব ও জওয়াবদিহিতা
৮। ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলদের ৭ দফা কার্যক্রম
৯। ইসলামী আন্দোলনের আদর্শ কর্মী
১০। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কতক রোগ
১১। ইসলামী আন্দোলন ও আলেম সমাজ
১২। ইকামাতে দ্বীন ও খেদমতে দ্বীনে পার্থক্য

www.pathagar.com

www.pathagar.com

খিলাফতের দায়িত্ব

১। খিলাফত শব্দের আভিধানিক অর্থ ঃ

خَلَفٌ মানে উত্তরাধিকারী, পরবর্তী স্থলাভিষিক্ত (سَلَفٌ এর বিপরীত) خَلْفٌ মানে পেছন خَلْفَةٌ মানে একের পেছনে অপরের আসা। خلافة উত্তরাধিকার বা স্থলাভিষিক্ত হওয়া Succession- مَنْ يَخْلُفُ غَيْرَه خَلِيفَةٌ-যে উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্ত হল- Successor.

২। খলীফা শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হলো নায়েব বা প্রতিনিধি। যার প্রতিনিধি সে আগে আছে, আর তার প্রতিনিধি তার পেছনে চলে। এভাবেই দ্বিতীয় অর্থটি সৃষ্টি হয়েছে।

প্রতিনিধি বললে ৪টি কথা বুঝায় ঃ

(ক) যে প্রতিনিধি সে মালিক নয়, সে মালিকের প্রতিনিধি মাত্র।

(খ) মালিক যেভাবে ও যে নিয়মে কাজ করতে নির্দেশ দেয় প্রতিনিধি সে নির্দেশ পালন করলে তাকে প্রতিনিধির পদে বহাল রাখা হয়। অন্যথায় বরখাস্ত করা হয়।

(গ) প্রতিনিধিকে মালিকের সন্তুষ্টির জন্যই কাজ করতে হয়। প্রতিনিধির মরযীর কোন স্থান সেখানে নেই।

(ঘ) মালিক যে উদ্দেশ্যে যে কাজ করতে বলে ঐ উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কাজ করার কোন অধিকার প্রতিনিধির নেই।

৩। ইসলামী পরিভাষায় খলীফা মানে রাসূল (সাঃ) এর স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিনিধি। রাসূলের পরে চারজন আমীরুল মুমিনীন রাসূলের আদর্শের অনুসরণ করেছেন বলে তারা রাসূলের খলীফা বা প্রতিনিধি বা উত্তরাধিকারী বা নায়েব বলে গণ্য।

— দ্বীনের ইলমের দিক দিয়ে আলেমগণকেও নায়েবে রাসূল বলা হয়।

— মসজিদের ইমাম বা নেতা- আসল ইমাম নন-রাসূল যেভাবে নামাযের ইমামতি করেছেন তারা সেভাবেই করেন-তাই নায়েবে রাসূল। আসল ইমাম রাসূল (সাঃ)। রাসূলের অনুপস্থিতির কারণে তিনি ইমাম।

www.pathagar.com

৪। কুরআনে খলীফা শব্দটি যেসব অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে সে হিসাবে খলীফার দায়িত্ব কে তিন রকমে ব্যাখ্যা করা যায় ঃ

(ক) আল্লাহর দেয়া ইখতিয়ারের মালিক হওয়া। মানুষকে তার দেহ ও সৃষ্টি জগতের অনেক কিছু ব্যবহার করার অধিকার ও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এ সবের আসল মালিক আল্লাহ। আমানত স্বরূপ এসব মানুষকে দেয়া হয়েছে। (সূরা আহযাব-৭২ আয়াত) এ অর্থে দুনিয়ার সব মানুষই আল্লাহর খলীফা বা প্রতিনিধি। إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً এ আয়াতটি থেকেই এ অর্থই বুঝা যায়।

(খ) আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে দুনিয়ায় আল্লাহর দেয়া ইখতিয়ারকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ব্যবহার করা। এ অর্থে খলীফা হলো, তারা যারা মুমীন ও সালেহ।

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ - (النور : ٥٥)

(গ) একজনের জায়গায় উত্তরাধিকারী হিসাবে স্থলাভিষিক্ত হওয়া। এ অর্থে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালক, আলেম, ইমাম ইত্যাদি রাসূলের খলীফা। (সূরা নিসা ঃ ৫৯ আয়াত) এ আয়াতে খলীফা শব্দের বদলে 'উলুল আমর' বলা হয়েছে যার আনুগত্য করতে হবে রাসূলের খলীফা হিসাবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ -

৫। মানুষকে খলীফার দায়িত্ব দেবার উদ্দেশ্য ঃ

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ (الانعام : ١٦٥)

এ আয়াতে তিনটি কথা রয়েছে ঃ

(ক) আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে খলীফার দায়িত্ব দিয়েছেন।

(খ) এ দায়িত্ব সবার সমান নয়। কাউকে কম, কাউকে বেশী ইখতিয়ার দিয়েছেন। এমনকি কতক মানুষকে অন্য মানুষের উপরও ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

(গ) এসব আমানত বা ইখতিয়ার পরীক্ষা স্বরূপ দেয়া হয়েছে। এ পরীক্ষার ফলই আখিরাতে পাওয়া যাবে। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী আমানত ব্যবহার করলে পরীক্ষায় পাশ বলে গণ্য হবে এবং পুরস্কার পাবে। ফেল করলে শাস্তির ভাগী হবে।

৬। খিলাফতের দায়িত্ব অত্যন্ত ব্যাপক ঃ ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ব ঃ

খিলাফতের ব্যক্তিগত দায়িত্ব

(ক) দেহের অংগ-প্রত্যংগ, সময়, শ্রম, মেধা, অর্থ, আবেগ ও যাবতীয় গুণাবলী ও যোগ্যতাকে শরীয়ত মতো ব্যবহার করা।

(খ) পরিবারস্থ সদস্যগণ সহ যত মানুষের সাথে আচার-আচরণ (deal) : করতে হয় সবার সাথেই ইসলামের বিধান অনুযায়ী আচরণ করা।

(গ) দুনিয়ার যত বস্তু ব্যবহার করার সুযোগ ও প্রয়োজন হয় তা আল্লাহর পছন্দনীয় নিয়মে ব্যবহার করা। যে উদ্দেশ্যে যেটা সৃষ্টি করা হয়েছে সে উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা। অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করাকে কুরআনে যুল্‌ম বলা হয়েছে।

খিলাফতের সামাজিক দায়িত্ব ঃ

(ক) সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন বিন্যস্ত করার উদ্দেশ্যে ইসলাম যে জীবন-বিধান দিয়েছে তা বাস্তবে চালু করা।

(খ) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মানুষের জন্য যে সব অধিকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তা যাতে সব মানুষ ভোগ করতে পারে এর সুব্যবস্থা করা।

(গ) পশু-পক্ষীর জীবন ধারনের যাবতীয় প্রয়োজন যেমন আল্লাহ নিজে পূরণ করেন মানুষের বেলায় আল্লাহ তা না করে তাঁর খলীফাদের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। আল্লাহর সৃষ্ট জগতকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মানুষের জীবন ধারনের ব্যবস্থা করা উলুল আমর বা সরকারের দায়িত্ব।

(ঘ) আল্লাহ তায়ালা পৃথিবী ও এর সাথে সম্পর্কিত সৌর জগতকে মানুষের খেদমতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। এ সৃষ্টিকে খেদমতের যোগ্য

www.pathagar.com

বানাবার জন্য যে প্রাকৃতিক বিধান দিয়েছেন তা অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ। এসব থেকে সঠিক খেদমত পাওয়ার জন্য মানুষকে এ ভারসাম্যতা বজায় রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (সূরা আর-রাহমান-৭,৮,৯ আয়াত)।

[১৯৪৫-এ এটম বোমা হিরোশিমা ও নাগাসাকীতে ভারসাম্য বিনষ্ট করেছে। বর্তমানে গোটা পৃথিবীতে গ্রীন-হাউজ প্রতিক্রিয়া ঐ ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার কারণেই দেখা দিয়েছে।]

(ঙ) আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধানকে মানব রচিত বিধানের উপর বিজয়ী করা। আল্লাহর দ্বীনের উপর মানব রচিত দ্বীনের প্রাধান্যকে মেনে নেয়া খিলাফতের দায়িত্ববোধের অভাবই প্রমাণ করে।

৭। পৃথিবীতে মানুষের আসল দায়িত্বই খিলাফতের দায়িত্ব ঃ

(ক) মানুষকে একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই পয়দা করা হয়েছে। এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে অন্য পথে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা করা বোকামী।

(খ) রাসূল (সাঃ) যে পদ্ধতিতে এ দায়িত্ব পালন করেছেন সে পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন তরীকায় এ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়।

(গ) কুরআন, রাসূল (সাঃ)-এর সংগ্রামী জীবন ও সাহাবায়ে কেরামের নমুনা একথাই প্রমাণ করে যে, খিলাফতের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই ইসলামী আন্দোলন করা সবচেয়ে বড় ফরয।

৮। খিলাফতের দায়িত্ব শুধু মানুষকেই দেয়া হয়েছে। ফেরেশতা বা জ্বিনকে দেয়া হয়নি।

(ক) এ দায়িত্বের প্রয়োজন পূরনের জন্য সৃষ্টি জগতকে ব্যবহার করার ইখতিয়ার মানুষকে দেয়া হয়েছে।

(খ) শুধু মানুষকেই বিজ্ঞান চর্চার যোগ্যতা দেয়া হয়েছে যাতে সৃষ্টি জগতকে কাজে লাগাতে পারে।

৯। মানুষ শুধু খলীফা, তার মালিক হবার ক্ষমতা নেই।

(ক) কেউ যদি আল্লাহর খলীফা হতে না চায় তাহলে তাকে ইবলীসের খলীফা হতেই হবে। এর বিকল্প নেই। তাকে খলীফা হয়েই দুনিয়ায় জীবন যাপন করতে হবে।

www.pathagar.com

(খ) বিজ্ঞান চর্চা ও সৃষ্টি জগতকে ব্যবহার করার দায়িত্ব প্রধানতঃ ইবলীসের খলীফারাই পালন করছে বলে দুনিয়ায় ফাসাদ এত ব্যাপক হচ্ছে।

(গ) আল্লাহর খলীফারা এ দায়িত্ব পালন না করলে বিজ্ঞান মানব জাতির সত্যিকার কল্যাণে আসবে না।

(ঘ) বর্তমানে প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের কারণেই বিনষ্ট হয়েছে। মানুষের কার্যকলাপের পরিণামেই পৃথিবী একদিন ধ্বংস হবে।

১। খিলাফত ও মুলুকিয়াত-খিলাফত ও রাজতন্ত্র-মাওলানা মওদূদী (রঃ)
২। আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি-গোলাম আযম

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন

১। ইসলামের সংজ্ঞা ঃ সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার রচিত বিধান।

(ক) শাব্দিক অর্থ–আত্ম–সমর্পন।

(খ) পারিভাষিক অর্থ– আল্লাহর নিকট আত্ম–সমর্পন

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ– (البقرة : ١٣١)

ইবরাহীম (আঃ) রাব্বুল আলামীনের নিকট আত্ম–সমর্পণ করলেন।

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا –(ال عمران : ٨٣)

গোটা সৃষ্টি আল্লাহর নিকট আত্ম–সমর্পণ করেছে।

২। স্রষ্টার রচিত বিধান দু'ধরনের ঃ

(ক) মানুষ ও জিন জাতির নৈতিক জীবন ছাড়া তাদের জৈবিক জীবন সহ গোটা সৃষ্টি জগতের প্রতিটি সৃষ্টির উপযোগী প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিধান। এ সব বিধান নবীর মাধ্যমে পাঠান হয়নি। আল্লাহ প্রতিটি সৃষ্টির উপর এর জন্য তাঁরই রচিত বিধান নিজেই জারী করেন। সূর্য থেকে এটম পর্যন্ত সকল সৃষ্টিই বাধ্য হয়ে সে বিধান মেনে চলে। সে বিধান অমান্য করার সাধ্য কারো নেই। বাধ্য হয়ে মানে বলে এর জন্য কোন পুরস্কার পাবে না। অমান্য করার উপায় নেই শাস্তিও পাবে না।

(খ) মানুষ ও জিন জাতির নৈতিক জীবন পরিচালনার উদ্দেশ্যে রচিত বিধান। এ বিধান নবীদের মাধ্যমে পাঠান হয়েছে। এসব বিধান আল্লাহ নিজে চালু করেন না। নবী ও তাঁর অনুসারীদের উপরই তা জারী করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

৩। ইসলামী বিধান বা দ্বীন ইসলাম কুরআন ও সুন্নাহ থেকে জানা যায়।

(ক) আল্লাহর কুরআন শুধু তিলাওয়াত করে সওয়াব হাসিলের জন্য নাযিল হয়নি।

www.pathagar.com

هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ – (التوبة : ٣٣)

(সূরা আত-তাওবা ৩৩ আয়াত; আল-ফাতহ ২৮ আয়াত সূরা সাফ ৯ আয়াত)

(খ) রাসূল (সাঃ) এর কথা কাজ ও অনুমোদনই হল সুন্নাহ। রাসূলের উপর দরূদ পাঠের মাধ্যমে ভক্তি প্রকাশই যথেষ্ট নয়- তাঁর পূর্ণ আনুগত্য করাই আল্লাহর নির্দেশ।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ – (النساء : ٦٤)

৪। ইসলাম শুধু ধর্ম নয়, শুধু মিশনও নয়। ইসলাম এমন একটি আন্দোলন যা ব্যক্তি জীবন থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত এবং ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক দিক সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহকে বাস্তবে কায়েম করার উদ্দেশ্যে মিশনারী স্পীরিট নিয়ে (নিঃস্বার্থভাবে) সংগ্রাম ও সাধনা করার জন্য মুসলিমদের প্রতি আহবান জানায়।

৫। আন্দোলনের সংজ্ঞা ঃ

যা কায়েম বা চালু নেই তা বাস্তবে কায়েমের উদ্দেশ্যে চেষ্টা সাধনা করাকেই আন্দোলন বলে। যেমন ঃ

(ক) রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ঃ বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানের উদ্দেশ্যে পরিচালিত আন্দোলন।

(খ) স্বাধীনতা আন্দোলন ঃ বিদেশীদের অধীনতা থেকে দেশকে মুক্ত করার প্রচেষ্টাই স্বাধীনতা আন্দোলন।

(গ) ইসলামী আন্দোলন ঃ যে দেশে আল্লাহর আইন ও রাসূলের আদর্শ কায়েম নেই সে দেশে তা কায়েমের চেষ্টাই ইসলামী অন্দোলন।

৬। ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলন সব ফরযের বড় ফরয। কুরআনে এরই নাম "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ"। এ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ পাক রাসূল পাঠিয়েছেন।

www.pathagar.com

৭। কোন আন্দোলনই একা সফল করা যায় না। নবীর মতো যোগ্য লোকও সুসংগঠিত প্রচেষ্টা ছাড়া সফল হতে পারেন নি। তাই আন্দোলনের স্বাভাবিক দাবীই হল সংগঠন।

৮। সংগঠনের সংজ্ঞা ঃ

বিশেষ উদ্দেশ্যে একদল লোকের ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও সুশৃংখল উপায়ে ঐ উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকা।

(ক) নামাযের জামায়াত এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আরবী জামায়াত শব্দেরই অনুবাদ হল সংগঠন। হাজার হাজার লোক আলাদাভাবে একই জায়গায় নামায আদায় করলেও এর নাম জামায়াত নয়। একই নামায এক দল লোক এক ইমামের পেছনে সুশৃংখলভাবে আদায় করলেই জামায়াতে নামায বলে গণ্য হয়।

(খ) اَمُرُكُمْ بِخَمْسٍ وَاللّٰهُ اَمَرَنِىْ بِهِنَّ – اَلْجَمَاعَةُ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (الحديث)

এ হাদীসটি সংগঠনের চমৎকার সংজ্ঞা পেশ করে।

৯। ইসলামী সংগঠনের শরয়ী পজিশন ঃ

জামায়াতবদ্ধ থাকা ফরযে আইন। সফরে, বনে জংগলে এবং সর্বাবস্থায় জামায়াতবদ্ধ থাকার নির্দেশ রাসূল (সাঃ) দিয়েছেন।

১০। সুস্থ সংগঠনের প্রাথমিক পুঁজি যা না হলে সংগঠন অচল হতে বাধ্য– যেমন প্রত্যেক ব্যবসায় ঐ ব্যবসার প্রয়োজনীয় প্রাথমিক পুঁজি ছাড়া লাভ আশা করা যায় না।

[ইসলামী আন্দোলন সাফল্যের শর্তাবলী– মাওঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)]

(ক) ব্যক্তিগতভাবে সংগঠনের লোকদের মধ্যে যে চারটি গুন থাকতেই হবে ঃ

(i) ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি স্পষ্ট ধারনা।

(ii) ইসলামের প্রতি অবিচল বিশ্বাস —মযবুত ঈমান।

www.pathagar.com

(iii) ইসলাম মুতাবেক আমল-আখলাক (চরিত্র)।

(iv) ইকামাতে দ্বীনকে জীবনের আসল লক্ষ্য মনে করা।

(খ) সাংগঠনিকভাবে যে চারটি বৈশিষ্ট প্রয়োজন ঃ

(i) সংগঠনভুক্ত সবার মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার মযবুত সম্পর্ক থাকা।

(بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ)

(ii) আমীর ও মামূরের (সংগঠনের পরিচালক ও কর্মীদের) মধ্যে সুশৃংখলভাবে Team work করার যোগ্যতা। গাড়ীর চাবী ঘুরালে যেমন গাড়ীর সব অংশ একযোগে কাজ করে তেমনি সক্রিয়তা থাকা।

(iii) পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভ্যাস।

شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ..... أَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ .....

(iv) পারস্পরিক সমালোচনার মাধ্যমে সংশোধনের সুযোগ দানের ব্যবস্থা।

১১। ইসলামী সংগঠনের উদ্দেশ্য ঃ

(ক) প্রাথমিক উদ্দেশ্য ঃ দ্বীন কায়েমের যোগ্য একদল লোক তৈরী করা।

(খ) পার্থিব প্রধান উদ্দেশ্য ঃ দ্বীনকে বিজয়ী করা।

(গ) সংগঠনভুক্ত সবার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি, রাসূলের শাফায়াত ও আখিরাতের সাফল্য।

১২। সংগঠিত প্রচেষ্টা ছাড়া কোন আদর্শ কায়েম হতে পারে না। সমাজে সব মন্দ কাজ সুসংগঠিতভাবে হচ্ছে। অল্প কতক মন্দলোক সংগঠিত বলেই তা সম্ভব হচ্ছে।

– অধিকাংশ লোক কোন সমাজেই মন্দের সমর্থক নয়। সৎ ও চরিত্রবান লোকেরা সংগঠিত হলেই মন্দকে দমন করা সম্ভব। জনগণ এ জাতীয় প্রচেষ্টা তাদের স্বার্থেই সমর্থন করে।

১৩। আদর্শ-ভিত্তিক সংগঠনই আদর্শ প্রতিষ্ঠার মাধ্যম। এর জন্য কমপক্ষে তিনটি কাজ অবশ্যই করনীয়। এ সব কাজ না করলে ইসলামী সংগঠন নাম সর্বস্বই থেকে যায় ঃ

www.pathagar.com

(ক) دَعْوَت و تَبْلِيْغ –সাংগঠনিকভাবে এবং পরিকল্পিত উপায়ে ইসলামের শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও সংগঠনভুক্ত হবার দাওয়াত।

(খ) تنظيم وتربيت – সমাজের সকল স্তরে সব ধরনের লোকদেরকে সংগঠনভুক্ত করে তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব পালনের যোগ্য করে গড়ে তোলা।

(গ) صالح قيادت – সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা। দেশে আল্লাহর আইন কায়েমের জন্য সৎ লোকের শাসন দরকার। ইসলামী সংগঠনের মাধ্যমেই সৎ–নেতৃত্ব সৃষ্টি হতে পারে। তাই সংগঠনের নেতৃত্ব নির্বাচনে এমন বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে আদর্শিক মানের নেতৃত্ব কায়েম হয়। রাজনৈতিক প্রভাব, অর্থনৈতিক শক্তির বা কূট কৌশলের মাধ্যমে যেন অবাঞ্ছিত লোক নেতৃত্ব দখল করে না বসে।

১৪। ইসলামী সংগঠনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার উপায় ঃ

(ক) সংগঠন পদ্ধতি এমন হতে হবে যাতে আদর্শ বিরোধী লোক সংগঠনে প্রবেশ পথ না পায়। ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য নিয়তে সংগঠনে প্রবেশ করলে যাতে সংশোধন হয় অথবা ছাটাই হয়ে যায়।

(খ) সংগঠনের নীতি নির্ধারনী সংস্থায় যেন সংগঠনের মাধ্যমে তৈরী লোক ছাড়া কেউ সদস্যও হতে না পারে।

১৫। সংগঠনে সমস্যা সৃষ্টি হবার কারণ ঃ

(ক) ইসলামী সংগঠনের শরয়ী পজিশন বুঝেনি এমন লোককে সংগঠনের সদস্য করা হলে।

(খ) কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক সঠিক মানে না থাকলে।

(গ) আমীর ও মামুরের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হলে।

(ঘ) সংগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিয়ম পালন না করলে।

(ঙ) পারস্পরিক সমালোচনা ও সংশোধনের সুযোগ না থাকলে।

(চ) নেতৃত্বের দায়িত্ব উগ্র মেজাজের লোকের হাতে গেলে।

(ছ) সংগঠনে উপদলের সৃষ্টি হলে বা মতপার্থক্যের দরুন গ্রুপিং সৃষ্টি হলে।

১। সংগঠন পদ্ধতি ঃ জামায়াতে ইসলামী প্রকাশনী

২। ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন–মাওলানা মতিউর রহমান নিযামী

৩। ইসলামের দৃষ্টিতে সাংগঠনিক আচরণ–অধ্যাপক নাজির আহমদ

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ৮ দফা

ইসলামী আন্দোলনের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েম করা। আল্লাহর নিকট এর চেয়ে মহান কোন আমল হতে পারে না। নবী ও রাসূলগণ এ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছেন। তাই এ কাজে শরীক হতে পারা সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য মনে করা উচিত।

আর কোন নেক আমলের কারণে ইবলীসের রাজত্ব বিপন্ন হয় না। একমাত্র এ কাজটির উদ্দেশ্যই তাই। এ কারণেই যারা এ কাজ করে তাদের নিয়ত খারাপ করার জন্য সে হাজারো ষড়যন্ত্র করে। ইবলীস সব নেক কাজেরই বিরোধী। কিন্তু আল্লাহর আইন কায়েম হলে যেহেতু তার রাজ্য বহাল থাকে না সেহেতু এ পথের পথিকদেরকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করার জন্য সে সবচেয়ে বেশী সক্রিয়।

ইকামাতে দ্বীনের এ আন্দোলনে সফলতা লাভ করতে হলে নিজের জান ও মাল, সময় ও শ্রম, চিন্তা ও আবেগ এবং ইচ্ছা ও কামনাকে কিভাবে আল্লাহর হাতে তুলে দিতে হয় সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

আল্লাহ পাক তার মোমেন বান্দাহদের জন্য যেসব মর্যাদা বা মর্তবা হাসিলের বিধান রেখেছেন তা যে একমাত্র এ পথেই লাভ করা সম্ভব সে বিষয়ে সঠিক ধারণা না থাকলে শয়তান সহজেই আল্লাহর অলী বা বুজর্গ হবার লোভ দেখিয়ে ভিন্ন পথে ধাবিত করার সুযোগ পায়।

এ কয়টি বিষয়কেই ৮টি দফায় সাজান হয়েছে এবং প্রতিটি দফার নাম কুরআন পাকের ভাষায় দেয়া হয়েছে যাতে মু'মিনের অন্তরে তা মযবুতভাবে গেঁথে থাকে।

১। প্রথম দফা ঃ আল হামদুলিল্লাহ اَلْحَمْدُ لِلّٰه

(ক) ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে শিরক মুক্ত বিশুদ্ধ ঈমান ও দ্বীন ইসলামকে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান হিসাবে মনে প্রাণে কবুল করার যে মহা সৌভাগ্য আল্লাহ তায়ালা দান করলেন এর জন্য শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে মুখে আল হামদুলিল্লাহ ও অন্তরে পরম কৃতজ্ঞতার ভাব হামেশা সজাগ থাকা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

(খ) হেদায়াত পাওয়া যে কতবড় নেয়ামত তা এ থেকেও বুঝা যায় যে, বেহেশতবাসীরা জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামত ভোগ করার সময় নিজেদের নেক হওয়ার গৌরব প্রকাশ না করে এই বলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىْ لَوْلَا هَدٰنَا اللّٰهُ

"সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে এ হেদায়াত দান করেছেন। যদি আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত না করতেন তাহলে আমরা কখনও হেদায়াত পেতাম না।"

২। দ্বিতীয় দফা ঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি رِضْوَانُ اللّٰهِ

(ক) ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হিসাবে যা কিছু করতে হয় সবই একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার নিয়তেই করতে হবে। দুনিয়ার কোন লাভ ও সুখ-সুবিধার লোভ এবং কোন শক্তির বা অসুবিধার ভয় এমন কি মৃত্যুর ভয়ও যেন ঐ বিশুদ্ধ নিয়তকে কলুষিত করতে না পারে সেদিকে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

(খ) আখিরাতের চূড়ান্ত সাফল্য এরই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আল্লাহ পাক সব কাজকে কর্মীর নিয়তের মাপকাঠিতে বিচার করেই প্রতিদান দেবেন।

৩। তৃতীয় দফা ঃ বাইয়াত বিল্লাহ ঃ بيعت بالله

(ক) সূরা আত-তাওবার ১১১ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে, যারা তাদের জান ও মাল আল্লাহর নিকট বিক্রয় করেছে তারাই এর মূল্য হিসাবে বেহেশত লাভ করবে। বাইয়াত মানে বিক্রয়। বাইয়াত বিল্লাহ আল্লাহর নিকট বিক্রয়।

(খ) যে জান ও মাল আল্লাহর নিকট বিক্রয় করা হলো তা নিজের হাতে রেখে খরচ করতে চেষ্টা করলে নাফসের তাড়নায়, শয়তানের ওয়াসওয়াসায় এবং পরিবার, আত্মীয় ও বন্ধুদের চাপে ভুল করার আশংকা রয়েছে। তাই সাহাবায়ে কেরাম ইসলামী আন্দোলনের নেতা হিসাবে রাসূল (সাঃ) ও পরবর্তীতে যারা নেতৃত্বের দায়িত্বে এসেছেন তাদের নিকট বাইয়াত হয়েছেন।

ঐ বাইয়াতের পদ্ধতিতেই ইকামাতে দ্বীনের সংগঠনের নিকট এর নেতার মাধ্যমে বাইয়াত হতে হয় এবং জান ও মাল সংগঠনের পরামর্শ অনুযায়ী খরচ করতে হয় যাতে ভুলের আশংকা না থাকে।

www.pathagar.com

পরবর্তী ৪টি দফা হলো মুমিনদের জন্য আল্লাহ যে চার রকম মর্যাদার বিধান রেখেছেন তা হাসিল করার সাধনা। সে মর্যাদাগুলো হলো ঃ ইবাদুল্লাহ (আল্লাহর দাস) আওলিয়াউল্লাহ (আল্লাহর অলী), আনসারুল্লাহ (আল্লাহর সাহায্যকারী) ও খোলাফাউল্লাহ (আল্লাহর প্রতিনিধি)।

৪। চতুর্থ দফা ঃ ইবাদুল্লাহ عِبَادَ اللّٰهِ (আল্লাহর দাস)

(ক) ইসলামী আন্দোলনের কর্মীকে আত্ম-গঠনের যে কর্মসূচী দেয়া হয় এর উদ্দেশ্যই হলো আল্লাহর দাস হিসাবে নিজকে গড়ে তোলা। দ্বীনের ইল্‌ম হাসিল করা ও সব ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী আমল করলেই আল্লাহর দাস হওয়ার মর্যাদা লাভ হয়।

৫। পঞ্চম দফা ঃ আওলিয়াউল্লাহ ঃ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ

অলী শব্দের বহুবচন আওলিয়া। এর শাব্দিক অর্থ বন্ধু, সহায়ক, অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক ইত্যাদি।

(ক) অলী শব্দটি আল্লাহ ও মানুষ উভয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়। اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আয়াতে আল্লাহকেই মুমিনদের অলী বলা হয়েছে। (আয়াতুল কুরসী) এখানে অলী অর্থ অভিভাবক ও স্নেহ-পরায়ন।

(খ) اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ –(সূরা হাজ্জ ঃ ৩২)

এখানে মানুষকে আল্লাহর অলী বলা হয়েছে। এখানে অলী অর্থ অতি স্নেহের পাত্র, আদরের বান্দাহ।

(গ) আল্লাহর দাসের গুণাবলীর অতিরিক্ত কয়েকটি গুণই মানুষকে অলীর মর্যাদায় উন্নীত করে।

(i) বিবেকের বিরুদ্ধে না চলা। আল্লাহর নিষিদ্ধ ও অপছন্দ সব রকম কাজ থেকে সতর্কতার সাথে বেঁচে থাকা।

এ গুণটি পূর্ণতা লাভ করলেই বান্দাহর অংগ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর হাত, পা, চোখ, কানে পরিণত হয় বলে এক হাদীসে কুদসীতে উল্লেখ রয়েছে।

(ii) আল্লাহ যে সব কাজের আদেশ করেছেন তা ফরয পরিমাণ আদায়ের পরও নফল বা অতিরিক্ত পরিমাণ আদায় করা। শুধু নামায রোযাই নয়, সব নেক আমলের বেলায়ই একথা প্রযোজ্য।

(iii) সকল অবস্থায়ই আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট থাকা। বিপদে আপদে বিচলিত ও বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক অভিমানও না করা।

www.pathagar.com

(iv) কোন কিছুকেই আল্লাহর চেয়ে বেশী ভাল না বাসা।

(v) আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় না পাওয়া।

৬। ষষ্ঠ দফা ঃ আনসারুল্লাহ ঃ اَنْصَارُ اللّٰهِ (আল্লাহর সাহায্যকারী)।

দাওয়াতে দ্বীন এমন এক কাজ যার মর্যাদা আল্লাহর নিকট অতি উচ্চ। আল্লাহর পথহারা বান্দাহদেরকে তার পথে আনার চেষ্টা যারা করে তাদেরকে তিনি তাঁর সাহায্যকারী বলে ঘোষণা করেছেন।

(ক) হেদায়াত করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে। রাসূলকেও এ ক্ষমতা দেয়া হয়নি। মানুষের নিকট হেদায়াতের আলো পৌছাবার কাজ আল্লাহ নিজে করেন না। এ কাজ নবী ও ঈমানদারদেরকে করার নির্দেশ দিয়েছেন। হেদায়াত করে ফেলার ক্ষমতা আল্লাহরই হাতে আছে বটে, কিন্তু যারা তার বান্দাহদের হেদায়াতের জন্য চেষ্টা করে তাদেরকে তিনি তাঁর সাহায্যকারীর মর্যাদা দেন।

(খ) মানুষকে আল্লাহর নাফরমানী থেকে ফিরিয়ে হেদায়াত পাওয়ার জন্য চেষ্টা না করায় আল্লাহ পাক তাঁর অলী সহ একটি বস্তিকে ধ্বংস করেছেন বলে হাদীসে আছে।

৭। সপ্তম দফা ঃ খেলাফাউল্লাহ خُلَفَاءُ اللّٰهِ (আল্লাহর প্রতিনিধি)

একজনের পক্ষ থেকে আর একজন কোন দায়িত্ব পালন করলে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করল।

(ক) আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের কাজটি হলো আল্লাহর রচিত বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব সমাজে কায়েম করার দায়িত্ব পালন করা।

(খ) সৃষ্টিজগতের প্রতিটি সৃষ্টির জন্যই আল্লাহ পাক এর উপযোগী বিধান তৈরী করে তা তিনি নিজেই জারী করেন। মানব দেহের জন্য রচিত নিয়মাবলীও তিনিই চালু করেন। এসব বিধান তিনি নবীর মাধ্যমে পাঠান না।

(গ) নবীর মাধ্যমে যেসব বিধান তিনি পাঠিয়েছেন সেসব তিনি নিজে কায়েম করেন না। এর দায়িত্ব নবী ও নবীর অনুসারীদের উপরই অর্পণ করেছেন। এটাই খিলাফতের দায়িত্ব।

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলনকে এমন ব্যাপক কর্মসূচী পালন করতে হয় যা কর্মীদের উপরোক্ত ৪টি মর্যাদা হাসিল করার সুযোগ সৃষ্টি করে। ইকামাতে দ্বীনের কর্মসূচী ছাড়া আর কোন উপায়ে এ সব কয়টি মর্তবা অর্জন সম্ভব নয়।

৮। অষ্টম দফা ঃ শুহাদাউ লিল্লাহ ঃ شُهَدَاءُ لِلّٰهِ (আল্লাহর জন্য শহীদ)

(ক) শহীদ মানে সাক্ষী। যে আল্লাহর দ্বীনের স্বার্থে জীবন দান করে সে এ কথারই সাক্ষ্য দেয় যে, সে দ্বীনকেই জীবনের আসল উদ্দেশ্য মনে করে।

(খ) শহীদ হওয়ার জযবা ঈমানেরই দাবী। কিন্তু দুশমনের হাতে নিহত করে শহীদ করার ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহর।

(গ) শহীদ বিনা হিসাবে বেহেশতে যাবে। নিহত না হলে শহীদের এ মর্যাদা পাওয়ার উপায় কী ? রসূল (সাঃ) বলেন ঃ

مَنْ سَئَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَلَو مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهِ۔

"যে সত্যি সত্যি আল্লাহর নিকট শাহাদাত কামনা করে, আল্লাহ তাকে শহীদদের মনযিলে পৌঁছিয়ে দেন, যদিও সে তার বিছানায় মারা যায়।"

১। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সহী জযবা–গোলাম আযম

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলন ও পারিবারিক দায়িত্ব

১। ইসলমী আন্দোলনে যারা নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেন তারা অনুভব করেন যে সবটুকু সময়, শ্রম, মনোযোগ, সম্পদ, আবেগ, চিন্তা ইত্যাদি এ পথে খরচ করাও যেন যথেষ্ট মনে হয়না। অপর দিকে পারিবারিক জীবন যাপনের চাহিদা এমন যে সেখানেও ঐ সবটুকু ব্যবহার করার দাবী রয়েছে। এ টানা পোড়েনে পড়ে আন্দোলনের দায়িত্বশীলদের যে কী দশা হয় ভুক্তভোগীরা ছাড়া অন্যরা তা বুঝবেনা।

২। দুনিয়ার জীবনটা এক কঠিন পরীক্ষা; পরীক্ষার ধরনটা হলো ঃ

আল্লাহ তায়ালা রূহ বা নৈতিক চেতনা দান করেছেন। অপর দিকে বস্তু দিয়ে দেহ তৈরী করে বস্তু জগতের প্রতি প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন।

– ফলে দেহ ও রূহের লড়াই নিয়ে আমরা বিপর্যস্ত। দেহ দুনিয়ার দিকে টানে– রূহ আল্লাহর দিকে টানে।

–নারী, সন্তান, সম্পদ, ক্ষমতা, আরাম আয়েশ একদিকে প্রবল শক্তিতে টেনে নিয়ে যায়।

–অপর দিকে ঈমান ইকামাতে দ্বীনের পথে প্রবল আবেগের সাথে আকর্ষণ করে।

৩। এ দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তির আশায়ই বৈরাগ্য জীবন গ্রহণ করা হয়,

– দুনিয়ার আকর্ষণ ত্যাগ করে বৈরাগী হওয়া দ্বারা প্রমাণ হয় যে নৈতিকতার আকর্ষণও বিরাট শক্তি রাখে।

– ইসলাম বৈরাগ্যকে ফিতরাতের বিরুদ্ধে নিষ্ফল লড়াই বলে আখ্যায়িত করেছে। এটা পরীক্ষার হল থেকে পালিয়ে যাবার সাথে তুল্য।

৪। ইসলামের নির্দেশ এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ঃ

–দেহের দাবীকে অস্বীকার করা যাবেনা। নারী, সন্তান, সম্পদ, ক্ষমতা, আরাম–আয়েশ আল্লাহ ও রাসূলের দেয়া সীমার মধ্যে ভোগ করতে হবে।

www.pathagar.com

–এসব আকর্ষণ ত্যাগ করে বৈরাগী হওয়া সহজ কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের দেয়া সীমা মেনে চলা কঠিন।

– তবে ইসলামী আন্দোলনকে জীবনের উদ্দেশ্য বানালে এবং আখিরাতের সাফল্যকে আসল লক্ষ্য মনে করলে এ সীমা মেনে চলা দুঃসাধ্য হলেও অসাধ্য নয়।

৫। ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব ও পারিবারিক দায়িত্বের সমন্বয় সাধন আসলেই অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

–এ সমস্যার সহজ সমাধান হল পরিবারকে আন্দোলনে সক্রিয় করা। তাহলে পরিবারের সদস্যরা তাদের হকের জন্য চাপ দেবেনা। তখন সমন্বয় সাধন সহজ হবে– ভারসাম্য বজায় রাখায় সহযোগিতা পাওয়া যাবে।

৬। বিভিন্নমুখী দায়িত্বের ব্যাপারে ভারসাম্য রক্ষা করা ঃ

মানুষের জীবনে বহু রকমের দায়িত্ব পালন করতে হয়। পিতামাতার প্রতি কর্তব্য, স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণ পোষণ, পেশা বা চাকুরীর দায়িত্ব, কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের খেদমতের দায়িত্ব, আত্মীয়–স্বজন ও প্রতিবেশীর হক আদায়। দেশের প্রতি কর্তব্য ইত্যাদির কোনটাকেই সম্পূর্ণ অবহেলা করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়।

(ক) আন্দোলনে মত্ত হয়ে এ সব দায়িত্ব ও কর্তব্য অবহেলা করা হলে ভারসাম্য থাকেনা।

(খ) আন্দোলনকে উপেক্ষা করে অন্যান্য দায়িত্বে মগ্ন থাকলে আখিরাতে মহাবিপদ হবে।

(গ) ভারসাম্য রক্ষা করে চলা সত্যিই কঠিন। কিন্তু পরিকল্পনা করে রুটিন বানিয়ে নিলে ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব।

(ঘ) ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা সত্ত্বেও একাধিক দায়িত্বের মধ্যে কোন সময় একটির উপর অন্যটিকে প্রাধান্য দিতেই হয়। প্রাধান্য দেবার ব্যাপারে ইসলামী আন্দোলন এক নম্বরের হকদার।

৭। পারিবারিক জীবনকে শান্তিময় রাখার উপর গুরুত্ব দিতে হবে ঃ

(ক) সাধ্যমতো পরিবারের সদস্যদের হক আদায় করতে হবে। এতে কমতি থাকলে মহব্বতের সাথে কৈফিয়ৎ দিয়ে সন্তুষ্ট করতে হবে।

www.pathagar.com

(খ) স্বামী ও স্ত্রী আন্দোলনে সমচিন্তার অধিকারী হলে পরিবারের অন্যদেরকে সামলানো সহজ হবে।

(গ) নিয়মিত পারিবারিক বৈঠক করে সবাইকে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কোন রকম চাপ প্রয়োগ করে এ উদ্দেশ্য সফল হয়না।

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলনে নেতৃত্বের গুণাবলী

১। সব আন্দোলনেই নেতৃত্ব সবচেয়ে বড় ফেক্টর–যোগ্য নেতৃত্ব দ্বারা মানব কল্যাণ বিরোধী মতবাদ কায়েম করাও সম্ভব। আর অযোগ্য হলে ইসলাম প্রতিষ্ঠাও অসম্ভব। মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড় সমস্যাই হলো যোগ্য ইসলামী নেতৃত্বের অভাব।

২। নেতৃত্বের গুণাবলী প্রধানত ঃ জন্মগত– কিন্তু উন্নত মানের লোকেরা আন্দোলনে কমই আসে। জন্মগতভাবে যোগ্য লোকেরা প্রচলিত সমাজের সুযোগ–সুবিধা ভোগ করার জন্যই তাদের প্রতিভা কাজে লাগায়। তারা আত্ম–প্রতিষ্ঠায় তাদের মেধা প্রয়োগ করে। আন্দোলন যে ত্যাগ দবী করে সে ঝুঁকি তারা নিতে চায়না। তাদের মধ্যে অল্প লোককেই এ পথে পাওয়ার আশা করা যায়। এ কারণেই যোগ্য নেতৃত্বের এত অভাব।

৩। মধ্যম মানের লোকই আন্দোলনে আসে। কিন্তু অব্যাহত সাধনার ফলে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার কারণে তাদের মান উন্নত হয়। তাদের প্রচেষ্টায় আন্দোলন সফল হলে ঐ প্রতিভাবান ও জন্মগতভাবে যোগ্য লোকেরা নতুন রাষ্ট্র–ব্যবস্থায় যোগ্য কর্মচারী হিসাবে তাদের মেধা প্রয়োগ করতে আপত্তি করেনা। এখানেও আত্ম প্রতিষ্ঠার সুযোগ তালাশ করে।

৪। ইসলামী নেতৃত্ব মানে–ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সমন্বয়। ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনে নেতৃত্বের যোগ্যতা মানে শুধু মসজিদের ইমাম, খানকার পীর, মাদ্রাসার মুদাররিস, ময়দানের ওয়ায়েয, মুবাল্লিগ, মুফাসসির নয়– এ সবের সাথে সংগঠক, রাজনীতিক ও জননেতাও হওয়া দরকার।

৫। আন্দোলনের চাহিদা পূরণ করা নেতৃত্বেরই দায়িত্ব ঃ

(ক) সাংগঠনিক চাহিদা

(খ) দ্বীনী চাহিদা

(গ) রাজনৈতিক চাহিদা

৬। সাংগঠনিক চাহিদা পূরণের গুণাবলী ঃ

(ক) সংগঠনভুক্ত করার যোগ্যতা– বুঝাবার ও প্রশ্নের জওয়াব দিয়ে সন্তুষ্ট করার ক্ষমতা।

www.pathagar.com

(খ) সংগঠনভুক্তদের ভালবাসা অর্জনের যোগ্যতা—আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব-ভদ্র আচরণ, দরদী মন, শান্ত মেজায ও নিঃস্বার্থ তৎপরতা ঐ যোগ্যতা সৃষ্টি করে।

(গ) পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভ্যাস।

(ঘ) সমালোচনা ও সংশোধনের সুযোগদানের সৎসাহস।

(ঙ) উদ্যোগী ভূমিকা ও নিরলস প্রচেষ্টা।

৭। ধর্মীয় চাহিদা পূরণের গুণাবলী ঃ

(ক) নামাযে ইমামতির যোগ্যতা (জানাযাসহ)–সহী কেরাত, মাসায়েলের জ্ঞান এবং ইমামের যোগ্য পোশাক।

(খ) দাওয়াতে দ্বীনের যোগ্যতা–ওয়ায ও তাবলীগের কাজ।

(গ) দ্বীনের ব্যাপারে অধীনস্তদের শিক্ষকের যোগ্যতা।

(ঘ) দারসে কুরআন পেশ করার যোগ্যতা।

(ঙ) জনগণের ধর্মীয় প্রয়োজন পূরণে তৎপরতা ঃ মাদ্রাসা, মসজিদ, ঈদগাহ, কবরস্থানের খেদমত, কুরবানী, বিয়ে পড়ান ইত্যাদি।

(চ) এমন দ্বীনী ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হওয়া যাতে জনগণ দ্বীনী ইস্যুতে তার কাছে আসে।

(ছ) দ্বীনী ব্যক্তিদের নিকট স্বীকৃত হওয়া এসব গুণের অধিকারী মাদ্রাসা পাশ আলেম না হলেও সবাই দ্বীনী ব্যক্তি হিসাবে মর্যাদা দেয়।

৮। রাজনৈতিক চাহিদা পূরণের গুণাবলী ঃ

(ক) সমাজ সেবক হিসাবে স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্যতা, জনগণের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণে অগ্রগামী ভূমিকা পালন ; স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ ইত্যাদির খেদমত ; সরকারী, বেসরকারী যুল্‌ম থেকে জনগণকে রক্ষা; জনগণের সমস্যা নিয়ে সোচ্চার ভূমিকা পালন ; সরকার থেকে হক, ইনসাফ ও সুবিধা আদায় ; আপদে বিপদে (প্রাকৃতিক) জনসেবা।

(খ) রাজনৈতিক ইস্যুতে এমন ভূমিকা পালন করা যাতে জননেতা হিসাবে স্বীকৃত হয়।

(গ) এলাকার রাজনৈতিক নেতাদের নিকট রাজনীতিক বলে গণ্য–

www.pathagar.com

রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, প্রতিপক্ষের রাজনৈতিক মুকাবিলা, অন্যান্য দলের নেতাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফল।

৯। নেতার প্রধান করণীয় ঃ নেতৃত্বের সরাসরি দায়িত্ব নিয়ে ৩টি কাজ করতে হবে। এ বিষয়ে অন্যের উপর নির্ভর করা চলবে না ঃ

(ক) পরিকল্পনা (Planning) টারগেট ঠিক করে সাধ্যের সাথে মিল রেখে পরিকল্পনা করতে হবে। (Balance between Idialism and Realism)

(খ) সাংগঠনিক প্রক্রিয়া (Organizing utilizing resources to achieve target) পরিকল্পনা অনুযায়ী জনশক্তি, অর্থ ইত্যাদি কাজে লাগান।

(গ) বাস্তবায়ন (Implementation) নির্দেশনা দান ও তদারক (Guidance and Suprvision) এবং নিয়ন্ত্রণ ও পুনঃ সংগঠন (Control and Re-Organizing)। বাস্তবায়নের প্রতি ধাপে পরিচালনা ও তদারকি দরকার। নিয়ন্ত্রণ হাতে রেখে প্রয়োজনে দায়িত্ব পুনর্বণ্টন।

১০। যোগ্য নেতৃত্বের সন্ধান ঃ

(ক) যারা নেতৃত্বে আছেন তারা চেষ্টা করে নেতা হননি। নেতৃত্বের দায়িত্ব তাদের আকাংখা ছাড়াই তাদের উপর চাপানো হয়েছে। এ দায়িত্ব থেকে পালানো জায়েয নয় বলেই এ বোঝা কাঁধে নিতে হয়েছে।

(খ) তাদের প্রধান কর্তব্য হলো তাদের চাইতেও যোগ্যতর লোক তালাশ করা এবং ঐ ধরনের লোককে টারগেট করে সংগঠনে আনার চেষ্টা করা।

(গ) তাদের উদ্যোগে স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে প্রতিভাবান ছেলেদেরকে আন্দোলনে শরীক করার বিশেষ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। আত্ম-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখার বয়স হবার আগেই ওদেরকে টানতে হবে।

১১। নেতৃত্বের দায়িত্বশীলদের প্রয়োজনীয় বিশেষ গুণাবলী ঃ

(ক) ঈমান, ইলম ও আমলে জনগণের নিকট অনুকরণযোগ্য।

(খ) দায়ী ইলাল্লাহর এমন দায়িত্ববোধ যে আর কেউ আসুক বা না আসুক এ কাজ আমি একা হলেও চালিয়ে যাব।

www.pathagar.com

(গ) ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্বকে আর সব দায়িত্বের উপর প্রাধান্য দান। (সূরা আত-তাওবা-৩৪ আয়াত)

(ঘ) আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের ভিত্তিতে এমন আত্ম-বিশ্বাস যে আল্লাহর সাহায্য আমি পাবই যেহেতু এ দায়িত্ব আমি চেয়ে নিইনি। কোন অবস্থায়ই ঘাবড়ানো ঠিক নয়। এটা আল্লাহর উপর ভরসার খেলাফ।

(ঙ) নেতৃত্বের উচ্চ মানে আত্মসমালোচনা (ইহতিসাব)

– ইকামাতে দ্বীনের যোগ্যতার দিক দিয়ে কী কী ত্রুটি আছে।

– আদালতে আখিরাতের কাঠগড়া থেকে রেহাই পাব কিনা? রোসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ১০ জন লোকের উপরও নেতৃত্ব দিয়েছে সে আসামী হিসাবে গণ্য হবে। কোন অভিযোগ না থাকলে সে ছাড়া পাবে।)

১২। নেতার ৭টি গঠনমূলক কাজের তালিকা ঃ

যিনি যে পর্যায়েই নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেন তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উদ্যোগে ৭টি গঠনমূলক কাজ হতে হবে ঃ

(ক) আত্ম-গঠন ঃ নেতৃত্বের যাবতীয় গুনাবলী নিজের মধ্যে বৃদ্ধির চেষ্টা করা।

(খ) এলাকা গঠন ঃ যার উপর যেটুকু এলাকার দায়িত্ব রয়েছে সে গোটা এলাকাকে সংগঠিত করা।

(গ) ব্যক্তি গঠন ঃ যারা নেতৃত্বের সম্ভাবনাময় তাদের প্রতি ব্যক্তিগত মনযোগ দিয়ে, সফর সংগী বানিয়ে ও নিয়মিত সোহবত (সংগ) দান করে তাদেরকে গড়ে তোলা।

(ঘ) বাইতুল মাল গঠন ঃ বাইতুল মালকে এতটা মযবুত করা যে উর্ধতন সংগঠনে দেয় অংক আদায় করার পরও সংগঠনের নিয়মিত করচে কম না পড়ে।

(ঙ) সমাজ গঠন ঃ সংগঠনের পরিকল্পনা অনুযায়ী সমাজ সেবা ও সমাজ কল্যাণমূলক কাজের প্রচলন ও প্রসারের ব্যবস্থা করা।

(চ) ঐক্য গঠন ঃ এলাকার সকল ইসলামী ব্যক্তিত্বের সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং সীরাত বা তাফসীর মাহফিল জাতীয় সমাবেশে তাদেরকে সভাপতি বা অতিথি বক্তা হিসাবে সুযোগ দেয়া।

(ছ) সরকার গঠন ঃ জাতীয় নির্বাচন ও স্থানীয় সরকার (পৌরসভা, ইউনিয়ন ইত্যাদি) গঠনে যোগ্য ভূমিকা পালন করা।

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলনে নেতৃত্বের যোগ্যতা

১। নেতৃত্বের গুরুত্ব সব আন্দোলনেই স্বীকৃত ঃ

(ক) বহু জনপ্রিয় আন্দোলনও নেতৃত্বের দুর্বলতার দরুন ব্যর্থ হয়–বিশ্বে ইসলামী আদর্শও আজ যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে এগুতে পারছে না।

(খ) যোগ্য ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে ভ্রান্ত মতও সাময়িক বিজয় লাভ করতে পারে।

(গ) নেতৃত্বের গুরুত্ব রেলের ইঞ্জিনের সাথে তুল্য।

২। গোটা উম্মতের মধ্যেই যোগ্য নেতৃত্বের অভাব ঃ

৪৫টি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র, জনবল ও ধনবল সত্ত্বেও মার খাচ্ছে। জামায়াতেরও প্রধান দুর্বলতা এখানেই। কেন্দ্র থেকে ইউনিয়ন পর্যায়ে নেতৃত্বের মান উন্নত না হলে গণ-পরিচিতি ব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও অগ্রগতি অসম্ভব।

৩। যোগ্য নেতৃত্বের অভাব কেন হয় ?

(ক) নেতৃত্বের বুনিয়াদী গুণ সহজাত বা জন্মগত। ইঞ্জিন মার্কা লোক আল্লাহ কমই পয়দা করেন।

(খ) এ জাতীয় লোক আদর্শের জন্য ত্যাগ ও কুরবানী দিতে চায় না। তাদের মেধা, যোগ্যতা ও প্রবণতা আত্মপ্রতিষ্ঠা ও সুযোগ সন্ধানে নিয়োজিত হয়ে থাকে।

(গ) তাদের মধ্যে যারা কোন আন্দোলনে আসে তারাও নিজকে কায়েম করার তালেই থাকে। আদর্শিক আন্দোলনে তারা কমই আসে।

৪। এ অভাব দূর করতে হলে ছাত্র-সংগঠনের মাধ্যমে স্কুল থেকেই এ জাতীয় লোকের সন্ধান করতে হবে। আত্মপ্রতিষ্ঠার নেশা জাগ্রত হবার আগেই মেধাবীদেরকে আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আন্দোলনে সক্রিয় শিক্ষকগণকে তাদের মেধাবী ছাত্রদেরকে সন্তানের ন্যায় আপন করে নিয়ে ছাত্র-সংগঠনে আনার চেষ্টা করতে হবে।

৫। যাদের উপর নেতৃত্বের দায়িত্ব পড়েছে—বুনিয়াদী জন্মগত গুণ যতটুকুই থাকুক—তাদেরকে নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা গুণাবলী অর্জনের চেষ্টা করতে হবে।

www.pathagar.com

(ক) আমরা নেতৃত্ব চেয়ে নিই না, দায়িত্ব থেকে পালানোও জায়েয নয়।

(খ) আমরা জানি যে, এটা আকর্ষণীয় পদ নয় বরং দায়িত্বের কঠিন বিদপ।

(গ) তাওয়াক্কুলের ভিত্তিতে আত্ম-বিশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে ঃ এ দায়িত্ব আল্লাহই অর্পণ করেছেন। দায়িত্ব দিয়ে কি আল্লাহ সাহায্য করবে না ? তাই হামেশা যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালনের জন্য তাওফীক চেয়ে দোয়া করতে হবে।

৬। মৌলিক যোগ্যতা ঃ

(ক) ভাল মানুষ হিসাবে অধীনস্তদের শ্রদ্ধা অর্জনের যোগ্যতা। ( )

(খ) নিঃস্বার্থ হিসাবে আস্থা লাভ। (Ability to command respect)

(গ) যেটুকু যোগ্যতা আছে তা নিয়েই আত্ম-বিশ্বাসী হওয়া। (Trust on sincerity of Purpose)

(ঘ) সবাই যেন সহজেই পরামর্শ দেবার সুযোগ পায়। (Confidence on ability)

(ঙ) নেতার মর্যাদা অর্জনের যোগ্যতা। (Acceptability as leader)

৭। বাস্তব যোগ্যতা ঃ যা অর্জন করা জরুরী ঃ

(ক) যোগ্যতার সাথে আকর্ষণীয় ভাষায় বুঝানো।

(খ) প্রশ্নাবলীর সন্তোষজনক জওয়াব দান।

(গ) কর্মীদের ভালবাসা অর্জনের যোগ্যতা।

(ঘ) পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভ্যাস।

(ঙ) সমালোচনার সুযোগদানের সৎসাহস।

(চ) উদ্যোগী ভূমিকা।

৮। টেকনিকেল যোগ্যতা ঃ

(ক) পরিকল্পনা প্রণয়ন–বাস্তবতার দিকে খেয়াল রাখা।

(Planning-Balance between Idealism and Realism Turget and Resource)

(খ) পরিকল্পনা অনুযায়ী সাংগঠনিক ব্যবস্থা করা যাতে টার্গেট হাসিল হয় (Organizing-utilizing the resources for achieving target).

www.pathagar.com

(গ) বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় তদারকী (Implemention-Guidance, Supervision and control).

৯। ইসলামী নেতৃত্বের বিশেষ যোগ্যতা ঃ

(ক) ঈমান, ইল্‌ম ও আমলে অনুকরণযোগ্য।

(খ) দ্বীনী দায়িত্বানুভূতি।

(গ) সব দায়িত্বের উপর ইকামাতে দ্বীনকে সর্বাবস্থায় প্রাধান্য দেয়া।

১০। নেতৃত্বের যোগ্যতা বৃদ্ধি হবার প্রমাণ ঃ

(ক) নেতৃত্বের সহজাত গুণের লোকের সংখ্যা সংগঠনে বৃদ্ধি করতে পারে।

(খ) সংগঠনের বৃহত্তর দায়িত্বের যোগ্য বিবেচিত হওয়া।

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব ও জওয়াবদিহিতা

১। ইসলামী আন্দোলন ঃ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।

২। রাসূল (সাঃ)-এর উপর ঈমান আনার দাবীদার হলেই এ দায়িত্ব বর্তায়।

৩। এ দায়িত্ববোধ আল্লাহ ও রাসূলের সাথে সম্পর্কের সঠিক অনুভূতি এবং কুরআন, ইসলাম ও উন্নত মুসলিম জীবনের মান সম্পর্কে সঠিক ধারণার উপর নির্ভর করে।

৪। কুরআনের ভাষায় এ দায়িত্বের ব্যাখ্যা ঃ

(ক) দ্বীনকে বিজয়ী করা, (খ) দ্বীনকে কায়েম করা (সূরা আশ্ শূরা-১৩), (গ) জনগণের অধিকার বহাল করা (সূরা হাদীদ-২৫)।

৫। এ দায়িত্বের দাবী ঃ

(ক) দ্বীনকে জীবনের উদ্দেশ্য গণ্য করা।

(খ) ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে জামায়াতবদ্ধ হওয়া।

(গ) একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের মুক্তির নিয়তে এ কাজ করা।

৬। জওয়াবদিহিতা ঃ

(ক) বিবেকের নিকট ঃ আত্মসমালোচনা (ইহতিসাব) এ দায়িত্ব যথাযথ পালন করা হচ্ছে কিনা ?

(খ) আন্দোলনের জনশক্তির নিকট ঃ অনুকরণযোগ্য কিনা ?

(গ) জনগণের নিকট ঃ সত্যের সাক্ষ্যবহন করা হচ্ছে কিনা ?

(ঘ) সংগঠনের নিকট ঃ স্বীকৃতি পাওয়া গেল কিনা ?

(ঙ) আখিরাতে আল্লাহর নিকট ঃ যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে কিনা ?

৭। নেতৃস্থানীয়দের বিবেকের নিকট ঃ

(ক) ঈমান, ইলম, আমলে অনুকরণযোগ্য কিনা ?

(খ) আমার অযোগ্যতা ও অবহেলার কারণে আন্দোলনের ক্ষতি হচ্ছে কিনা ?

(গ) আখিরাতে আসামীর কাঠগড়া থেকে উদ্ধার পাব কিনা ?

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলদের ৭-দফা কার্যক্রম

১। আত্মগঠন ঃ

(ক) অধ্যয়ন—তাফহীমুল কুরআন আয়ত্ব করা ও হাদীসের একটি সংকলন সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করা।

(খ) ঈমান, ইলম ও আমলে অনুসরণযোগ্য ও প্রেরণা দাতার মর্যাদা অর্জন করা।

(গ) অর্থ, সময়, শ্রমের কুরবানীর নমুনা হওয়া।

২। পরিবার গঠন ঃ

স্ত্রী ও সন্তানদেরকে ইসলামী সংগঠনে এমন অগ্রসর করা যাতে অন্যদের জন্য আদর্শ হিসাবে গণ্য হয়।

(ক) ছোট থেকে বাচ্চাদেরকে মৌখিকভাবে শেখানো।

(খ) বাড়ীতে সালামের ব্যাপক প্রচলন।

(গ) পারিবারিক বৈঠকে করণীয় ঃ

–পিতা-মাতা সন্তানের সম্পর্ক দুনিয়ায়, আখিরাতে, হাশরে ও বেহেশতে

–ইল্‌ম বৃদ্ধির জযবা দান

–অপরকে শেখাবার প্রেরণা সৃষ্টি

–মানবিক গুণে সজ্জিত হবার আগ্রহ সৃষ্টি। ছোটদের জন্য ত্যাগ।

–প্রশ্ন করার উৎসাহ দান।

৩। ব্যক্তি গঠন ঃ

(ক) সংগঠনভুক্তদের মধ্যে সম্ভাবনাময় লোক বাছাই করে গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে টার্গেট করা। তাদেরকে সংগদান, মত বিনিময়ের সুযোগ দান ও কাজের দায়িত্ব দেয়া।

(খ) ষ্টাডি সার্কেল পরিচালনা।

৪। এলাকা গঠন ঃ

(ক) নিজ এলাকা চিহ্নিত করা (ইউনিয়ন, থানা, ওয়ার্ড, পৌরসভা, জিলা ইত্যাদি)।

www.pathagar.com

(খ) ঘরে ঘরে দাওয়াত পৌঁছবার ধান্দা থাকা।

(গ) প্রভাবশালীদের তালিকা প্রণয়ন ও সংগঠিত করা।

৫। বাইতুলমাল গঠন ঃ

(ক) নিয়মিত মাসিক ইয়ানাতের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রেরণা দান—প্রতি বছরের শুরুতে বৃদ্ধি।

(খ) সুধী মহল থেকে নিয়মিত সংগ্রহের ব্যবস্থা করা।

(গ) গাছের ফল ও জমির ফসলের মওসুমে সংগ্রহ।

৬। সমাজ গঠন ঃ

(ক) এলাকার মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ ইত্যাদির খেদমত করা।

(খ) জনগণকে যুলুম-নির্যাতন, অন্যায়-অবিচার থেকে রক্ষা করা।

(গ) এলাকার রাস্তা-ঘাট, পুল তৈরী বা মেরামত এবং বৃক্ষরোপণ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা।

(ঘ) এনজিও পদ্ধতিতে আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

(ঙ) ইসলাম ও সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ থেকে এলাকাকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করা।

৭। জনমত গঠন ঃ

(ক) প্রতিটি রাজনৈতিক ইস্যুতে জনগণের নিকট জামায়াতের বক্তব্য তুলে ধরা।

(খ) সকল প্রকার নির্বাচনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।

(গ) অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাথে নিয়মিত মত বিনিময় করা।

নেতৃত্বে জরুরী বিভিন্ন মুখী যোগ্যতা ঃ

* সাংগঠনিক যোগ্যতা ঃ বুঝা, পরিচালনা ও সম্প্রসারণ।

* ধর্মীয় যোগ্যতা ঃ ধর্মীয় নেতা হিসাবে স্বীকৃতি—ধর্মীয় বিষয়ে মানুষ রুজু হয়।

* মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদগাহ, কবরস্থান, মক্তবের খেদমত।

* রাজনৈতিক যোগ্যতা ঃ রাজনৈতিক ইস্যুতে জনমত গঠন। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের স্বীকৃতি।

www.pathagar.com

* সামাজিক যোগ্যতা ঃ জনগণের সমস্যা সমাধানে সহযোগিতা, আপদে-বিপদে পাশে দাঁড়ানো, যুলুম-অত্যাচারে সহায়তা, স্কুল, কলেজ, রাস্তা, পুল, সেনিটেশন, উন্নয়নমূলক কাজ।

এসব দায়িত্ব সফলভাবে পালনের প্রয়োজনীয় গুণাবলী ঃ

১। সবার সাথে হাসিমুখে মিলিত হওয়া এবং উদ্যোগী হয়ে কথা বলা।

২। আচার-আচরণে নম্র, ভদ্র, মিষ্টভাষী হওয়া।

৩। কারো সাথেই রাগ করে কথা না বলা।

৪। দেখলেই যেন ইসলামী ব্যক্তিত্ব মনে হয়।

৫। জনগণ যেন তাদের দরদী নেতা মনে করে।

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলনের আদর্শ কর্মী

১। কর্মী কাকে বলে?

নিজের জন্য সবাই কাজ করে, এমন কি ভিক্ষুকও। ব্যক্তিগত প্রয়োজনের বাইরে যে কাজ করে সে-ই কর্মী। যেমন রাজনৈতিক কর্মী, সমাজকর্মী, সাংস্কৃতিক কর্মী ইত্যাদি।

২। ইসলামী কর্মীর পরিচয় ঃ

যে দ্বীনকে কায়েমের জন্য কাজ করে। শুধু নিজেই করে তা নয়। দ্বীনের দাওয়াত ঘরে ঘরে পৌছায় এবং অন্যদেরকেও কর্মী বানায়।

৩। আদর্শ কর্মীর প্রাথমিক পুঁজি ঃ

যে কয়টি গুণ না থাকলে এ পথে টিকে থাকারই আশা করা যায় না। ব্যবসার প্রাথমিক পুঁজির অভাব হলে যেমন সে ব্যবসা চালু থাকে না তেমনি-

عِلْم – (ক) ইসলামের ইল্‌ম এ পরিমাণ অর্জন করতে হবে যাতে তার সম-মানের লোকদের নিকট ইসলাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সঠিক ধারণা দিতে সক্ষম হয়। যে যতটা শিক্ষিত সে মানে দ্বীনের ইল্‌ম হাসিল করতে না পারলে তার সম-মানের লোককে বুঝাতে পারবে না এবং প্রশ্ন করলে সন্তোষজনক জওয়াব দিতে পারবে না।

اِيْمَان – (খ) ইসলামের সত্যতা ও নির্ভুলতার উপর এমন মযবুত ঈমান থাকতে হবে। যাতে তার ইল্‌মের অভাবের কারণে কোন অবস্থায়ই বিভ্রান্ত হতে না হয়। "আমার জানা না থাকতে পারে কিন্তু ইসলামে এর সঠিক সমাধান আছে" – এ বিশ্বাস তাকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করবে, জ্ঞান আহরণে উদ্বুদ্ধ করবে এবং সকল প্রতিকূল অবস্থায় সন্দেহ-সংশয় থেকে বাঁচাবে।

عَمَل (গ) বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধান মেনে চলতে হবে। যার চরিত্রে ইসলাম নেই তার দাওয়াত কে কবুল করবে? ইল্‌ম অনুযায়ী আমল সে-ই করতে পারে যে বিবেকের বিরুদ্ধে চলবে না বলে

www.pathagar.com

দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়। এমন লোক অমুসলিমদেরকেও আকৃষ্ট করতে সক্ষম।

(ঘ) ইকামাতে দ্বীনকে জীবনের আসল উদ্দেশ্য মনে করতে হবে। দুনিয়াদারীর আর সব কাজ করতে হবে বেঁচে থাকার জন্য কিন্তু বেঁচে থাকবে দ্বীনের জন্য। যারা নেক আমল করে তারাও সুনাগরিক। কিন্তু জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে লড়াই করার যোগ্যতা আল্লাহ শুধু তাদেরকেই দেন যারা দ্বীন কায়েম করাকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলে মযবুত সিদ্ধান্ত নেয়। যে এ সিদ্ধান্ত নেয় না সে নাফসের ধোকা, শয়তানের কুমন্ত্রনা ও মানুষের প্রতারণায় পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে।

(ঙ) একমাত্র خَالِقْ বা স্রষ্টার দিকেই رُجُوْع থাকতে হবে, শুধু তাঁরই দিকে মনকে কেন্দ্রীভূত রাখতে হবে। মাখলুক বা সৃষ্টি اَسْبَاب মাত্র اَرْبَاب নয়। মাখলুকের কোন নিজস্ব শক্তি নেই। খালিকের ইচ্ছা অনুযায়ীই মাখলুক কাজ করে। তাই মাখলুকের ভয় ও ভালবাসা আল্লাহর পথে যে বাধার সৃষ্টি করে তার পরওয়া করা চলবে না। নিজকে সম্পূর্ণ খালিকের হাতে সুপর্দ করতে হবে– আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হবে।

৪। আদর্শ কর্মীর কয়েকটি বুনিয়াদী গুণ ঃ

(ক) **সাহসী ঃ** সে আল্লাহ ছাড়া আর কোন শক্তিকে ভয় করে না, বিপদের আশংকায় পিছিয়ে থাকে না, মওতেরও পরওয়া করে না। সে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, রিযক ও হায়াত মওতের মালিক একমাত্র আল্লাহ।

اِخْلَاص (খ) **নিঃস্বার্থ ঃ** সে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের মুক্তির আশায় কাজ করে। দুনিয়ার সম্মান ও সুযোগ–সুবিধার জন্য সে লালায়িত নয়। এমন কি সংগী সাথীরা তার খেদমতের স্বীকৃতি না দিলেও সে দুঃখিত হয়ে কাজে পিছিয়ে যায় না। কোন পদ বা দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিলেও অসন্তুষ্ট হয় না। সে আর কারো সন্তুষ্টি চায় না। শুধু আল্লাহর ওয়াস্তেই সে কাজ করে যায়।

www.pathagar.com

(গ) **জনদরদী** ঃ সে আল্লাহর প্রিয় সৃষ্টি হিসাবে মানুষকে ভালবাসে। দুনিয়ার অশান্তি ও আখিরাতের শাস্তি থেকে মানুষকে বাঁচাবার জন্যই দরদভরা মন নিয়ে তাদেরকে আল্লাহর পথে আনার জন্য চেষ্টা করে। এ দরদই তাকে রাসূল (সাঃ) এর গুণে শোভিত করবে। রাসূল (সাঃ) শ্রেষ্ঠ মানব-দরদী ছিলেন।

(ঘ) **সুশৃংখল** ঃ সে সংগঠনের নিয়ম নিষ্ঠার সাথে পালন করে ও আমীরের আনুগত্য সুন্দরভাবে করে। এমন কিছুই করে না যা সংগঠনে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে বা সহকর্মীদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির কারণ হতে পারে।

(ঙ) **দৃঢ়-সংকল্প** ঃ সে নিজের দায়িত্ব পালনে মযবুত। আর কেউ কাজ ঠিক মতো করুক বা না করুক সে তার দ্বীনী দয়িত্ব পালনে কোন অবস্থায়ই অবহেলা করে না। সে জানে, আল্লাহর কাছে তাকে নিজের কাজের জন্য জওয়াব দিতে হবে, অন্যের পক্ষ থেকে তাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না।

৫। আদর্শ কর্মীর উন্নতির সোপান ঃ

দ্বীনের পথে ধাপে ধাপে উন্নতি করতে চাইলে আরও কয়েকটি গুণ প্রয়োজন ঃ

(ক) صَبْرٌ – **সবর** ঃ সে কাজের ফল তাড়াতাড়ি না পেলে অস্থির হয় না। কাংখিত ফল না হলেও হিম্মত হারায় না, বাধা বিপত্তি দেখে হতাশ হয় না, বিরোধী শক্তির দাপটে ঘাবড়ায় না, উস্কানীতেও ভাবপ্রবণ হয় না, সব অবস্থায় ধীর চিত্তে ও ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করে যায়, কোন অবস্থায়ই পেরেশান হয় না।

(খ) حِكْمَةٌ – **হিকমত** ঃ সে অবস্থা বুঝে চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেয়, পরিণাম হিসাব করে কাজ করে। বিপদ-সংকেত বুঝে করণীয় স্থির করে, এক পথ বন্ধ হলে অন্য পথ তালাশ করে— কঠিন পরিস্থিতিতেও বুদ্ধিমত্তার সাথে ফায়সালা করার যোগ্যতা রাখে।

(গ) تَوَكُّلٌ **তাওয়াক্কুল** ঃ সে সব ব্যাপারে আল্লাহকে তার উকীল মনে করে, তাঁর উপরই ভরসা করে, নিজ তদবীর ও বস্তুশক্তির উপর নির্ভর করে না। পরীক্ষা এলে আল্লাহর উপর আস্থা রাখে, যত বিপদই আসুক

www.pathagar.com

ঘাবড়ায় না— সে জানে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া বিপদ আসে না, তার জীবনে যা-ই ঘটুক তাতেই মংগল রয়েছে বলে সে বিশ্বাস করে।

(ঘ) بيعت **বাইয়াত** ঃ সে সংগঠনের পূর্ণ আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে, ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে তার জান ও মাল ব্যবহার করার জন্য সংগঠনকে ইখতিয়ার দান করে, সংগঠনের দেয়া সব মারূফ হুকুমের আনুগত্য করে, সঠিক নিয়মে সংগঠন সিদ্ধান্ত নিলে তা বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়।

(ঙ) احتساب **ইহতিসাব** ঃ সে সর্বদা নিজের হিসাব নিজেই লয়, সামান্য ত্রুটিকেও অবহেলা করে না, আত্ম-সংশোধনে সতর্ক ও সজাগ থাকে, নাফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতেই থাকে এবং নাফসকে মুৎমাইন্নাহর স্তরে উন্নীত করতে চেষ্টা করে।

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ (الحديث)

১। ইসলামী আন্দোলন ঃ সাফল্যের শর্তাবলী-মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)
২। বাইয়াতের হাকীকত-গোলাম আযম

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কতক রোগ

ইসলামী অন্দোলনে কেউ সক্রিয় হলে শয়তানের সবচাইতে বেশী গা জ্বালা হয়। কারণ তার রাজত্ব বিপন্ন হয় বলে সে মনে করে। তাই হাজারো উপায়ে ধোঁকা দিয়ে তাকে গুমরাহ করার চেষ্টা করে। ফলে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর মধ্যে কতক রোগ দেখা দেয়।

সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে যে সব মন্দ স্বভাব দেখা যায় এবং যে সব চারিত্রিক দোষ থেকে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর বেঁচে থাকা প্রয়োজন সেসব দোষ-ত্রুটি এখানের আলোচ্য বিষয় নয়। এখানে শুধু ঐ সব দোষ থেকে কর্মীদেরকে সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে যা ইসলামী আন্দোলনে রত থাকা অবস্থায় বিশেষ কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

১। যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মীদের মধ্যে এ দোষ দেখা দিয়ে থাকে যে, ইসলাম কায়েম হলে সে একটা কিছু হবার আশা করে।

– এ দোষ দেখা দিলে তার ইখলাসে ঘুণ ধরে যায়, পদের লোভ সৃষ্টি হয় এবং নেতৃত্বের আকাংখা করতে থাকে।

২। দাওয়াতী কাজের উপলক্ষে কখনো ধনী লোকের সাথে পরিচয় হয়, ক্ষমতাসীনদের সাথে যোগাযোগ হয়। সরকারী কর্মকর্তার সাথে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ হয়। তখন তাদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করা হয়। দায়ী ইলাল্লাহর জন্য এটা খুবই ক্ষতিকর।

৩। জন প্রতিনিধিত্ব মূলক পদে নির্বাচিত হবার আকাংখা। এ কামনা থাকলে পরোক্ষভাবে চেষ্টা করা হতে পারে। এতে সংগঠনে তার ভাবমূর্তি বিনষ্ট হবার আশংকা আছে।

৪। চারপাশের মানুষের ঈমান, ইল্‌ম ও আমলের অত্যন্ত নিম্ন মানের তুলনায় কোন কর্মী যখন নিজের উন্নতি দেখে তখন মনে এভাব আসতে পারে যে, আমি বড় দ্বীনদার। এ খেয়াল তার উন্নতি রোধ করে দেয়। অথচ তাকে কত উন্নত হতে হবে সেদিকে খেয়াল করলে সে মনে করবে যে, আমি কিছুই হইনি এখন পর্যন্ত একটুও এগুতে পারলাম না।

৫। 'আমি যথেষ্ট বুঝি'-এ মনোভাব তাকে নিজের মতের উপর গোঁ ধরতে বাধ্য করে। অন্যদের মতকে গুরুত্ব দেয় না। এ রোগ থাকলে নিজের দোষ দেখতে পায় না, কেবল অপরের সমালোচনা নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

www.pathagar.com

৬। কোন কারণে পদ থেকে অপসারিত হলে এটাকে অপমানকর মনে করে। মন থেকে এ পরিবর্তন মেনে নেয় না। এমন লোক সংগঠনে আর পদ পেতে পারে না। কারণ সে তখন ক্রমাগত পিছিয়ে পড়তে থাকে।

৭। আত্ম প্রশংসা —নিজের কাজের ও যোগ্যতার ঢোল নিজেই বাজায়। এ দ্বারা কাজের সওয়াব বিনাশ করা হয় এবং আমলের দিক দিয়ে অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যায়।

৮। কেউ কেউ আন্দোলনে কিছুটা অগ্রসর হবার পর আর্থিক অনটনের কারণে রুজি-রোজগারের দিকে মনযোগ দিতে গিয়ে সেদিকে উন্নতির লক্ষণ দেখে এতটা উৎসাহী হয় যে, আন্দোলনে পিছিয়ে পড়ে। তখন মনকে বুঝ দেয় যে, আর্থিক দিক দিয়ে আগে মযবুত হয়ে নিই, তারপর জানমাল দিয়ে আন্দোলনে জোরেশোরে এগিয়ে যাব। এ চিন্তা যারা করে তারা দুনিয়াদারীর চক্কর থেকে আর ফিরে আসতে পারে না।

৯। শয়তান ও কতক মানুষ তাকে বড় কোন আলেম বা পীর বা বুজর্গের উদাহরণ দিয়ে ইকামাতে দ্বীনের পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। অমুক হুজুর কি বেহেশতে যাবে না? অমুক বুজর্গ কি দ্বীন বুঝে না? এভাবে আল্লাহর কুরআনের শিক্ষা ও রাসূল (সাঃ)-এর উদাহরণকে ভুলিয়ে দেয়।

১০। নাফস ও অন্যান্য বাতিল শক্তির মুকাবিলা করে কেউ যখন দ্বীনের পথে এগিয়ে রুকন হয় এবং জীবন-মরণ আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করার শপথ নেয় তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন রকম পরীক্ষা আসে। যারা পরীক্ষা সম্পর্কে সতর্ক থাকে তারা আল্লাহর উপর ভরসা করে মযবুত থাকার চেষ্টা করে। আল্লাহ তাকে পরীক্ষায় পাশ করার তাওফীক দেন। কিন্তু যারা পরীক্ষাকে পরীক্ষা বলে মনে না করে বিপদ বলে ধারণা করে তারা ফেল করে। কারণ তারা তখন এ পরীক্ষাকে কাজে পিছিয়ে যাওয়ার কৈফিয়ৎ বানায় বা ওযর হিসাবে পেশ করে আন্দোলনে ঢিলা দিতে দিতে বহু দূরে সরে পড়ে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষার কথা স্পষ্ট ও সহজ ভাষায় সূরা আল-বাকারার ১৫৫ নং আয়াতে বিবরণ দেয়া হয়েছে।

১। ইসলামী আন্দোলন ঃ সাফল্যের শর্তাবলী-মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)

২। ইসলামী আন্দোলন ঃ সাফল্য ও বিভ্রান্তি-গোলাম আযম

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলন ও আলেম সমাজ

১। ইসলামী আন্দোলন এমন এক কাজ যার আসল পুঁজিই হলো দ্বীনের ইলম। যুগে যুগে নবীগণই এর নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাই নায়েবে নবী ছাড়া এ আন্দোলনের নেতৃত্ব চলতে পারে না। আন্দোলনের সকল স্তরে এমন লোকদের নেতৃত্ব প্রয়োজন যারা দ্বীনের জরুরী ইলম রাখেন।

২। ইসলামী আন্দোলনের জন্য প্রয়োজনীয় ইলমী যোগ্যতা হাসিলের উপায় ঃ

(ক) মাদ্রাসা শিক্ষা অর্জনের পর ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালনের মাধ্যমে যোগ্যতা সৃষ্টি হয়।

(খ) ইসলামী আন্দোলনে শরীক হওয়ার পর ওলামাদের সুহবত ও তারবিয়াতের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব।

৩। উপরোক্ত দু' পদ্ধতির যে কোনটির মাধ্যমেই হোক দ্বীনী ইলম ছাড়া ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব পালন অসম্ভব। তাই উভয় পন্থায় তৈরী লোকদের দ্বারাই জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্ব, কর্মপরিষদ ও মাজলিসে শূরা গঠিত।

৪। জামায়াতের নেতৃত্বে আধুনিক ও প্রাচীন শিক্ষায় শিক্ষিতদের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।

– প্রাচীন মাদ্রাসা শিক্ষায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করার সুযোগ নেই।

– আর আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দ্বীনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান চর্চার ব্যবস্থা নেই।

– তাই জামায়াত সর্বস্তরের নেতৃত্বে উভয় ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিতদের সমন্বয় সাধনের ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে যাতে নেতৃত্বে কোনদিকের কমতি না থাকে।

– আমীর, নায়েব আমীর ও সেক্রেটারীর মধ্যে কমপক্ষে একজন যেন অবশ্যই মাদ্রাসা পাশ আলেম হন সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়।

৫। আলেম সমাজ বলতে আলীয়া ও কওমী মাদ্রাসা থেকে যারা শিক্ষাপ্রাপ্ত তাদেরকেই বুঝায়। তাঁদের বিরাট অংশ ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনে সক্রিয়

www.pathagar.com

নন। তাঁরা প্রধানতঃ মসজিদ, মাদ্রাসা, তাবলীগ, ওয়ায ও খানকাহর মাধ্যমে যথাসাধ্য খেদমতে দ্বীনে নিয়োজিত রয়েছেন।

৬। আলেম সমাজের বিরাট অংশ রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে জনগণের নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করছেন না। তারা একমাত্র ধর্মীয় ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

(ক) বৃটিশ আমলের প্রথম শতাব্দীতে আযাদী আন্দোলনে আলেম সমাজই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আন্দোলনের যে পর্যায়ে ইংরেজের গোলামী থেকে স্বাধীনতা অর্জিত হয় সে সময় আলেম সমাজ বিভক্ত হয় একদল গান্ধি ও নেহরুর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেসের সমর্থক এবং আর একদল পাকিস্তান আন্দোলনে মুসলিম লীগের সমর্থকের ভূমিকা পালন করেন। কোথাও তারা নেতৃত্বের মর্যাদায় ছিলেন না।

(খ) পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পরও আলেম সমাজ রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি।

(গ) বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং জনগণের সমস্যা সমাধানে আলেম সমাজের ভূমিকা নগণ্য।

৭। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এবং তার সাহাবীগণ (রাঃ) ইকামাতে দ্বীনের যে ভূমিকা পালন করে গেছেন আলেম সমাজ সে ভূমিকায় অবতীর্ণ না হলে মানব জাতির মুক্তির কোন উপায় নেই।

(ক) কুরআনের মশাল হাতে নিয়ে আলেম সমাজ রাজনীতির ময়দানে অবতীর্ণ হলে সকল মুসলিম দেশেই জনগণ ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদী, সমাজতন্ত্রী, বেদ্বীন ও অসৎ নেতৃত্ব থেকে রক্ষা পেতে পারে।

(খ) বাংলাদেশের আলেম সমাজ যদি আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের আন্দোলনে শরীক না হন তাহলে এদেশের কিসমতের ফায়সালা করার এখতিয়ার ঐ ধরনের লোকদের হাতেই থাকবে যারা গত বিশ বছর থেকে দেশকে বর্তমান দুরবস্থায় পৌছিয়ে দিয়েছেন। আর এর পরিণতি থেকে আলেম সমাজও রক্ষা পাবেন না।

ফরীযায়ে ইকামাতে দ্বীন আওর হাক্কানী ওলামা কি নাসবুল আইন ঃ উর্দু— মাওঃ হাফিয মুহাঃ ইলইয়াস

www.pathagar.com

ইকামাতে দ্বীন ও খেদমতে দ্বীনে পার্থক্য কী ?

১। রাসূল (সাঃ)-কে ইকামাতের দায়িত্ব দিয়েই পাঠানো হয়েছে। এটা সকল রাসূলের কর্মসূচী। কোন রাসূল শুধু খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন না।

২। ইকামাতে দ্বীনের কাজকেই কুরআনে 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' বলা হয়েছে।

৩। ইকামাতের ফলে সার্বিক খেদমতের সুযোগ হয়। শুধু খেদমত ততটুকুই করা যায় যতটুকু বাতিল বরদাশ্‌ত করে।

৪। খেদমত বাতিলের অধীনেও করা যায়। বাতিলকে উৎখাত করা ছাড়া ইকামাতের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না।

৫। ইকামাতের সাথেই বাতিলের সংঘর্ষ। খেদমতের সাথে সংঘর্ষ নেই।

* বরং সহযোগিতা সম্ভব। সকল নবীর সাথেই বাতিলের লড়াই হয়েছে।

৬। মানুষকে খিলাফতের দায়িত্ব দিয়েই পাঠানো হয়েছে।

* ইকামাতই সে কাজ। শুধু খেদমত দ্বারা খিলাফতের দায়িত্ব পালন হয় না।

৭। খেদমতের প্রোগ্রাম Static একই গতানুগতিক কর্মসূচী।

ইকামাতের প্রোগাম Dynamic বহুমুখী, অফুরন্ত ও ক্রমবর্ধমান কর্মসূচী।

১। ইকামাতে দ্বীন ও খেদমতে দ্বীন–গোলাম আযম

২। ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন–গোলাম আযম

www.pathagar.com

ইসলামী বিপ্লব

১। ইসলামী বিপ্লবের পদ্ধতি
২। ইসলামী বিপ্লবে সমাজ কল্যাণ কার্যক্রমের ভূমিকা
৩। ইসলামী বিপ্লবের উপকরণ
৪। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা
৫। ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের চিত্র
৬। ইসলাম ও অর্থনীতি
৭। বাংলাদেশে ইসলামী বিপ্লব ও নির্বাচন
৮। বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন ঃ প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামী বিপ্লবের পদ্ধতি

১। বিপ্লব অর্থ—সামগ্রিক পরিবর্তন Revolution-Reformation انقلاب মেরামত বা সংস্কার নয় নতুন করে গড়া। قلب শব্দ থেকে তৈরী হয়েছে।

– হৈ হাংগামা বা বিশৃংখলার নাম বিপ্লব নয়।

– এ বিপ্লব সকল ক্ষেত্রে হলে বিপ্লব পূর্ণ হয়। ব্যক্তি, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতিকে ইসলামী ছাঁচে ঢেলে সাজানো হলে ইসলামী বিপ্লব হয়েছে বলা যাবে।

– ইসলামের নামে হলেই ইসলামী বিপ্লব হয় না যদি সত্যিকার পরিবর্তন না হয়।

২। ইসলামী বিপ্লব কিভাবে সম্ভব?

ক. অলৌকিক পন্থায় নয়। –স্বাভাবিক ও চিরন্তন পন্থায়ই সম্ভব।

খ. যে কোন আদর্শের জন্য বুনিয়াদী পন্থা একই। যেমন ধান–গম–গাঁজা চাষের মৌলিক পন্থা একই।

গ. একার চেষ্টায় নবীর পক্ষেও বিপ্লব সম্ভব নয়। Social change requires social efforts.

৩। এ চেষ্টার নামই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বা ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলন

ক. এ কাজই নবীর আসল দায়িত্ব

খ. নবীর প্রতি ঈমানের দাবী এ দায়িত্ব পালন

গ. উম্মতে মুহাম্মাদীর বিশেষ দায়িত্ব খতমে নবুওয়াতের দায়িত্ব।

৪। ইসলামী বিপ্লবের কর্মনীতি

ক. রাসূল (সাঃ) থেকেই কর্মনীতি নিতে হবে। —ইসলামী বিপ্লবের শাশ্বত নেতৃত্ব নবীদের।

www.pathagar.com

খ. সশস্ত্র বিপ্লব নবীদের কর্মনীতি নয়। অস্ত্র দ্বারা জনগণকে বশে আনা যায় না। কোন দেশেই তা কল্যাণকর হয়নি। সরকারের সাথে জনগণের পূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া কল্যাণ হয় না। অস্ত্র সে সহযোগিতার উপযোগী নয়।

গ. কোন প্রকারে ক্ষমতা দখলও নবীদের পথ নয়।

ঘ. চিন্তা ও মননশীলতার বিপ্লব প্রয়োজন।

ঙ. কমিউনিজম, ফ্যাসিজম, নাজিজম সন্ত্রাসের পথে গণ-বিপ্লবের দর্শন দিয়েছে এর পরিণতি সুস্পষ্ট।

চ. সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়েও গণতান্ত্রিক পথে বিপ্লবের দর্শন-Fabian socialism লাসকী, রাসেল, বার্নাড শ।

ছ. গণ অভ্যুত্থান আন্দোলনের অবস্থার উপর নির্ভরশীল।

৫। ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র কিভাবে গড়ে উঠে?

চিন্তায় বিপ্লব ঃ

ক. বিপ্লবী দাওয়াত—সমাজ পরিবর্তনের ডাক একমাত্র আল্লাহর দাসত্বের ভিত্তিতে সর্বশ্রেণীর মানুষকে আহ্বান জানানো।

জ্ঞান ও চরিত্রের বিপ্লব ঃ

খ. বিপ্লবী সংগঠন—যারা ঐ দাওয়াত কবুল করে তাদেরকে বিপ্লবী হিসাবে গড়ে তোলা।

সামাজিক বিপ্লবের হাতেখড়ি ঃ

গ. সমাজসেবা ও সংস্কার—ক্ষমতা পাওয়ার পূর্বেই সমাজ গড়ার অনুশীলন, যাতে ধারণা নির্মিত হয় ও অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়।

রাজনৈতিক বিপ্লব ঃ

ঘ. বিপ্লবী সরকার গঠন—মন, মগজ, চরিত্রে একদল ইসলামী বিপ্লবীর হাতে ক্ষমতা আসতে হবে।

www.pathagar.com

৬। বিপ্লবের চিরন্তন দু'দফা কর্মসূচী ও মুসলিম সমাজে অতিরিক্ত ২ দফা

ক. তাবলীগ ও দাওয়াত

খ. তানযীম ও তারবিয়াত

গ. ইসলাহে মুয়াশারা

ঘ. ইসলাহে হুকুমাত

৭। ইসলামী বিপ্লবের দু'টো যুগ

ক. ব্যক্তি গঠনের যুগ— সংগ্রাম যুগ—মাক্কী যুগ—প্রস্তুতি যুগ

খ. সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের যুগ—বিজয় যুগ—বাস্তবায়নের যুগ

গ. সংগ্রাম যুগের স্তর বিভাগ ঃ

১. গোপন দাওয়াতী ও সংগঠনের স্তর

২. বিভিন্ন প্রকার বিরোধিতার স্তর

৩. যুলম ও নির্যাতনের স্তর

– আমরা কোন স্তরে আছি?

৮। সফল বিপ্লবের জন্য একদল বিপ্লবী চাই ঃ কোথায় পাওয়া যায়?

ক. এ জাতীয় লোক রেডীমেড পাওয়া যায় না। বিদেশ থেকেও আমদানীযোগ্য পণ্য নয়।

খ. অনৈসলামী সমাজেই এদেরকে যোগাড় করা সহজ।

৯। হক ও বাতিলের সংঘর্ষ প্রয়োজন কেন? এটা আল্লাহর সখের কোন খেলা নয়। (সূরা আম্বিয়া– ১৭ ও ১৮ আয়াত)

ক. হকের যোগ্য লোক বাছাই ও অন্যদের ছাটাই —(আলে ইমরান–১৭৯)

খ. মানুষকে বুঝিয়ে এ পথে আনতে হবে তাদের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে নয় সূরা আল আনআম–৩৩–৩৫)

– অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে বিপ্লবী হওয়া যায় না।

www.pathagar.com

গ. সমাজ শূন্য থাকে না—কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতা স্বাভাবিক। এ টক্কর হবেই।

ঘ. কায়েমী স্বার্থবাদী কারা? তাগুত বা মিথ্যা ইলাহ, নাফস, সামাজিক রীতিনীতি, রাজশক্তি, অর্থশক্তি, ধর্ম ব্যবসায়, সাংস্কৃতিক শক্তি।

ঙ. এ সংঘর্ষ স্বাভাবিক কেডার সৃষ্টি করে।

১০। বিপ্লবী বাহিনী তৈরীর পদ্ধতি ঃ যে ধরনের টার্গেট তার উপযোগী পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়। মাদ্রাসা, খানকাহ, তাবলীগ ও নবীর পদ্ধতি—এ সব পদ্ধতির টার্গেট ভিন্ন।

ক. ইতিবাচক ট্রেনিং ঃ নবীর ৪ দফা তারবিয়াত (আল বাকারা—১২৯ ও ১৫১, আলে ইমরান-১৬৪ ও আল জুময়া-২)

খ. নেতিবাচক ট্রেনিংঃ বাতিলের সাথে সংঘর্ষ।

১১। বিপ্লব সফল হওয়া—বিপ্লবীদের হাতে ক্ষমতা আসার শর্ত

ক. একদল বিপ্লবী এ মানে তৈরী হওয়া যাতে তাদের হাতে আল্লাহ ক্ষমতা তুলে দেন।

খ. জনগণের সক্রিয় বিরোধী না হওয়া—তারা সমর্থক হলে আরও ভালভাবে শর্ত পাওয়া গেল।

১২. ক্ষমতায় যাবার পদ্ধতি

ক. ব্যক্তিগঠন হয়ে গেলে এবং দ্বিতীয় শর্ত পাওয়া গেলে আল্লাহ ক্ষমতা দেন (সূরা নূর-৫৫)

খ. ক্ষমতা তিনিই দেন (আলে-ইমরান-২৬ ও ২৭) এর জন্য চিরন্তন নীতি রয়েছে।

গ. ক্ষমতা দেবার দায়িত্ব তাঁর—এ মাথা ব্যাথা আমাদের নয়। আমাদের দায়িত্ব বিপ্লবী বাহিনী তৈরী করা। বিপ্লবী বাহিনী তৈরীর দায়িত্ব আল্লাহর নয়।

ঘ. পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী চূড়ান্ত পদ্ধতি নির্ধারিত হয় ঃ

১. রাসূল (সাঃ)-এর মদীনাবাসীদের সাথে চুক্তি।

২. মূসা (আঃ) হিজরত করে প্রান্তরে রাজ্য গড়েছেন।

www.pathagar.com

৩. দাউদ (আঃ) জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন।

৪. ইউসুফ (আঃ) জেল থেকে ক্ষমতায় আসেন।

৫. ইরানের গণ অভ্যুত্থান।

১৩। এ পদ্ধতি অবলম্বন করেই এ দেশে ইসলামী বিপ্লবের গাড়ী এগিয়ে চলছে।

ক. ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ধারণা ব্যাপক হয়েছে।

খ. আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে ইসলামী বিপ্লবের চেতনা একমাত্র এ আন্দোলনেরই ফসল।

গ. যুগ যুগ ধরে যারা ইসলামকে শুধু ধর্ম বানিয়ে রেখেছিল তারা মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে।

ঘ. ইসলাম বিরোধী শক্তি আজ কেন ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে মারমুখী।

ঙ. জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামভিত্তিক কার্যক্রম এগিয়ে চলছে।

চ. যাবতীয় দ্বীনী খেদমত ও ইসলামের নামে যেসব কাজ হচ্ছে তাতে ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে কিছুটা সহায়কের ভূমিকা পালিত হচ্ছে।

১৪। বাংলাদেশে ক্ষমতায় যাবার পদ্ধতি

ক. এখানে রাজতন্ত্র নেই, সামরিক শাসনও স্বীকৃত পদ্ধতি নয়।

খ. নির্বাচন পদ্ধতিই এখানে স্বীকৃত।

গ. নির্বাচন পদ্ধতিকে বানচাল করার অপচেষ্টার মুকাবিলা করতে হবে।

ঘ. পরিবেশ দাবী করলে গণ-অভ্যুত্থান হতে পারে।

১৫। বর্তমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ইসলামী আন্দোলন বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করছে

ক. সামরিক শাসনে ইসলামী আন্দোলনই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

খ. প্রতিটি সামরিক শাসন ইসলাম বিরোধী শক্তিকে এগিয়ে দিয়েছে।

www.pathagar.com

গ. সশস্ত্র বাহিনীর দেশ শাসনে অংশীদার হবার নীতি দেশের জন্য মারাত্মক।

১৬। ইসলামী বিপ্লব সফল হবার পর

ক. বিপ্লবকে স্থায়ী করার প্রচেষ্টা জরুরী।

খ. ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম থাকাকালে সংস্কার আন্দোলনই যথেষ্ট।

১। ইসলামী বিপ্লবের পথ–মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)
২। আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি–গোলাম আযম

www.pathagar.com

ইসলামী বিপ্লবে সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের ভূমিকা

১। বিপ্লব মানে সামগ্রিক পরিবর্তন ঃ

(ক) চিন্তা, বিশ্বাস ও মন-মানসিকতায় পরিবর্তন।

(খ) রাষ্ট্র ও সরকারের সকল পর্যায়ে প্রচলিত আইন ও শাসন পদ্ধতিতে পরিবর্তন।

(গ) শিক্ষা ও চরিত্রে পরিবর্তন।

(ঘ) তাহযীব ও তমদ্দুনে পরিবর্তন।

(ঙ) সমাজের প্রচলিত প্রথা-রেওয়াজ ও রীতিনীতিতে পরিবর্তন।

২। ইসলামী বিপ্লব ঃ

উপরে বর্ণিত যাবতীয় পরিবর্তন ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে হলেই তা ইসলামী বিপ্লব বলে গণ্য হবে।

৩। ইসলামী বিপ্লবের প্রধান উপাদান ঃ

মন-মগজ ও চরিত্রে ইসলামী বিপ্লবী আদর্শে গড়ে তোলা একদল নেতা ও কর্মী বাহিনী।

৪। সমাজ বিপ্লবের দুটো দিক ঃ

(ক) রাজনৈতিক—রাষ্ট্রগঠন ও সরকার পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত কার্যাবলী।

(খ) সামাজিক—সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের কাজ যা অত্যন্ত ব্যাপক।

৫। রাজনৈতিক ও সামাজিক দিকের পার্থক্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রয়োজন।

(ক) এ দু' ধরনের কাজের পার্থক্য—রাজনৈতিক কাজ প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত। সামাজিক কাজের সুফল রাজনৈতিক অংগনে পরোক্ষভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু সামাজিক কাজ প্রত্যক্ষ রাজনীতি নয়।

www.pathagar.com

(খ) এ দু' ধরনের কাজের জন্য দু' ধরনের লোকের দরকার। রাজনৈতিক দায়িত্ব ও সামাজিক দায়িত্ব একই লোকের পক্ষে পালনে সমস্যা হয়। উভয় ধরনের কাজের পলিসী নির্ধারণে উভয় ময়দানের নেতৃবৃন্দ একই বডীতে (শূরা বা কর্ম পরিষদ) থাকলেও দায়িত্ব ভিন্ন।

৬। সমাজ কল্যাণমূলক কাজের ব্যাপকতা ঃ

মানুষ নিয়েই সমাজ। সমাজের সব মানুষের কল্যাণের বহু দিক রয়েছে ঃ

(ক) ধর্মীয় দিক—প্রধানতঃ মসজিদ ভিত্তিক কার্যক্রম।

(খ) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দিক— স্কুল-কলেজ, মক্তব-মাদ্রাসা, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক।

(গ) গণ-শিক্ষার দিক—সর্বসাধারণের মন-মগজ-চরিত্র ইসলামী আদর্শে গড়ে তুলবার যোগ্য কর্মসূচী।

(ঘ) পেশাভিত্তিক দিক-যারা যে পেশায় আছে তাদের পেশাগত কল্যাণমূলক কার্যক্রম।

(ঙ) বৃত্তি শিক্ষামূলক দিক—রুযী-রুযগারের যোগ্য বানাবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন টেড শিক্ষাদানের ব্যবস্থা।

(চ) চিকিৎসার দিক— বিনামূল্যে, স্বল্পমূল্যে এবং উন্নত চিকিৎসার সুযোগ দান। মহিলাদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দাই এর ব্যবস্থা।

(ছ) মহিলাদের বাড়তি আয়ের দিক—বাড়ীতে থেকেই যা করা সম্ভব-সেলাই, কুটির শিল্প, হাস-মুরগী পালন।

(জ) বিধবা ও ইয়াতীমসহ সব রকম অভাবগ্রস্তদেরকে স্বনির্ভর করার দিক—ভিক্ষুক প্রতিপালন নয়—ভিক্ষা বন্ধের কার্যক্রম।

(ঝ) রিলিফ বা ত্রাণমূলক কাজের দিক-প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনার ফলে সৃষ্ট সমস্যার সাময়িক তাৎক্ষণিক উপশম।

(ঞ) পুনর্বাসন—প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনায় সৃষ্ট সমস্যার স্থায়ী সমাধান।

(ট) দ্বীনী দৃষ্টিতে পাত্র-পাত্রী যোগাড়ে সহযোগিতা।

www.pathagar.com

৭। আরও কতক জনকল্যাণমূলক কাজ ঃ

(ক) পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার প্রয়োজনীয় কার্যক্রমঃ স্বাস্থ্য–সম্মত পায়খানা, পানি নিষ্কাশন, নর্দমা ব্যবস্থা, খাবার পানির পুকুর সংরক্ষণ, আবর্জনা দূরীকরণ ও সার্বিক পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা।

(খ) রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট ইত্যাদি।

৮। সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ঃ

(ক) ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের বাস্তব প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন—যাতে প্রয়োজনীয় গবেষণার যোগ্যতা হয় এবং সমাজ সংস্কার ও গঠনের অভিজ্ঞতা লাভ হয়। তবেই সরকারী দায়িত্ব পেলে জাতীয় পর্যায়ে সমাজ বিপ্লবে সফল হতে পারবে।

– সংগ্রাম যুগে ক্ষুদ্র পরিসরে কাজ শিখলে বিজয় যুগে ঐ শিক্ষা বৃহত্তর পরিসরে প্রয়োগ সম্ভব।

– বিজয় যুগে কাজ শেখার সময় পাবে না।

(খ) জনগণকে স্বনির্ভরতা শিক্ষা দান করা—যাতে তারা সব ব্যাপারেই সরকারের উপর নির্ভর করে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে না থাকে।

৯। সমাজ কল্যাণ কার্যক্রম ইসলামী আন্দোলনের জন্য অপরিহার্য–জামায়াতে ইসলামীর চার দফা কর্মসূচীর এটা তৃতীয় দফা।

– রাসূল (সাঃ) নবুওয়াতের দায়িত্ব পাওয়ার আগেই الحلف الفضول নামে সমাজ কল্যাণ মূলক তৎপরতা শুরু করেন। সমাজ সংস্কার ও সংশোধন করার দায়িত্ব পালনের যোগ্য যারা তাদের সহজাত গুণই হলো সমাজ সেবা — মানুষের দুঃখ–দুর্দশা দেখে যাদের প্রাণ কাঁদে না এবং মানব সেবার জন্য যারা স্বয়ংক্রিয় নয় তারা ইসলামী বিপ্লবের যথার্থ মানসিকতার অধিকারী বলে প্রমাণিত হয় না।

জামায়াতে ইসলামীর কর্মনীতি–গোলাম আযম

www.pathagar.com

ইসলামী বিপ্লবের উপকরণ (বাংলাদেশ প্রেক্ষিত)

১। প্রথম উপকরণই গণ-সমর্থন। বাংলাদেশে ইসলামের পক্ষে বিপুল জনসমর্থন আছে। তাদেরকে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিলে উপকরণে পরিণত হবে।

২। দ্বিতীয় প্রধান উপকরণ বিপ্লবী কর্মী বাহিনী।

(ক) কাঁচা মাল হিসাবে বিরাট সংখ্যক ওলামা আছে। তাদের অনেকে জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে বিভ্রান্তির শিকার হয়ে আছেন। তাদেরকে বিভ্রান্তি থেকে উদ্ধার করতে পারলে রেডীমেড বাহিনীতে পরিণত হবে।

(খ) আধুনিক শিক্ষিত মহলে যাদের মুসলিম চেতনাবোধ আছে তারা উপকরণে পরিণত হচ্ছে।

(গ) ছাত্র অংগনে এ উপকরণের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে।

৩। ইসলামী সরকার পরিচালনার যোগ্য একদল নেতা কেন্দ্র, জিলা ও থানা পর্যায়ে গড়ে উঠছে।

৪। অগ্রসর কর্মী বাহিনী—যারা জনমত গঠন ও ইসলামী সরকারের কর্মসূচী বাস্তবায়নে জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা আদায়ে সক্ষম হবে।

৫। আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসনের পক্ষে এতটা সক্রিয় জনমত সৃষ্টি করা যাতে বিরোধী শক্তি মাথা তুলবার সাহস না পায়।

৬। ছাত্র অংগনে সন্ত্রাস বিরোধী পরিবেশ এতটা মযবুত হওয়া যাতে দ্বীনের দাওয়াত অবাধে দেয়া যায়।

৭। শ্রমিক অংগনে সক্রিয় লোকদের কমপক্ষে অর্ধেকের পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রী নেতৃত্বের খপ্পর থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামের দেয়া অধিকার আদায়ে এগিয়ে আসা।

৮। সৎ ও নিঃস্বার্থ সাংবাদিকদের এতটা প্রাধান্য সৃষ্টি হওয়া যাতে নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার পরিবেশ গড়ে উঠে ও হলুদ সাংবাদিকতা অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

৯। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে আদর্শ ও নীতিবানদের নেতৃত্ব সৃষ্টি—যাতে সন্ত্রাসী শক্তির সহযোগীরা দুর্বল হয়ে পড়ে।

১০। আইনজীবীদের মধ্যে আল্লাহর আইনের পক্ষে মযবুত ও সক্রিয় সমর্থন যোগাড় হতে হবে।

১১। অপসংস্কৃতির মোকাবিলায় ইসলামী সংস্কৃতির এতটা বিকাশ হতে হবে যাতে যুব শক্তির রুচি কিছুটা পরিবর্তন হয়।

১২। বুদ্ধিজীবীদের ফোরাম এতটা সক্রিয় হতে হবে যাতে পথভ্রষ্টদের সৃষ্ট বিভ্রান্তির মোকাবিলা করা যায়।।

১৩। মহিলা অংগনে ও ছাত্রী মহলে ইসলামের সঠিক ধারণা তুলে ধরার যোগ্য এমন সংখ্যক মহিলা তৈরী হতে হবে যারা সকল পর্যায়ে দায়িত্ব পালনে সক্ষম।

১৪। উচ্চ পদস্থ সরকারী ও আধাসরকারী কর্মচারীদের মধ্যে এমন সংখ্যক চরিত্রবান ও আদর্শবাদী যোগাড় হওয়া যাতে ইসলামী সরকারের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালনে সমস্যা না হয়।

১৫। পুলিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে দুর্নীতিমুক্ত এমন একটি টীম তৈরী হতে হবে যারা গোটা বিভাগকে সঠিকভাবে পরিচালনা করবেন।

১৬। সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে জিহাদের জযবা ও শাহাদাতের প্রেরণা সৃষ্টি হতে হবে।

নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ জামায়াতে ইসলামীর হাতে ক্ষমতা তুলে দিলেও এ সব উপকরণ যোগাড় না হলে ইসলামী বিপ্লবের মহান উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না।

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা

১। রাষ্ট্রের পরিচয়

ক. জনতা

খ. ভৌগোলিক এলাকা

গ. সরকার

ঘ. স্বাধীনতা (সার্বভৌমত্ব নয়)

২। ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা

যে রাষ্ট্র রাসূল (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের নমুনা অনুযায়ী পরিচালিত।

৩। ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি

ক. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব। — توحيد

খ. রাসূলের নেতৃত্ব। — رسالت

গ. উলুল আমরের শর্তাধীন আনুগত্য। — خلافت رسول

ঘ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা।

ঙ. জনসমর্থন ছাড়া ক্ষমতায় চেপে না বসা।

চ. পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা।

• يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ -(النساء : ٥٩)

• اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ قَدْ وُلِّيْتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ فَاِنْ رَأَيْتُمُوْنِىْ عَلٰى حَقٍّ فَاَعِيْنُوْنِىْ وَاِنْ رَأَيْتُمُوْنِىْ عَلٰى بَاطِلٍ

www.pathagar.com

فَسَدِّدُوْنِىْ وَاَطِيْعُوْا فِىْ مَا اَطَعْتُ اللّٰهَ فِيْكُمْ فَاِنْ عَصَيْتُهٗ فَلَا طَاعَةَ لِىْ عَلَيْكُمْ - ابو بكر رض

ছ. আইন ও সরকারী নির্দেশ শরীয়ত সম্মত হতে হবে।

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ، الظّٰلِمُوْنَ، الْفَاسِقُوْنَ -(المائدة : ٤٤، ٤٥، ٤٧.

জ. সকল সমষ্টিগত বিষয়ে পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ -

(বাদশাহী ও একনায়কত্বের পরিবর্তে শুরাঈ নিযাম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ مَا رَأَيْتُ اَحَدًا قَطُّ اَكْثَرَ مُشَاوِرَةً لِاَصْحَابِهٖ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ

ঝ. আইনের উৎস কুরআন, সুন্নাহ, আসারে সাহাবা ও ইজমা

ঞ. মৌলিক মানবীয় অধিকারের নিশ্চয়তা।

বিদায় হজ্জের বাণী Charter of Human Rights.

ট. মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে নাগরিকদের মৌলিক প্রয়োজনের নিরাপত্তা।

ঠ. মানুষের শাসন নয় আইনের শাসন। আইনের চোখে সব নাগরিক সমান। ছোট বড় মুসলিম-অমুসলিম, রাষ্ট্র প্রধান ও সাধারণের পার্থক্য নেই। Rule of law.

-আইনের বিচারে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকেই নির্দোষ।

৪। ইসলামী সরকারের কাঠামো Form of Govt.

ক. ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতির ভিত্তিতে যে কোন কাঠামোই ইসলামী হতে পারে।

খ. Monarchy, Aristocracy, Oligarchy ইসলামী নয়।

গ. ইসলামী কাঠামো আসলেই গণতান্ত্রিক।

ঘ. পার্লামেন্টারী ও প্রেসিডেন্সিয়ালের কোনটাই অন্ধভাবে অনুকরণ অসম্ভব।

www.pathagar.com

ঙ. ফেডারেশন সৃষ্টি।

চ. ফরম অব গভর্নমেন্ট প্রত্যেক দেশে নিজস্ব হওয়াই স্বাভাবিক।

৫। আধুনিক ইসলামী সরকারের কাঠামো ঃ

ক. জনগণের নির্বাচিত রাষ্ট্র প্রধান শাসনতন্ত্রের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করবে।

খ. নির্বাচিত আইন সভা ও মন্ত্রীদের দেশ শাসন করবে।

৬। নির্বাচন পদ্ধতি

ক. ইসলাম কোন পদ্ধতি নির্ধারিত করেনি বলেই খোলাফায়ে রাশেদীন সবাই এক নিয়মে নির্বাচিত হননি।

খ. পৃথক নির্বাচন أُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ

৭। আইন সভার গঠন প্রকৃতি

ক. এক কক্ষ বা দু' কক্ষ হতে পারে।

খ. অমুসলিমদের প্রতিনিধি থাকবে।

গ. আইন সভা কর্তৃক নির্বাচিত মুসলিম মহিলা পরিষদ সুপারিশ পাঠাতে পারবে।

৮। ইসলামী সরকারের নিম্নতম দায়িত্ব

ক. আল্লাহর খেলাফত কায়েমের কাজ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ـ(الحج : ٤١)

খ. আর যত দায়িত্ব সম্ভব ও প্রয়োজন তা নেবে।

৯। মৌলিক মানবীয় অধিকার সম্পর্কে দৃষ্টিভংগী

ক. মানুষ শুধু আল্লাহর গোলাম।

www.pathagar.com

খ. আল্লাহর দেয়া বিধানের বাইরে জানমাল ও ইজ্জতের উপর হাত দেয়া যাবে না। বিদায় হজ্জের ভাষণে 'চার্টার অব হিউমেন রাইটস' রয়েছে।

গ. ব্যক্তি স্বাধীনতার সীমা—আইনের চোখে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা চলবে না।

ঘ. মত ও চিন্তার আযাদীর উপর হাত দেয়া যাবে না যে পর্যন্ত ফাসাদ বা প্রয়োগ না করে।

১০। বিভিন্ন প্রসংগ

ক. শাসনতন্ত্র— লিখিত আকারে থাকাই নিরাপদ। (সাধারণ লেনদেনও লিখিত দরকার)

খ. পার্টি সিষ্টেম— এক আদর্শের অধীন একাধিক পার্টি হতে পারে।

গ. রাষ্ট্র পরিচালনায় অমুসলিমদের স্থান।

১১। পররাষ্ট্র নীতি

ক. সবার সাথে সুসম্পর্ক।

খ. চুক্তি পালন।

গ. দ্বীন প্রচারে দায়িত্ব (আল্লাহর সব বান্দাহদের নিকট) পালনে বাধা দিলে জেহাদ।

১২। আদর্শ রূপায়ণের পন্থা

ক. আইন ও শাসন

খ. শিক্ষা ও প্রচার

গ. রাষ্ট্র পরিচালকদের উদাহরণ।

* إِذَا كَانَ أُمَرَائُكُمْ خِيَارَكُمْ وَاَغْنِيَائُكُمْ سُمَحَائَكُمْ وَاُمُوْرُكُمْ شُوْرٰى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْاَرْضِ خَيْرٌ مِّنْ بَطْنِهَا - وَاِذَا كَانَ اُمَرَائُكُمْ شِرَارُكُمْ وَاَغْنِيَائُكُمْ بُخَلَائُكُمْ وَاُمُوْرُكُمْ اِلٰى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْاَرْضِ خَيْرٌ مِّنْ ظَهْرِهَا - (ترمذى)

১। ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ ঃ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)

২। Islamic Law and Constitutiob ,,

৩। ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান

www.pathagar.com

ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের চিত্র

১। কল্যাণ রাষ্ট্র কথাটির তাৎপর্য ঃ রুশো, লক, মিল-এদের Laisez Faire Theory. কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা দেয় না—পুলিশ স্টেট কায়েম করে।

২। ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণা ঃ ৪ দফা মৌলিক কাজ ঃ সূরা আল-হাজ্জ- ৪১ আয়াত

(ক) জনগণের চরিত্র গঠন

(খ) মৌলিক প্রয়োজন পূরণ

(গ) সব কল্যাণকর কাজ চালু করার জন্য নির্দেশক ভূমিকা

(ঘ) সব অকল্যাণকর কাজ থেকে সমাজকে পবিত্র করা।

৩। কল্যাণ রাষ্ট্র কায়েমের ইসলামী পদ্ধতি ঃ

(ক) দাওয়াত ও তাবলীগ এবং তানযীম ও তারবিয়াতের মাধ্যমে একদল মুমিন ও সালেহ (সৎ লোক) তৈরী করা। রাসূল (সাঃ)-এর ৪-দফা ইতিবাচক কর্মসূচী (বাকারা-১২৯ ও ১৫১, আলে ইমরান-১৬৪, জুমআ-২ নং আয়াত) ও নেতিবাচক পদ্ধতি।

(খ) এর ফলে যদি জনগণ আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন পছন্দ করে তাহলে ইসলামী সরকার গঠনের ব্যবস্থা আল্লাহই করবেন বলে সূরা নূরের ৫৫ নং আয়াতে ওয়াদা করেছেন।

৪। ক্ষমতা হাতে পেয়ে কিভাবে কল্যাণ রাষ্ট্রের রূপ দেবে ঃ

(ক) প্রচারমূলক কাজ (দাওয়াত ও তাবলীগ) জনগণের মন-মগজ গড়ে তুলবে।

(খ) শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করে সৎ ও যোগ্য লোক তৈরী করবে।

(গ) রাব্বুল আলামীনের খলিফার দায়িত্ব ঃ জনগণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং অক্ষমদের অভাব পূরণ করবে।

(ঘ) জানমাল ইয্যতের নিরাপত্তা বিধান করবে, সুবিচার ও ইনসাফের মাধ্যমে এর নিশ্চয়তা দেবে এবং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করবে।

www.pathagar.com

(ঙ) আইনের হাতিয়ার ব্যবহার করে ঃ

i) যা কিছু কল্যাণকর তা চালু করবে।

ii) আর যা অকল্যাণকর তা বন্ধ করবে। ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য কঠোর শাস্তি দেয়া নয়। বরং শাস্তির দরকার না হয় এমন পরিবেশ সৃষ্টিই উদ্দেশ্য।

৫। ইসলামী রাষ্ট্রের এ চিত্র বাস্তবে কায়েম করতে হলে ১০টি উপকরণ প্রয়োজন ঃ

i) দেশ পরিচালনার যোগ্য একদল নেতা ইসলাম অনুযায়ী নেতৃত্ব দেবেন।

ii) জনমত গঠন ও সরকারের কর্মসূচী বাস্তবায়নে জনগণের সহযোগিতা যোগাড়ের যোগ্য কর্মী বাহিনী ময়দানে কর্মতৎপর থাকবে।

iii) আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসনের পক্ষে এমন প্রবল জনমত থাকবে যে, এর বিরোধী মহল মাথা তুলতে সাহস করবে না।

iv) ছাত্র-সমাজ আত্মগঠন ও দেশ গঠনের লক্ষ্যে নিয়োজিত থাকবে।

v) শ্রমজীবীগণ উৎপাদনে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে কর্মতৎপর থাকবে।

vi) সাংবাদিক মহল বস্তুনিষ্ঠ নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার ভূমিকা পালন করবে।

vii) শিক্ষক সম্প্রদায় নীতিবান শিক্ষকদের নেতৃত্ব কায়েম করবে এবং বুদ্ধিজীবীরাও নীতিবান হবে।

viii) উচ্চ পদস্থ সরকারী ও আধাসরকারী কর্মচারীরা ইসলামী সরকারের কর্মসূচীকে বিশ্বস্ততার সাথে বাস্তবায়িত করবে।

ix) পুলিশ বাহিনী সৎ ও চরিত্রবান অফিসারদের পরিচালনায় দুষ্টের দমন করবে।

x) সশস্ত্র বাহিনীর অফিসাররা জিহাদী জযবায় উদ্বুদ্ধ হবে এবং জওয়ানদেরকে শাহাদাতের প্রেরণা দেবে।

এ চিত্র থেকে এ ধারণা স্পষ্ট হলো যে, ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র কায়েম করতে হলে কত বিরাট প্রস্তুতি প্রয়োজন।

www.pathagar.com

ইসলাম ও অর্থনীতি

১। অর্থনীতির সংজ্ঞা ঃ

The Science of Economy deals with entire material needs of individuals and society.

মানুষ হিসাবে মর্যাদার সাথে জীবন যাপনের জন্য যত রকম বস্তুগত প্রয়োজন রয়েছে তা পূরণের সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ই অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত।

২। ইসলামী অর্থনীতির গোড়ার কথা ঃ

(ক) ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো অর্থনীতি। ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা ছাড়া শুধু ইসলামী অর্থনৈতিক বিধান চালু করা অসম্ভব।

— রাজনৈতিক অংগনে গণতন্ত্র কায়েম রেখে যেমন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র চালু করা সম্ভব নয়, তেমনি অনৈসলামী সমাজে ইসলামী অর্থনীতির প্রচলন অসম্ভব।

— মোটর গাড়ীতে বিমানের পাখা ফীট করা চলে না। নৌকাতে গরুর গাড়ীর চাকা লাগানো যায় না।

(খ) আল্লাহ তায়ালা মানুষকে দুনিয়ায় যে তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধির দায়িত্ব দিয়েছেন তার সবচেয়ে বড় দিকই হলো রুবুবিয়াতের দায়িত্ব। তিনি রাব্বুল আলামীন। তার প্রতিনিধিত্ব হলো মানুষের মধ্যে তাঁর প্রেরিত বিধান অনুযায়ী রুবুবিয়াতের দায়িত্ব পালন করা।

— রুবুবিয়াত মানে লালন-পালন বা যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করা। আল্লাহ পাক পশু-পক্ষী, কীট-পতংগ ও বৃক্ষ-লতার যাবতীয় প্রয়োজন নিজেই পূরণ করেন। এ দায়িত্ব তিনি মানুষের উপর চাপিয়ে দেননি। কিন্তু মানব-সমাজের যাবতীয় প্রয়োজন তেমনিভাবে তিনি পালন না করে এ দায়িত্বের একাংশ তিনি মানুষের উপর অর্পণ করেছেন এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় বিধানও নাযিল করেছেন। এটাই খলীফার অন্যতম দায়িত্ব।

www.pathagar.com

— রুবুবিয়াতের এ মহান দায়িত্ব পালনের জন্যই রাষ্ট্র, সরকার, সমাজ, পরিবার, আইন, শাসন, বিচার ইত্যাদির প্রয়োজন। ঐ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করলে এ সবই অর্থহীন।

— আল্লাহর খিলাফতের ধারণা না থাকায় রাষ্ট্র ও সরকার মানুষের শোষণের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

৩। ইসলামী অর্থনীতির মৌল উদ্দেশ্য ঃ

(ক) আল্লাহ তায়ালা মানুষকে একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করার বিধান দিয়েছেন এবং সব মানুষকেই ইচ্ছা ও চেষ্টার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দান করেছেন। মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব করার অধিকার দেননি। তাই ইসলামী অর্থনীতির প্রধান উদ্দেশ্যই আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ব্যক্তি স্বাধীনতার সংরক্ষণ।

(খ) শ্রেণী সংগ্রাম থেকে মানব সমাজকে রক্ষা করা। অর্থাৎ অর্থনৈতিক শ্রেণী সৃষ্টি হতে না দেয়া যাতে কেউ অর্থনৈতিক প্রভু সেজে বসতে না পারে।

(গ) আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য যত নেয়ামত পয়দা করেছেন তা থেকে কোন মানুষ যেন বঞ্চিত না থাকে সে ব্যবস্থা করা। সবাইকে সমান ভোগ করার সুযোগ দান উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু মানুষ হিসাবে মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার মতো সুযোগ সবাইকে দিতে হবে।

৪। ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি ঃ

(ক) সম্পদের আসল মালিকানা আল্লাহর—তাঁরই বিধান মতো সম্পদের উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ করতে হবে।

(খ) বিশেষ সীমারেখার মধ্যে ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি।

(গ) উপার্জন—উপকরণাদিতে হালাল-হারামের পার্থক্য।

(ঘ) উৎপাদনে পুঁজি ও শ্রমের মর্যাদা সমান।

(ঙ) সম্পদের সুবিচারমূলক বন্টন—সমবন্টন নয়।

(চ) বিনিময়ে মধ্যসত্বভোগীর আধিক্য দমন।

(ছ) সম্পদ ব্যবহারে হালাল-হারামের নীতি।

www.pathagar.com

(জ) উদ্বৃত্ত সম্পদ ব্যবহার না করে ফেলে রাখা চলবে না।

(ঝ) সম্পদ বিকেন্দ্রীকরণ— রাষ্ট্রীয়করণ নয়। (ফারায়েয)

(ঞ) ব্যক্তি সম্পদে সমাজের অধিকার রয়েছে। (যাকাত, সাদাকাত, ফিতরা ইত্যাদি এ কথারই স্বীকৃতি।)

৫। ইসলামী অর্থনীতির বাস্তব কর্মসূচী ঃ

(ক) শোষণমূলক যাবতীয় লেনদেন সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। (সূদ, ঘুষ, জুয়া, আত্মসাৎ, অন্যায় চাপ, চুরি, ডাকাতি, ধোঁকা, ঠকানো ইত্যাদি।)

(খ) প্রত্যেক ব্যক্তি পিতা-মাতা, গরীব ও ইয়াতীম আত্মীয়, অভাবগ্রস্ত প্রতিবেশী, মুসাফির ইত্যাদির প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করবে।

(গ) হালাল পথে রুযী— রোযগার করার সর্বাত্মক সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

(ঘ) আয় ও ব্যয়ের সকল রকম হারাম পথ কঠোরভাবে বন্ধ করতে হবে।

(ঙ) কোন কারণে যাদের আর্থিক প্রয়োজনে ঘাটতি থেকে যায় তাদের সামাজিক নিরাপত্তার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হতে হবে।

যে সব কারণে ঘাটতি থাকে ঃ

i) কর্মক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কর্মসংস্থানের অভাব।

ii) উপার্জিত আয়ে প্রয়োজন পূরণ না হওয়া।

iii) কর্মক্ষম না হওয়া—বৃদ্ধ, পংগু, চিররুগ্ন ইত্যাদির কারণে।

iv) সাময়িক অভাবের কারণে— যেমন দুর্ঘটনা, দুর্যোগ, আকস্মিক বিপদ ইত্যাদি।

৬। বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট ঃ

(ক) পুঁজিবাদ—সূদভিত্তিক, অবাধ মালিকানা, উপার্জনে স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রণহীন ব্যয়।

(খ) সমাজবাদ—রাষ্ট্রীয় মালিকানা, ব্যক্তি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বেতনভুক কর্মচারী মাত্র।

www.pathagar.com

(গ) ইসলামী অর্থনীতি ঃ যাকাতভিত্তিক, নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি মালিকানা, আয় ও ব্যয়ের সুস্পষ্ট বিধান, মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব।

৭। অর্থনৈতিক অসাম্যের মূল কারণ ঃ

(ক) মানুষ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা—স্রষ্টা সব মানুষকেই যে সমান মর্যাদা দিয়েছেন তা স্বীকার না করা।

(খ) স্রষ্টাকে একমাত্র শাসক না মানা–মানুষের শাসক একমাত্র আল্লাহ যিনি জীবন বিধান দিয়েছেন। এ কথা স্বীকার না করায়ই মানুষ মানুষকে অর্থনৈতিক গোলাম বানাবার সুযোগ পায়।

(গ) সমাজ গঠনে ত্রুটিঃ

– ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কে সমন্বয়ের অভাব।

– নারী ও পুরুষের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব।

(ঘ) পারিবারিক সংগঠনে ত্রুটি—পরিবারের সব সদস্যের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে নির্ভুল বিধান মানুষ রচনা করতে অক্ষম।

(ঙ) শুধু বস্তুগত ভোগকেই সুখ–শান্তির মূল মনে করা।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে ইসলামী বিপ্লব ও নির্বাচন

১। জামায়াতে ইসলামী এ দেশে ইসলামী বিপ্লবের বিজয় চায়। একমাত্র ইসলামেই মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে পূর্ণাংগ বিপ্লবের প্রোগ্রাম রয়েছে।

২। বিপ্লব মানে হৈ হাংগামা, বিশৃংখলা, ভাংগচুর, অরাজকতা ও সশস্ত্র কার্যক্রম নয়।

—বিপ্লব মানে আমূল ও সামগ্রিক পরিবর্তন। আরবীতে ثورة বা انقلاب (বিদ্রোহ)

৩। আমাদের জন্য বিপ্লবের মডেল হলেন আল্লাহর রাসূল (সাঃ)। সে বিপ্লবের শুরু হলো চিন্তার বিপ্লব দিয়ে ঈমান, ইলম ও চরিত্রের বিপ্লবী কর্মসূচী তিনি বাস্তবায়িত করে নমুনা রেখে গেছেন।

৪। মন-মগজ-চরিত্রে একদল বিপ্লবী তৈরী করা হলো সফল বিপ্লবের পূর্ব শর্ত।

৫। আলোচ্য বিষয়ে 'নির্বাচন' শব্দ দ্বারা ইংগিত দেয়া হয়েছে যে, ইসলামী বিপ্লব সাধনের জন্য নির্বাচন সফল মাধ্যম হতে পারে কি না?

(ক) ইরানে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বিপ্লব হওয়ায় আমাদের দেশে কিছু আন্দোলন বিমুখ চিন্তাবিদ গণতন্ত্রের বদলে গণ অভ্যুত্থানের পক্ষে প্রচার করে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন।

— তারা নির্বাচনে বিশ্বাসী নয়—গণতন্ত্রের বিরোধী— ইরানে নির্বাচন পদ্ধতি ছিল না, সেখানে রাজতন্ত্র ছিল। তাই গণ-অভ্যুত্থান ছাড়া উপায় ছিল না এবং এত লোক ক্ষয় করতে বাধ্য হতে হয়।

(খ) আফগানিস্তানের উদাহরণও গণ-অভ্যুত্থানের দলীল হিসাবে পেশ করা ঠিক নয়। সেখানে বিদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হয়েছে।

(গ) নির্বাচনকে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যম মনে করা যেতে পারে।

(ঘ) ভুট্টো ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপী করায় গণ-অভ্যুত্থানের শিকার হয়। নির্বাচনই এর মাধ্যম ছিল।

(ঙ) এ দেশে বিগত '৯১ সালের নির্বাচন গণ-অভ্যুত্থানেরই ফসল।

(চ) এ দেশে জনগণ ১৯৩৫ সাল থেকে নির্বাচনে অভ্যস্ত।

www.pathagar.com

৬। ইসলামী বিপ্লবের টারগেট কী? ২ দফা ঃ

(ক) ঈমান, ইলম ও আমলে একদল সৎ লোক গড়ে তোলা, যারা আল্লাহর আইন চালু করবে।

(খ) জনগণকে এতটা প্রস্তুত করা যাতে তারা আল্লাহর আইন মেনে চলতে রাযী হয়।

— এ টারগেট হাসিল করতে হলে ব্যাপক গণসংযোগ প্রয়োজন। আর নির্বাচনই এর জন্য সবচেয়ে সহজ মাধ্যম।

৭। নির্বাচন জনমত যাচাই-এর সবচেয়ে জনপ্রিয় ও শান্তিপূর্ণ উপায়। সশস্ত্র বিপ্লব ও গণ-অভ্যুত্থান সফল হলেও বিপুল লোক ক্ষয় হয় ও ধ্বংসাত্মক পরিণাম বয়ে আনার আশংকা থাকে।

— আর সফল না হলে আন্দোলনকে দীর্ঘকাল পিছিয়ে দেয়। চীনে ৮৮ সালের গণ-অভ্যুত্থান ব্যর্থ হবার পর চরম হতাশা চলছে।

— বার্মায় ব্যালটের ফলাফলকে বুলেট দ্বারা আটকে রেখে গণ-অভ্যুত্থানের পথে যেতে জনগণকে বাধ্য করছে।

৮। নির্বাচন ও গণ-অভ্যুত্থান একে অপরের বিকল্প নয়—গণ-অভ্যুত্থান নির্বাচনের পরিপূরক ও সহায়ক হতে পারে। নির্বাচন ব্যবস্থা না থাকলে বা নিরপেক্ষ না হলে গণ-অভ্যুত্থান দরকার হতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নির্বাচনই চূড়ান্ত পদ্ধতি।

৯। বাংলাদেশে নির্বাচনই নিরাপদ মাধ্যম। গণ-অভ্যুত্থান এ দেশের জন্য মারাত্মক—এতে প্রতিবেশী আধিপত্যবাদী শক্তি সুযোগ পেয়ে যাবে।

— জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া কোন আদর্শ বাস্তবায়িত হতে পারে না। নির্বাচনের মাধ্যমেই সহযোগিতার অবস্থা যাচাই করা সম্ভব।

১০। নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লবকে বিজয়ী করতে হলে ঃ

(ক) নির্বাচনী কৌশল আয়ত্ব করতে হবে।

(খ) নির্বাচনে প্রধান দু'টো দলের একটা হিসাবে জনগণের নিকট গণ্য হতে হবে।

(গ) জনগণকে সৎ নেতৃত্ব সম্পর্কে আগ্রহী বানাতে হবে।

www.pathagar.com

(ঘ) নমিনীদেরকে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে হবে তাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে।

১১। ইসলামী হুকুমত আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কায়েম হয় না। নির্বাচন ছাড়া জিহাদের মাধ্যমেও তা হতে পারে—যেমন আফগানিস্তানে হয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছে হলে বাংলাদেশে নির্বাচনের মাধ্যমেও ইসলামী হুকুমত কায়েম হতে পারে।

১২। নির্বাচনে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্য ঃ

(ক) ৪র্থ দফাই রাজনৈতিক দফা–নির্বাচনই এ দফার টার্গেট।

১। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্‌র রাজনৈতিক ময়দানই নির্বাচন।

২। নেতৃত্বের পরিবর্তন চাওয়ার প্রমাণই নির্বাচনে অংশগ্রহণ।

৩। দেশে কাদের প্রাধান্য থাকবে এর ফায়সালা–(বদর; ওহুদ, খন্দক) নির্বাচনেই হয়।

৪। রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিচিত ও স্বীকৃতির মাধ্যমই নির্বাচন।

৫। ইসলামে রাজনীতি থাকার প্রমাণই নির্বাচনে অংশগ্রহণ।

নির্বাচনের মাধ্যমে অর্জন ঃ

(খ) নির্বাচিত হলে ঃ

১। ইসলামী নেতৃত্বের নিঃস্বার্থতা, সততা ও কর্মদক্ষতা প্রমাণের সুযোগ হয়।

২। পার্লামেন্টে সকল বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভংগী তুলে ধরে দেশ-বিদেশে দাওয়াত পৌছান সম্ভব হয়।

৩। এলাকার উন্নয়নে যোগ্য ভূমিকা পালনের মাধ্যমে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি ও সরকারী কর্মকর্তাদের উপর নৈতিক প্রভাব সৃষ্টি করা যায়।

৪। সকল উচ্চ মহলে ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের প্রভাব-বলয় সৃষ্টির সুযোগ হয়।

৫। ইসলামী সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতা লাভ হয়।

(গ) নির্বাচিত না হলেও ঃ

(১) জনগণকে ইসলামী রাজনীতিমনা বানাবার সুযোগ।

(২) জনগণের সমস্যার বাস্তব ইসলামী সমাধান পেশ করার উপযুক্ত সময়।

www.pathagar.com

(৩) ঘরে ঘরে যেয়ে দাওয়াতী অভিযানের মোক্ষম পরিবেশ।

(৪) রোজ ৮/১০টি নির্বাচনী জনসভার মাধ্যমে দাওয়াত পৌছাবার ব্যাপক সুবিধা।

(৫) জনগণের সামনে সৎ নেতৃত্ব তুলে ধরা ও নেতৃত্ব গড়ার উপায়।

(৬) নির্বাচনী সংগ্রামের মাধ্যমে সাহসী কর্মী যোগাড়ের মওসুম।

(৭) জনমত যাচাই করার মাপকাঠি।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন ঃ প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকার

১। প্রতিবন্ধকতা ইসলামী আন্দোলনের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা বদলিয়ে দেবার প্রচেষ্টা কায়েমী স্বার্থে আঘাত করে। নবী-রাসূলগণও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন বলে বাধা আসাই স্বাভাবিক।

২। প্রতিবন্ধকতা দু' ধরনের ঃ

(ক) আভ্যন্তরীণ—নেতৃত্বের নিম্নমান, সাংগঠনিক সমস্যা, পারস্পরিক সম্পর্কে ত্রুটি, টীম স্পিরিটের অভাব—এসবই মারাত্মক এবং আন্দোলনকে পিছিয়ে দেয়।

(খ) বাইরের প্রতিবন্ধকতা সে তুলনায় কম ক্ষতিকর।

৩। বাইরের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের পরিচয় ও প্রতিকার ঃ

(ক) আদর্শিক—ইসলামের বিজয় যাদের জন্য আতংকের বিষয় ঃ ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদী, জাতীয়তাবাদী, সমাজতন্ত্রী—এদের বিরোধিতা আন্দোলনের সহায়ক। এতে জনগণের নিকট চিহ্নিত হয়ে যায় যে, কারা ইসলাম চায় আর কারা ইসলাম বিরোধী।

প্রতিকার ঃ ইসলামী জীবন বিধানকে যোগ্যতার সাথে ব্যাপক আকারে সর্বস্তরে পরিবেশন করা ও যুব-নেতাদেরকে টারগেট করে দাওয়াত দিতে থাকা।

(খ) ইসলামের নামে প্রতিবন্ধকতা ঃ যারা মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ তাবলীগ ও ওয়াযের দায়িত্বে আছেন তাদের বিরোধিতা জনগণকে বিভ্রান্ত করে। কতক কংগ্রেস পন্থী ওলামা ও বেদয়াতী মহল ইসলাম বিরোধী শক্তির সহযোগী ভূমিকায় লিপ্ত।

–কতক মুরব্বীর ফতোয়া দ্বারা নিজেরাও বিভ্রান্ত, জনগণকেও বিভ্রান্ত করার চেষ্টায় লিপ্ত।

www.pathagar.com

তারা ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন না করেই তাদের কোন বুজর্গের ফতোয়ার ভিত্তিতে অন্ধভাবে বিরোধিতা করছেন।

প্রতিকার ঃ বয়স্ক ওলামা ও মাশায়েখদেরকে নিরপেক্ষ করা, আর যুবক আলেমদেরকে জোরে শোরে দাওয়াত দেয়া।

(গ) রাজনৈতিক বিরোধী ঃ ক্ষমতায় আছে বা যেতে চায় যারা—এদের দুনিয়ার স্বার্থ ছাড়া কোন আদর্শ নেই।

প্রতিকার ঃ রাজনৈতিকভাবে মুকাবিলা করা, নেতৃবৃন্দের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা, ঐসব দলের মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন যুবনেতা ও কর্মীদেরকে টারগেট নেয়া।

(ঘ) সরকারের বিরোধিতা ঃ ধর্ম-নিরপেক্ষ সরকার জামায়াতকেই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। জামায়াতকে দাবিয়ে রাখা জরুরী মনে করে। জনগণ ইসলামের ব্যানারে সংগঠিত হোক এটা চায় না।

প্রতিকার ঃ ইস্যু ভিত্তিক বলিষ্ঠ আন্দোলন ঃ কাজ চাই, ভাত চাই, বিনা খরচে গরীবের শিক্ষা ও চিকিৎসা চাই, চুরি, ডাকাতী, সন্ত্রাস থেকে মুক্তি চাই।

(ঙ) আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ঃ আমেরিকার মৌলবাদ ঠেকাবার বিশ্বময় প্রচেষ্টা—ভারত তাদের এদেশী বন্ধুদেরকে ক্ষমতায় দেখতে চায়।

প্রতিকার ঃ দেশে যারা ইসলাম বিরোধী তাদেরকে জনগণের নিকট বিদেশের দালাল হিসাবে চিহ্নিত করা।

(চ) জটিল রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা ঃ ৭১ এ বাংলাদেশের জন্ম পদ্ধতিতে জামায়াতের ভূমিকা ঃ

প্রতিকার ঃ বলিষ্ঠ বক্তব্য–পলাশী থেকে বাংলাদেশ, আমার দেশ বাংলাদেশ–

–আমাদের আশংকা সত্যে পরিণত হয়েছে।

–স্বাধীনতার রক্ষক জনগণ কাদেরকে মনে করে ?

–৭০ এর নির্বাচনের ম্যাণ্ডেট কী ছিল ?

–সারা পাকিস্তানে রাজনীতি করার অযোগ্য যারা তারাই ভারতের আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

–সংখ্যাগরিষ্ঠরা আলাদা হয় না।

www.pathagar.com

(ছ) গণতান্ত্রিক পরিবেশের অভাব ঃ রাজনৈতিক দলে গণতন্ত্র নেই। সংসদ ও বাইরে রাজনৈতিক সন্ত্রাসই ধর্ম-নিরপেক্ষবাদীদের একমাত্র রাজনীতি।

প্রতিকার ঃ হেকমতের সাথে মুকাবিলা - গণতান্ত্রিক রীতি মেনে চলেই মুকাবিলা করতে হবে।

- আক্রমণ নয়, প্রতিরক্ষা দ্বারাই সন্ত্রাস দমন।

৪। যাবতীয় প্রতিবন্ধকতার আসল প্রতিকার ঃ

(ক) সর্বস্তরে যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি

(খ) উন্নত চারিত্রিক মান অর্জন

(গ) সাংগঠনিক মযবুতী সাধন

(ঘ) সকল মহলে লোক তৈরী

(ঙ) বাইতুল মালকে সমৃদ্ধ করা

(চ) পেশীশক্তির মুকাবিলা

(ছ) জনগণের আস্থা অর্জন।

৫। সত্যিকার ইসলামী আন্দোলন প্রতিবন্ধকতার পরওয়া করে না, কোন শক্তিকেই চ্যালেঞ্জ মনে করে না। বরং নিজেই সব বিরোধী শক্তির জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়ায়। এ দৃষ্টিভংগীই প্রতিকারের পথ নির্দেশ করে।

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামী

১। মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর আন্দোলন
২। জামায়াতে ইসলামীর চিন্তাধারা
৩। জামায়াতে ইসলামীর সূচনা ও রাজনৈতিক গতিধারা
৪। বাংলাদেশের রাজনীতি ও জামায়াতে ইসলামী
৫। জামায়াত, বাইয়াত ও রুকনিয়াত
৬। ইসলামী সংগঠন হিসাবে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৭। জামায়াতে ইসলামীর তারবিয়াত পদ্ধতি
৮। দাওয়াত সম্প্রসারণ ও কর্মী গঠন
৯। রুকনিয়াতের আসল চেতনা, কর্মীদের সহী জযবা ও প্রাথমিক পুঁজি
১০। ১৭-দফা কর্মসূচী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর আন্দোলন

১। উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের পূর্বে ঃ

(ক) আদালত–ফৌজদারীতে আল্লাহর আইন চালু ছিল।

(খ) ইসলামী শিক্ষাই একমাত্র শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল। মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ওয়াকফ সম্পত্তির আয় থেকে মসজিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ হত।

(গ) মসজিদ, মাদ্রাসা, ওয়ায-খানকাহর আলেমগণ জনগণকে সাধ্যমত ইসলামের অনুসারী হিসেবে গড়ে তুলতেন।

২। ইংরেজ শাসন শুরু হবার পর ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনও শুরু হয়। শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহঃ)-এর চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ নেতৃবৃন্দ 'তাহরিকে মুজাহিদীন' বা মুজাহিদ আন্দোলন করে ইসলামী হুকুমত কায়েম করেন।

৩। ১৮৩১ সালে মুনাফিকদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং ইংরেজ ও শিখদের যৌথ আক্রমণে বালাকোটের ময়দানে নেতৃবৃন্দ শহীদ হবার ফলে ঐ আন্দোলন আর এগুতে পারলো না।

৪। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে উপমহাদেশে ইংরেজ থেকে স্বাধীন হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কংগ্রেস ভারতবাসীকে এক জাতি দাবী করে অখণ্ড ভারতীয় রাষ্ট্রের আন্দোলন চালায়। জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের নেতৃত্বে আলেম সমাজের বিরাট অংশ কংগ্রেসের সমর্থন করে। মুসলিম লীগ মুসলিম জাতির জন্য পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র কায়েমের আন্দোলন শুরু করে। জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম নামে আলেম সমাজের অপর অংশ পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করে। এ উভয় আন্দোলনের কোনটার নেতৃত্বেই আলেম সমাজের কোন ভূমিকা ছিল না। ইসলামের নামে পাকিস্তান আন্দোলন চলা সত্ত্বেও নেতৃত্বে ওলামায়ে কেরামের প্রভাব ছিল না। তাঁরা সমর্থকের মর্যাদায় ছিলেন মাত্র।

১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান আন্দোলনের সূতিকাগার আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে মাওলানা মওদূদী (রহঃ) ঘোষণা করেন যে, ইকামাতে দ্বীনের কর্মসূচী ও ইসলামী হুকুমতের পরিকল্পনা না থাকলে পাকিস্তান কায়েম হলেও ইসলাম কায়েম হবে না। তিনি মুসলিম লীগকে যথার্থ কর্মসূচী গ্রহণের পরামর্শ দেন।

৫। মুসলিম লীগ ইকামাতে দ্বীনের প্রোগ্রাম গ্রহণ না করায় ১৯৪১ সালে তিনি 'জামায়াতে ইসলামী' কায়েম করেন। গোটা আলেম সমাজ তখন

www.pathagar.com

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সমর্থনে বিভক্ত। শহীদাইনে বালাকোটের পর ইকামাতে দ্বীনের কর্মসূচী নিয়ে সর্বপ্রথম জামায়াতে ইসলামীই সাংগঠনিক প্রচেষ্টা শুরু করে।

৬। মাওলানা মওদূদী খালেস কুরআন ও সুন্নাহকে বিজয়ী করার আন্দোলনে শরীক হবার ডাক দেন। কংগ্রেসপন্থী আলেমদের পক্ষ থেকে মাওলানার বিরুদ্ধে ফাতওয়া প্রচার করে মুসলিমদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়।

৭। মাওলানা মওদূদী শহীদাইনে বালাকোটের আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করেন। মাওলানা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলকেই জামায়াতে ইসলামীর একমাত্র আদর্শ বলে ঘোষণা করেন।

৮। আন্দোলনের উপযোগী লোক তৈরী করার প্রয়োজনে তিনি রাসূল (সাঃ)-এর আন্দোলনকে সামনে রেখে কুরআনের তাফসীর লেখেন এবং রাসূল (সাঃ)-এর জীবনী রচনা করেন। ইসলামের রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন, শাসন, সমাজনীতি ব্যাখ্যা করে এবং ব্যক্তি ও পরিবার গঠনে ইসলামের শিক্ষা তুলে ধরে তিনি বিপুল সাহিত্য রচনা করেছেন।

৯। আধুনিক বিশ্বে যেখানেই ইসলামী আন্দোলন গড়ে উঠেছে সেখানেই মাওলানার রচিত সাহিত্য অধ্যয়ন করতে হচ্ছে। জামায়াতে ইসলামী ও ইখওয়ানুল মুসলিমুনের প্রচারিত সাহিত্যই বিশ্বের সর্বত্র ইসলামী আন্দোলনের পথপ্রদর্শক। এ দুটো আন্দোলনের ফলে বিশ্বে ইসলামী চিন্তাবিদদের এক বিরাট বাহিনী সৃষ্টি হয়েছে।

১০। মাওলানা মওদূদী জামায়াতে যোগদানকারী সকলকে সাবধান করে দিয়েছেন যে, আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে চলতে হবে যাতে জামায়াত পৃথক কোন ফিরকায় পরিণত হতে না পারে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদাই জামায়াতের আকীদা এবং ৪ মাযহাব ও আহলে হাদীসকে ফিকাহর দিক থেকে সহীহ মনে করতে হবে।

১১। মাওলানা মওদূদীর নেতৃত্বে রচিত জামায়াতের গঠনতন্ত্রে জামায়াতের আকীদা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূল (সাঃ) ছাড়া আর কোন মানুষকে নির্ভুল মনে করা চলবে না। তাই জামায়াত কখনো মাওলানা মওদূদীকে ভুলের উর্ধে মনে করে না। কুরআন ও সুন্নাহর কষ্টিপাথরে যাচাই করা ছাড়া জামায়াত কারো মতামত গ্রহণ করে না।

মাওলানা মওদূদী (রহঃ) ইসলামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নিজস্ব কোন মতবাদ আবিষ্কার করেননি। তিনি কুরআন, হাদীস, খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরামের আদর্শে ইসলামকে বিজয়ী করার সংগ্রাম করে গেছেন।

www.pathagar.com

জামায়াতে ইসলামীর চিন্তাধারা

ভূমিকা ঃ আন্দোলন অর্থ ঃ যা কায়েম নেই তা কায়েমের চেষ্টা। ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলন, ইসলামী আন্দোলন।

জামায়াত পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের চিন্তাধারা ঃ

১। শহীদাইনে বালাকোটের মুজাহিদ আন্দোলনের ১০০ বছর পর জামায়াতে ইসলামীর এ আন্দোলনের সূচনা হয় ঃ

১৮৩১–১৯৩২ (তারজুমানুল কুরআন)।

ইংরেজ শাসনের এ শতাব্দীতে আলেমগণ কোন রকমে কুরআন হাদীসকে মাদ্রাসার মাধ্যমে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

২। এ সময়ে আল্লাহ, রাসূল (সাঃ), কুরআন ও ইসলাম সম্পর্কে সংকীর্ণ ধারণা প্রচলিত হয়।

(ক) আল্লাহ শুধু উপাস্য, রাসূল (সাঃ) শুধু ধর্মনেতা, কুরআন শুধু ধর্মগ্রন্থ ও ইসলাম শুধু ধর্ম।

(খ) উন্নত ইসলামী জীবন মানে যিকর, মুরাকাবা, সুফীবাদী সাধনা-বুজর্গ, অলী ও দরবেশ হওয়া।

(গ) দ্বীনের খেদমত—মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, ওয়ায ও তাবলীগ। ইকামাতে দ্বীনের কোন ধারণাই ছিল না।

৩। জামায়াতের বিপ্লবী চিন্তাধারা ঃ

(ক) জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ একমাত্র হুকুমকর্তা (ইলাহ), রাসূল (সাঃ) একমাত্র আদর্শ নেতা, কুরআন একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক জীবন বিধান এবং ইসলাম একমাত্র হক দ্বীন।

(খ) উন্নত দ্বীনী জিন্দেগী হলো জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।

(গ) খেদমতে দ্বীন ও ইকামাতে দ্বীনে বিরাট পার্থক্য।

৪। ইসলামী বিপ্লবের পদ্ধতি ঃ

নবী-রাসূলগণের চিরন্তন আদর্শ। বিভিন্ন পরিভাষা ঃ আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন, ইসলামী হুকুমত, ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী খিলাফত, নেযামে ইসলাম।

www.pathagar.com

(ক) সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ও সর্বশেষ নবীর উদাহরণ ঃ দুটো যুগ ঃ মাক্কী যুগ ও মাদানী যুগ।

ব্যক্তি গঠন ও সমাজ গঠন—সংগ্রাম যুগ ও বিজয় যুগ।

আলীগড়ে ১৯৪০ সালে মাওলানা মওদূদীর (রঃ) বক্তৃতা—ইসলামী বিপ্লবের পথ।

(খ) আন্দোলনের গাইড বুক হিসাবে কুরআনের তাফসীর ঃ তাফহীমুল কুরআন।

৫। হক ও বাতিলের সংঘর্ষ অনিবার্য ঃ সংঘর্ষ এড়াবার উপায় নেই।

(ক) কোন নবীকে বাতিল বরদাস্ত করেনি।

(খ) এ সংঘর্ষের মাধ্যমেই ইকামাতে দ্বীনের যোগ্য লোক বাছাই করা যায়।

(গ) অনৈসলামী সমাজ থেকেই উপযোগী লোক যোগাড় হয়।

(ঘ) বাছাই করে রুকন করার গুরুত্ব এবং রুকন হবার প্রয়োজনীয়তা।

৬। আন্দোলনে সফলতার দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

(ক) ব্যক্তিগত সাফল্য—সামষ্টিক সাফল্যের উপর নির্ভর করে না।

৭। নির্বাচন বনাম গণ-বিপ্লব বা সশস্ত্র বিপ্লব।

৮। জামায়াতে ইসলামী ত্যাগ করার জায়েয কারণ ঃ

(ক) এর চেয়ে উৎকৃষ্ট জামায়াতে যোগদানের উদ্দেশ্যে।

(খ) জামায়াতে থাকলে ঈমানের ক্ষতির আশংকা করলে।

৯। ইসলামী ফেরকা, দল, সংগঠন ও ব্যক্তির সাথে সংঘর্ষ না করা ঃ

(ক) বিরোধিতার জওয়াব না দেয়া।

(খ) তাদের বিরুদ্ধে না বলা।

(গ) তারা আসল দুশমন নয় মনে করা।

(ঘ) তাদের ক্ষতি থেকে বাঁচার চেষ্টা।

www.pathagar.com

জামায়াতে ইসলামীর সূচনা ও রাজনৈতিক গতিধারা

আন্দোলনের সূচনা ঃ

(ক) ১৯৪১ থেকে '৪৭ পর্যন্ত নীরবে লোক তৈরী ও ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি।

(খ) ১৯৪৮ থেকে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন।

(গ) বাংলাদেশ অঞ্চলে ১৯৫৩ সালে পাকিস্তান থেকে ৬ সদস্যের টিম সফর করে ওলামা ও সুধি মহলে জামায়াতের পরিচয় তুলে ধরে।

(ঘ) ইসলামী শাসনতন্ত্র দাবীর আন্দোলন দিয়েই এ দেশে জামায়াতের কার্যক্রম শুরু হয়।

রাজনৈতিক গতিধারা ঃ

১। ১৯৫৬ পর্যন্ত ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন।

২। ১৯৫৬-তে প্রণীত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী '৫৯-এর ফেব্রুয়ারীতে নির্বাচন হবার কথা ছিল। '৫৮-এর অক্টোবরে আইয়ুব খার 'মার্শাল ল' জারী ও স্বৈরশাসন চালু।

৩। ১৯৬২ সালে বেসিক ডিমোক্রেসী নামে পরোক্ষ নির্বাচনে গণ-পরিষদে পূর্ব পাকিস্তান থেকে জনাব আব্বাস আলী খান, জনাব শামসুর রহমান, মাওলানা ইউসুফ ও ব্যারিষ্টার আখতারুদ্দীন এম. এন. এ. নির্বাচিত হন।

৪। ১৯৬২ থেকে জনগণের ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র বহালের আন্দোলন চলে ঃ

(ক) ৬৪ সালে মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, নেযামে ইসলাম ও জামায়াতে ইসলামী COP (Combined Opposition Parties) নামে নির্বাচনী জোট হিসাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুব খার বিরুদ্ধে ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে নির্বাচনী অভিযান চালায়।

(খ) ১৯৬৫-এর পাক-ভারত সেপ্টেম্বর যুদ্ধের পর ১৯৬৬ সালে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আবার PDM (Pakistan Democratic Movement) নামে সর্বদলীয় ঐক্য সৃষ্টি হয়।

(গ) ১৯৬৯ সালে DAC (Democratic Action Committee,

www.pathagar.com

৫। ১৯৬৯ সালে গণ-আন্দোলন ও আইয়ুব খার রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স DAC-এর আট দফার বদলে শেখ মুজীব ৬ দফার দাবী জানালে RTC ব্যর্থ হয় এবং ইয়াহ-ইয়ার মার্শাল ল'।

৬। '৭০-এর নির্বাচনে জামায়াত ১টি প্রাদেশিক আসন (মাওলানা আঃ রহমান ফকীর) ছাড়া কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কোন আসন না পেলেও ৬৫টি কেন্দ্রীয় আসনে দ্বিতীয় স্থান পায়। অন্যান্য সব দল নির্বাচনে ময়দানে টিকতেই পারেনি।

৭। '৭১-এ যা ঘটলো—ভুট্টো-ইয়াহ-ইয়া মুক্তিযুদ্ধ চাপিয়ে দিলো। ইসলামী ও ভারত বিরোধী সকল রাজনৈতিক দলের ভূমিকা।

৮। স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার সব ইসলামী দলকে বে-আইনী করায় জামায়াত আণ্ডার গ্রাউণ্ডে কাজ করতে বাধ্য হয়।

৯। ১৯৭৬ সালে IDL নামে জামায়াত, মুসলিম লীগ ও নেযামে ইসলাম পার্টি একটি রাজনৈতিক প্লাটফর্ম গঠন করে এবং '৭৯-এর নির্বাচনে জামায়াত ৬টি আসন পায়।

১০। ১৯৭৯ সালের মে মাসে জামায়াত এক সম্মেলন করে প্রকাশ্যে কাজ শুরু করে।

১১। বাংলাদেশ আমলে জামায়াত প্রকাশ্য কাজ শুরু করার পর ১৯৮০ সালে ৭ দফা গণদাবী নামে ইসলামী আন্দোলনের একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী প্রণয়ন করে যার মধ্যে ৭টি শিরোনামে মোট ২৯টি পয়েন্ট ছিল। [অত্যন্ত বিরূপ পরিবেশে জামায়াত অস্তিত্ব রক্ষায় ব্যস্ত থাকায় ৭-দফা ভিত্তিক আন্দোলন এগুতে পারেনি।]

১২। ১৯৮২ সালের মার্চে সামরিক শাসন শুরু হয়। প্রকাশ্যে রাজনীতি করার সুযোগ পেয়ে '৮৩ সালের ২০শে নভেম্বর জামায়াত জনসভায় কেয়ারটেকার ফর্মূলা ঘোষণা করে।

১৩। ১৯৮৪ সালের এপ্রিলে এরশাদের সাথে সংলাপ উপলক্ষে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয় যা যুগপৎ আন্দোলনের মাধ্যমে '৮৩-এর জুন মাসেই শুরু হয়।

১৪। ১৯৯০-এর অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত যুগপৎ আন্দোলন চলতে থাকে কেয়ারটেকার সরকারের দাবীতে। এরশাদের পতন ও বিএনপি সরকার গঠন।

www.pathagar.com

১৫। ১৯৯৪-এর এপ্রিল থেকে জামায়াত, আঃ লীগ ও জাতীয় পার্টির যুগপৎ কেয়ারটেকার আন্দোলন।

১৬। ১৯৯৬-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সরকার গঠন।

রাজনৈতিক আন্দোলনের তিক্ত অভিজ্ঞতা ঃ

১। আইয়ূব আমলের দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল আওয়ামী লীগের ঘরে গেল।

২। এরশাদের আমলের দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল বিএনপির ঘরে গেল।

৩। বেগম জিয়ার আমলের আন্দোলনের ফসল আওয়ামী লীগের ঘরে গেল। [এসব আন্দোলনে ইসলামী ইস্যু শামিল ছিল না।]

রাজনীতিতে নিজস্ব ধারা সৃষ্টির উদ্যোগ ঃ

১। ১৯৯৬-এর নির্বাচনের পর ইসলামী দলগুলোকে নিয়ে পৃথক যুগপৎ আন্দোলনের উদ্যোগ।

২। কোন দলের সাড়া না পেয়ে ১৯৯৭-এর জুনে ১৭-দফা ভিত্তিক আন্দোলনের ঘোষণা।

৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিএনপি জামায়াতের যুগপৎ আন্দোলন শুরু।

৪। ১৯৯৭-এর ডিসেম্বরে যুগপৎ আন্দোলনের সাথেই ১৭-দফার আন্দোলন জারী রাখার সিদ্ধান্ত।

৫। ১৯৯৮ সালে বিরোধী দলসমূহের সরকার পতনের আন্দোলনের সূচনা ও যুগপৎ কর্মসূচী চালু।

জামায়াতের সামনে এখন এ প্রশ্ন বিরাট হয়ে এসেছে যে–

১। (ক) সরকার বিরোধী যুগপৎ আন্দোলনে যেয়ে কী লাভ ?

(খ) আন্দোলনের ফলে বিএনপি আবার ক্ষমতায় গেলে কী লাভ হবে ?

(গ) ১৭-দফার ভিত্তিতে পৃথক আন্দোলন না করে শুধু রাজনৈতিক ইস্যুতে যুগপৎ আন্দোলনের পরিণাম কী ?

২। কিন্তু আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় থাকতে দিলে সবচেয়ে বেশী ইসলাম ও জামায়াতে ইসলামীর ক্ষতি হবে। এ সরকার ইসলামী আন্দোলনের গোড়া কাটার যাবতীয় ব্যবস্থা করেছে। আর একদিনও এ সরকারের ক্ষমতায় থাকা উচিত নয়।

www.pathagar.com

৩। অথচ জামায়াতের একার পক্ষে সরকার উৎখাতের মতো আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। সরকারের পতন বিএনপির রাজনৈতিক স্বার্থে প্রয়োজন। আর জামায়াতের অস্তিত্বও ইসলামের স্বার্থে প্রয়োজন।

৪। এমতাবস্থায় জামায়াতের উভয় সংকট ঃ করণীয় কী ?

যুগপৎ আন্দোলনের নব যাত্রা ঃ

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিএনপি জামায়াত যুগপৎ আন্দোলন শুরু (নভেম্বর, '৯৭)।

২। আওয়ামী লীগ সরকার-বিরোধী আন্দোলনের কর্মসূচীতে যুগপৎ প্রোগ্রাম।

৩। ১৯৯৯-এর ৬ই জানুয়ারী ঃ বেগম জিয়া, এরশাদ, গোলাম আযম ও মাওলানা আযীযুল হকের যৌথ দস্তখত-যুগপৎ আন্দোলনের নতুন মেরুকরণ শুরু।

৪। এ আন্দোলনের ফসল কারা নেবে ?

৫। ইসলামী আন্দোলনের কী লাভ হবে ?

৬। যুগপৎ আন্দোলনে না থাকলেও উপায় নেই।

৭। এ উভয় সংকটের সমাধান কী ?

সমাধানের পথ ঃ

১। আওয়ামী লীগের মতো শক্তিকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য যুগপৎ আন্দোলন মোটেই যথেষ্ট নয়।

২। আওয়ামী সরকারের পতনের পর বিরোধী দল পৃথকভাবে নির্বাচনে গেলে আবার আওয়ামী সরকার হবে।

৩। ১৯৫৪ সালের মতো যুক্তফ্রন্ট জাতীয় নির্বাচনী ঐক্যমঞ্চ ছাড়া বিকল্প নেই।

৪। ১৯৯৯ সালের ৩০শে নভেম্বর ৪ দলীয় জোটের ঐক্যবদ্ধ নির্বাচন ও সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

৫। জামায়াত সবসময়ই সরকার বিরোধী আন্দোলন করেছে। কখনো জামায়াত সরকারী দলের সাথে ছিল না। কিন্তু জামায়াতের প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদার অধিকার না থাকায় আন্দোলনের ফসল প্রধান বিরোধী দল নিয়ে

www.pathagar.com

গেছে। নির্বাচনী ঐক্য হলে জামায়াত আন্দোলনের ফসলে শেয়ার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

৬। ২০০১ সালের ১লা অক্টোবরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ৪ দলীয় জোট বিজয়ী হয়। এক সাথে নির্বাচন ও এক সাথে সরকার গঠনের পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জামায়াত মন্ত্রী সভায় শরীক হয়েছে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের রাজনীতি ও জামায়াতে ইসলামী

১। রাজনীতির সংজ্ঞা ঃ নীতির রাজা

রাষ্ট্র পরিচালনা ও দেশ শাসনের নীতিই হলো রাজনীতি।

২। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতির ধরন ঃ

(ক) আদর্শের বালাই তো নেই-ই।

(খ) সুস্থ রাজনীতিও নেই।

(গ) দেশ গড়ার রাজনীতি তো নেই-ই।

(ঘ) শুধু ক্ষমতার রাজনীতিই আছে।

জামায়াত এ রাজনীতি চায় না—জামায়াত চায় দেশ গড়ার রাজনীতি।

৩। জামায়াত কেন রাজনীতি করে ?

(ক) নবীর দাওয়াতের মূল লক্ষ্যই রাজনীতি। কালেমার দাওয়াত মানুষের মনগড়া শাসনের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ।

(খ) শয়তানের রাজত্ব উৎখাত করে আল্লাহর রাজত্ব স্থাপনই ইসলামী রাজনীতির উদ্দেশ্য।

(গ) রাজনীতির ময়দান থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা চলে না। রাজনীতিকে সুস্থ করতে হলে ময়দানে থাকতেই হবে।

(ঘ) ইসলামে ধর্মহীন রাজনীতি ও রাজনীতিহীন ধর্ম নেই। অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি ও রাজনীতি নিরপেক্ষ ধর্ম ইসলামে নেই।

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র, অর্থনীতি ইত্যাদি কোনটাই ইসলামের বাইরে নয়। পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে ইসলাম মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ব্যাপ্ত।

৪। বাংলাদেশের রাজনীতিতে জামায়াতের অবদান ঃ

(ক) প্রত্যক্ষ অবদান

(i) "ইসলামী রাজনীতি করা ফরয"–এ চিন্তাধারা চালু করা।

(ii) ইসলামকে একটি সমাজ বিপ্লবের আন্দোলন হিসাবে জানার উপযোগী বিরাট ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি।

www.pathagar.com

(iii) দ্বীন কায়েম করতে হলে পরিকল্পিতভাবে এ উদ্দেশ্যে লোক তৈরী করা।

(খ) পরোক্ষ অবদান ঃ

(i) ১৯৮৩ সালের ২৮শে মার্চের বিজ্ঞপ্তি—সামরিক সরকারকে শাসনতন্ত্র সংশোধনের এখতিয়ার দেয়া চলে না।

(ii) ১৯৮০ সালের জানুয়ারী "কেয়ারটেকার সরকার" ফর্মুলা ময়দানে পেশ করা।

৫। জামায়াত কখনো অন্য কোন দলের পেশকৃত ইস্যুর পেছনে আন্দোলনে শরীক হয়নি।

৬। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে জামায়াত স্থিতিশীল ভূমিকা পালন করে এসেছে।

(ক) সবসময়ই সরকার বিরোধী ভূমিকায় রয়েছে।

(খ) সরকার-বিরোধী আন্দোলনে এরশাদের আমলে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ ; বিএনপি আমলে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি এবং আওয়ামী লীগ আমলে বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও ইসলামী ঐক্যজোট জামায়াতের সাথে শরীক ছিল। জামায়াতের অবস্থানে কোন পরিবর্তন হয়নি। জামায়াত সবসময় বিরোধী ক্যাম্পেই ছিল। তিনটি দল ক্ষমতায় গিয়েছে তাদের অবস্থান স্বাভাবিকভাবেই এক সময় সরকারে এবং অন্য সময়ে বিরোধী দলে ছিল। ২০০১ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এ অবস্থায়ই ছিল।

জামায়াত এক সময় আওয়ামী লীগ ও অন্য সময় বিএনপির সাথে যায়নি। এ দুটো দল যখনই বিরোধী পক্ষে এসেছে তখনই জামায়াতের সাথে শরীক হয়েছে।

৭। ২০০০ সালে জামায়াতের রাজনৈতিক লক্ষ্য ঃ

(ক) দেশকে আওয়ামী লীগ শাসন থেকে মুক্ত করা।

(খ) ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশ প্রেমিক সরকার কায়েম করে দেশ গড়ার রাজনীতি চালু করা।

৮। ২০০১ অক্টোবরে ৪ দলীয় জোটের সরকারে জামায়াত শরীক হয়। জামায়াত সরকারের অন্যতম শরীক দল।

www.pathagar.com

৯। বর্তমানে জামায়াতের রাজনৈতিক লক্ষ্য ঃ

(ক) মন্ত্রী ও এম.পি-গণ কর্তৃক সততা, যোগ্যতা ও নিষ্ঠার সাথে যথাযথ ভূমিকা পালন করে প্রধান সরকারী দল, সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং জনগণের আস্থা অর্জন করা।

(খ) এক সাথে নির্বাচন করায় দেশের সর্বত্র অন্যান্য দলের কর্মীদের সাথে ইসলামী আন্দোলনের ছাত্র ও অছাত্র কর্মীদের যে পরিচয় হয়েছে তা কাজে লাগিয়ে তাদের মধ্যে দাওয়াত সম্প্রসারণের সুযোগ গ্রহণ করা।

(গ) চার দলীয় জোটের ঐক্য আরও মজবুত করার মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের বর্তমান অনুকূল পরিবেশকে বহাল রাখা।

(ঘ) কাওমী মাদ্রাসার ছাত্রদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার মাধ্যমে তাদেরকে আন্দোলন মুখী করা।

(ঙ) আলেম সমাজের মধ্যে যারা এখনও ইসলামী রাজনীতিতে সক্রিয় হননি তাদেরকে রাজনীতি সচেতন করা।

www.pathagar.com

জামায়াত, বাইয়াত, রুকনিয়াত

১। শাব্দিক অর্থ ঃ

(ক) জামায়াত—সংগবদ্ধ. দল বা দলবদ্ধ, ঐক্যবদ্ধ ইত্যাদি।

(খ) বাইয়াত—বিক্রয়, শপথ, অংগীকার, চুক্তি ইত্যাদি।

(গ) রুকনিয়াত—অবলম্বন, আশ্রয়, নির্ভর, শক্তি, খুঁটি, সদস্য পদ ইত্যাদি (সূরা হুদ–৮০নং আয়াত ও আয্ যারিয়াত–৩৯নং আয়াত)

২। পরিভাষাগত অর্থ ঃ

(ক) জামায়াত—একই উদ্দেশ্যে একদল লোক নির্দিষ্ট নিয়মে স্বীকৃত নেতৃত্বের পরিচালনায় সুশৃংখলভাবে কাজ করা।

—যেমন জামায়াতে নামায—ইমামের পেছনে মুক্তাদিগণ একই নামায আদায় করলে "জামায়াতে নামায" বলা হয়।

(খ) বাইয়াত—আল্লাহর নিকট জান মাল বিক্রয় করা।

—জামায়াতের নেতার নিকট ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব পালনের শপথ গ্রহণ করা।

(গ) রুকনিয়াত—জামায়াতে ইসলামীর সদস্য পদ।

৩। জামায়াতী জিন্দেগী—সংগবদ্ধ জীবন ঃ

(ক) মানুষ সামাজিক জীব—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন অবস্থায়ই মানুষ একা জীবন যাপন করতে পারে না।

(খ) সব মানুষই সচেতন বা অবচেতনভাবে এবং পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে ছোট বা বড় সংগঠনে শামিল হয়ে থাকে। পরিবার, পাড়া, আত্মীয় স্বজন, মসজিদ, মাদ্রাসা, সমিতি, স্কুল, কলেজ সামাজিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সংগঠনেরই বিভিন্ন রূপ।

www.pathagar.com

(গ) জামায়াতবদ্ধ হওয়া মানুষের ফিত্বরাতেরই দাবী। তাই এ ফিত্বরাতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য ইসলাম জামায়াতবদ্ধ হতে নির্দেশ দিয়েছে। প্রতিদিন ৫ বার মসজিদে নামায আদায়ের প্রধান উদ্দেশ্যই জামায়াতী জিন্দেগী গঠন।

(ঘ) ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার—এ কথা অন্য ধর্মে থাকতে পারে। ইসলাম ইজতিমায়ী দ্বীন।

৪। জামায়াতবদ্ধ হওয়া ফরয হওয়ার দলীল ঃ কুরআন ও হাদীস থেকে ঃ

(ক) কুরআনের দলীল

(i) প্রত্যেক নবীই তাঁর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হওয়ার দাওয়াত দিয়েছেন ঃ

(সূরা আশ-শুয়ারা-আয়াত-১০৮, ১১০, ১২৬, ১৩১, ১৪৪, ১৫০, ১৬৩, ১৭৯)

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ

(ii) সূরা আলে-ইমরান- ১০৩ আয়াত ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

(iii) সূরা আন-নিসা-৫৯ আয়াত ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ -

(iv) সূরা আস-সাফ-৪ আয়াত ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ -

(খ) হাদীসের দলীল ঃ

(1) عَنِ الْحَارِثِ الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ

www.pathagar.com

رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهٖ اِلَّا اَنْ يُرَاجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَى جَهَنَّمَ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهٗ مُسْلِمٌ ـ(احمد و ترمذى)

(II) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صعلم مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهٖ (ابو داود)

(III) عَنْ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم اِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْاِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ - يَاْخُذُ الشَّاةَ (আলাদা) وَالْقَاصِيَةَ (অলস ভাবে দূরে পড়ে) وَالنَّاحِيَةَ (খাদ্যের তালাশে দূরে যায়) وَاِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ (গিরিপথ) وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ (احمد)

(IV) اِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِى السَّفَرِ فَلْيَؤُمَّ مروا اَحَدُكُمْ (ابو داود)

(V) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رض قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم يَقُوْلُ ثَلٰثٌ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ - اِخْلَاصِ الْعَمَلِ لِلّٰهِ وَمُنَاصِحَةُ وُلَاةِ الْاَمْرِ وَلُزُوْمِ الْجَمَاعَةِ فَاِنَّ دَعْوَتَهُمْ تَحِيْطُ مِنْ وَّرَائِهِمْ (ترمذى - نسائى)

(VI) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض عَنِ النَّبِىِّ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ اَلَّا يُؤْمَرُ بِمَعْصِيَةٍ (متفق عليه)

(VII) عَنْ اَبِىْ قَلَابَةَ رض اَنَّ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ قَدَّمُوا يَثْنُوْنَ (প্রশংসা) عَلٰى صَاحِبٍ لَهُمْ خَيْرًا - قَالُوْا مَا رَاَيْنَا مِثْلَ فُلَانٍ هٰذَا قَطُّ مَا كَانَ مُسِيْرٍ (ভ্রমন অবস্থা) اِلَّا كَانَ فِىْ قِرَاءَةٍ وَلَا نَزَلْنَا فِىْ مَنْزِلٍ اِلَّا كَانَ فِىْ صَلٰوةٍ - قَالَ فَمَنْ كَانَ يَكْفِيْهِ

www.pathagar.com

ضَيْعَتَهُ حَتّٰى ذُكِرَ وَمَنْ كَانَ يَعْلَفُ جَمَالَهُ اَوْ دابَّتَهُ - قَالُوْا نَحْنُ - قَالَ فَكُلُّكُمْ خَيْرٌ مِّنْهُ (ابو داؤد)

(V111) عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرٍوانَّ النَّبِىّ صلعم قَالَ لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ يَكُوْنُوْنَ لِفَلَاةٍ مِنَ الْاَرْضِ اِلَّا اَمَّرُوا عَلَيْهِمْ اَحَدُهُمْ (المنتقى)

আরও একটি হাদীস —

জামায়াত বিহীন মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু।

৫। জামায়াতবদ্ধ হবার আসল উদ্দেশ্য ঃ

اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ (الشورى : ١٣)

(ক) যেমন আসল ফরয হলো নামায এবং নামাজের জন্যই অযু ফরয। তেমনি আসল ফরয হলো ইকামাতে দ্বীন–এর জন্যই জামায়াত ফরয। ইকামাতে দ্বীন সব ফরযের বড় ফরয। আর জামায়াত দ্বিতীয় বড় ফরয। জামায়াতবদ্ধ না হয়ে দ্বীন কায়েম করা অসম্ভব।

(খ) ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্য ছাড়াও ইসলামী জামায়াত বা সংগঠন হতে পারে দ্বীনের বিভিন্ন খেদমতের উদ্দেশ্যে। কিন্তু ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্য নেই এমন জামায়াতে শরীক হলেও ফরয আদায় হবে না।

– যেমন যে অযু করে কিন্তু নামায আদায় করে না। সে অযুর ফরয আদায় করেছে বলে গণ্য হবে না।

৬। জামায়াতী জিন্দেগীর হাকীকত ঃ

বাইয়াত বিল্লাহ বা আল্লাহর নিকট জান ও মাল বিক্রয় করার বাস্তব প্রয়োগ জামায়াত ছাড়া সম্ভব নয়। ঐ বাইয়াতের দাবী পূরণের উদ্দেশ্যেই জামায়াত জরুরী।

৭। জামায়াতী জিন্দেগীর ফযীলত ঃ

(ক) ঈমান, ইল্‌ম ও আমল দ্বারা মু'মিনের ব্যক্তিজীবন গঠন করার সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যমই হলো জামায়াত।

www.pathagar.com

(খ) অনৈসলামী সমাজে বসবাস করেও দ্বীনের উপর টিকে থাকার পরিবেশ জামায়াতেরই অবদান।

(গ) নাফস এবং জিন ও ইনসান জাতীয় শয়তানের হামলা থেকে প্রতিরক্ষার শক্তিশালী মাধ্যম জামায়াত।

৮। জামায়াতে জিন্দেগীর পার্থিব উপকারিতা ঃ

(ক) জামায়াতী সার্কেলে আত্মীয়-স্বজনের চেয়েও ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক পরিবেশ পাওয়া যায় বলে সুখে-দুঃখে সহযোগিতা পাওয়া যায়।

(খ) বিদেশেও আপন জনের অভাব হয় না। দুনিয়ার সর্বত্র ইসলামী আন্দোলনের মধ্যেই বন্ধু রয়েছে।

৯। ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত জামায়াতের আনুগত্য ঃ

(ক) কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী না হলে আনুগত্য করা ফরয।

(খ) জীবনের সব ক্ষেত্রেই জামায়াতের আনুগত্য জরুরী।

১০। জামায়াত ত্যাগ করার পরিণাম ঃ

(ক) যে জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত আছে এর চেয়ে উন্নতমানের জামায়াতে যোগদানের উদ্দেশ্যে ত্যাগ করা জায়েয।

(খ) দুনিয়ার স্বার্থে জামায়াত ত্যাগ করা ইসলাম ত্যাগ করার মতোই অন্যায়। এ অবস্থায় মৃত্যু হলে তা জাহেলিয়াতের মওত বলেই গণ্য হবে।

(গ) যে জামায়াতে আছে সেখানে থাকলে ঈমানের ক্ষতি হবে বলে বিশ্বাস সৃষ্টি হলে ত্যাগ করা উচিত।

১১। বাইয়াতের হাকীকত ঃ

(ক) সূরা আত-তাওবার ১১১ নং আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, বাইয়াত আসলে আল্লাহর নিকটই হতে হয়।

(খ) দ্বীনের জন্য জান কুরবানের শপথও আল্লাহর নিকট বাইয়াত বলেই গণ্য- (সূরা আল-ফাতহের ১০ নং আয়াত)।

www.pathagar.com

(গ) ইসলামী সংগঠনের নিকট বাইয়াতের মাধ্যমেই আল্লাহর নিকট বাইয়াতের দাবী পূরণ করা সম্ভব।

১২। রুকনিয়াত জামায়াতে ইসলামীর পূর্ণ সদস্যদের জন্য গঠনতান্ত্রিক পরিভাষা।

(ক) রুকনিয়াত বা সদস্যপদ কবুল না করলে যোগ্যতা বাড়ে না। কারণ রুকন না হলে কোন দিক দিয়েই কোন দায়িত্ব অর্পণ করা যায় না। যেমন ডিগ্রি না হলে চাকুরী শুরু হয় না। দায়িত্ব না পেলে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব হয় না।

(খ) যেসব উদ্দেশ্যে সাহাবীগণ (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-এর নিকট বাইয়াত হতেন সেসব উদ্দেশ্যেই জামায়াতের নিকট বাইয়াত হওয়া দরকার।

• عَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى النَّشَاطِ وَالْكَسْلِ وَعَلَى النَّفَقَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَعَلَى الْاَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَعَلٰى اَنْ نَقُوْلَ فِى اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَا نَخَافُ لَوْمَةَ لَائِمٍ (احمد)

www.pathagar.com

ইসলামী সংগঠন হিসাবে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

১। পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সংগঠনের প্রধান পরিচয় হলো ইকামাতে দ্বীনের কর্মসূচী– জামায়াতে ইসলামী ইকামাতে দ্বীনের কর্মসূচী নিয়েই প্রতিষ্ঠিত।

২। খেদমতে দ্বীন ও ইকামাতে দ্বীনের সংগঠন ঃ বিভিন্নভাবে ইসলামের খেদমতের উদ্দেশ্যে সংগঠিত প্রচেষ্টা চলছে ঃ যেমন মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, তাবলীগ, ওয়ায মাহফিল, তাফসীর মাহফিল ইমাম সমিতি, ওলামা সংগঠন ইত্যাদি। এসবই ইকামাতে দ্বীনের সহায়ক হয় যদি ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে কোন সংগঠন আন্দোলন পরিচালনা করে। জামায়াতে ইসলামী তেমনি একটি সংগঠন।

৩। জামায়াতে ইসলামী কী চায়?

জামায়াত এমন একটি রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে চায় যেখানে ঃ

(ক) মানুষ আল্লাহর দাসত্ব ছাড়া আর কারো গোলামী করতে বাধ্য হবে না। যেখানে আল্লাহই একমাত্র মনিব।

(খ) মানুষ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূলকে (সাঃ) একমাত্র আদর্শ হিসাবে মেনে চলার সুযোগ পাবে। যেখানে রাসূলই (সাঃ) একম নেতা।

(গ) সৎ ও চরিত্রবান লোকেরা শাসন কর্তৃত্বের পরিচালক হবে।

আল্লাহর প্রভুত্ব ও রাসূল (সাঃ)–এর নেতৃত্বের আলোকে সৎলোকদের শাসন কায়েম করাই জামায়াতের উদ্দেশ্য।

৪। জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক বৈশিষ্ট ঃ

(ক) সাধারণত ঃ রাজনৈতিক দল সংগঠিত করার সময় সমমনা কতক লোক নিজেদের মধ্যে দলীয় পদ বন্টন করে স্থায়ী বা অস্থায়ী এবং কেন্দ্রীয়, জিলা ও থানা কমিটি গঠন করে। জামায়াতে পদ বন্টনের কথা তো দূরের কথা সদস্যপদও প্রথমেই দেয়া হয় না। নিম্নপর্যায়ে ইউনিট গঠন করা হয়

www.pathagar.com

সহযোগী সদস্যদেরকে নিয়ে, তাদের পরিচালককে সভাপতি বলা হয়। কর্মী হিসাবে নির্দিষ্ট মানে উন্নীত হলে সদস্য পদ দেয়া হয়। এ সদস্যদের ভোটেই ইউনিয়ন থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত আমীর নির্বাচিত হয়।

(খ) অন্যান্য দলে রাজনৈতিক প্রভাব, অর্থনৈতিক যোগ্যতা ও সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে দলীয় পদ বণ্টন করা হয়। জামায়াতে ঈমান, ইল্‌ম ও আমলের দিক দিয়ে অগ্রসরদেরকেই গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নেতৃত্ব পদে নির্বাচিত করা হয়।

(গ) অন্যান্য দলে প্রধান নেতা বা নেতৃবৃন্দের আর্থিক অনুদানই দলীয় তহবিলের আসল উৎস।

জামায়াতে ইসলামীতে সহযোগী সদস্য থেকে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত সবার নিয়মিত মাসিক দানই তহবিলের মূল ভিত্তি।

(ঘ) অন্যান্য দলে একমাত্র সাংগঠনিক তৎপরতাই কর্মী গঠন ও নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যম।

জামায়াতে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে মন-মগজ-চরিত্র গঠনের মাধ্যমে সদস্য বাহিনী সৃষ্টি হয় এবং তাদের ভোটে আদর্শিক বিচারে যোগ্য নেতৃত্ব কায়েম হয়।

(ঙ) অন্যান্য দলে সমালোচনা ও সংশোধনের সুস্থ ব্যবস্থা না থাকায় ব্যক্তি ভিত্তিক উপদল সৃষ্টি হয় এবং নেতৃত্বের কোন্দলে দলে ভাংগন ধরে। আর এটাকে দোষণীয়ও মনে করা হয় না।

–জামায়াতের সাংগঠনিক পদ্ধতিতেই সমালোচনা ও সংশোধনের সুষ্ঠু বিধান থাকায় নেতৃত্বের কোন্দল ও উপদল সৃষ্টির আশংকা নেই।

৫। জামায়াতে ইসলামীর আরও কতক একক বৈশিষ্ট্য যা অন্য দলে পাওয়া যায় না ঃ

(ক) জামায়াতের সর্ব পর্যায়ের নির্বাচনে পদপ্রার্থী হওয়া গঠনতন্ত্র বিরোধী। তাই নির্বাচনে প্রতিযোগিতার সুযোগ নেই।

(খ) নেতৃত্বের কোন পদের জন্য পরোক্ষ চেষ্টাও অযোগ্যতার প্রমাণ বলে গণ্য হয়।

(গ) নেতৃত্বের আকাংখীদেরকে পদ দিয়ে সন্তুষ্ট রাখার নীতি জামায়াতে অনুপস্থিত।

www.pathagar.com

(ঘ) ব্যক্তিভিত্তিক নেতৃত্ব বা একক নেতৃত্ব গড়ে উঠার অবকাশ জামায়াতে নেই। জামায়াতে সামষ্টিক নেতৃত্বের ঐতিহ্যই গড়ে উঠেছে। মাজলিসে ও কর্মপরিষদেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কোন ব্যক্তি বা গ্রুপের খাহেশ অনুযায়ী দলীয় সিদ্ধান্ত হয় না। পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিয়ম (শুরাঈ নিযাম) চালু থাকায়ই দলের চেয়ে ব্যক্তির প্রাধান্য সৃষ্টি হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

(ঙ) নেতৃত্বের পক্ষ থেকেই কেন্দ্র থেকে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত মাজলিসে শুরা ও কর্ম পরিষদে নিজেদেরকে সমালোচনার জন্য পেশ করা হয়। এর জন্য দাবী জানাতে হয় না।

৬। আদর্শিক প্রাণশক্তিই জামায়াতের প্রধান বৈশিষ্ট ঃ

(ক) এ সংগঠনে ব্যক্তি স্বার্থের আশায় কেউ আসে না। যদি কেউ আসে তাহলে স্বাভাবিক কারণেই ছাটাই হয়ে যায়–টিকতে পারে না। সে পরিবেশই নেই।

(খ) রাসূল (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ সবার লক্ষ্য বলে সাংগঠনিক ঐক্য মযবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই জামায়াত ও ইসলামী ছাত্র শিবির কখনও বিভক্ত হয়নি।

(গ) জামায়াতবদ্ধ হওয়া ফরয মনে করায় এবং বাইয়াতের স্বচ্ছ ধারনণার ফলে কোন সদস্যের সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

(ঘ) নিজের মতের গোঁ ধরা এবং অধিকাংশের মত গ্রহণ না করার কুপ্রথা জামায়াতে চালু নেই।

(ঙ) আমীর ও মামুরের পারস্পরিক সম্পর্ক সুস্পষ্ট থাকায় সাংগঠনিক শৃংখলা রক্ষা কঠিন নয়।

www.pathagar.com

জামায়াতে ইসলামীর তারবিয়াত পদ্ধতি

১। তারবিয়াতের শাব্দিক অর্থ رَبَّوَ থেকে গঠিত। এর অর্থ বৃদ্ধি, বিকাশ growth.

২। পারিভাষিক অর্থ ঃ

(ক) সুপ্ত গুণাবলীর বিকাশ যেমন বীজ থেকে গাছের বিকাশ। গাছ বীজের মধ্যেই সুপ্ত। শিশুর মধ্যে অগণিত গুণ ও যোগ্যতার বীজ রয়েছে।

(খ) যে গুণাবলী ও যোগ্যতা সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য তার বিকাশ সাধন।

৩। তারবিয়াত পদ্ধতি ঃ

কোন্ ধরনের গুণাবলী সৃষ্টি করা, কী কী যোগ্যতা তৈরী করা এবং কোন্ দায়িত্ব অর্পণ করা তারবিয়াতের উদ্দেশ্য তা নির্ধারিত হবার পর এর উপযোগী পদ্ধতি ও শিক্ষাসূচী রচিত হতে পারে।

(ক) মাদ্রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য —আলেম তৈরী করা। তাই সে অনুযায়ীই শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে উঠে।

(খ) খানকাহ্‌র উদ্দেশ্য ধার্মিকের চরিত্র গড়ে তোলা। এর পদ্ধতি মাদ্রাসা থেকে আলাদা ধরনের।

(গ) তাবলীগ জামায়াতের উদ্দেশ্য —মানুষকে আখিরাতমুখী করে গড়ে তোলা যাতে দুনিয়ার পাগল হয়ে জীবন বরবাদ না করে। এরও নিজস্ব পদ্ধতি আছে যা মাদ্রাসা বা খানকার মতো নয়।

৪। জামায়াতে ইসলামীর তারবিয়াতী উদ্দেশ্য ঃ

ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম ও পরিচালনা করার যোগ্য লোক তৈরী করাই উদ্দেশ্য।

সূরা আন্‌নূরের ৫৫ নং আয়াতে খিলাফতের দায়িত্ব পালনের যে দু'টো গুণের উল্লেখ রয়েছে তা হলো মু'মিন ও সালেহ হওয়া। তাই একদল মু'মিনীন ও সালেহীন তৈরী করাই আসল উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

৫। এ বিরাট ও মহান উদ্দেশ্য সফল হওয়ার উপায় কী?

(ক) এর জন্য মাদ্রাসা পাশ আলেম হওয়া শর্ত নয়। তবে আলেম হলে তাকে গড়ে তোলা সহজ।

(খ) খানকাহী তরিকায় রুহানীয়াত হাসিল করাও শর্ত নয়। খানকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের পক্ষেও এ পথে উন্নতি করা সম্ভব।

৬। পদ্ধতি সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ঃ

আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার দায়িত্ব তাঁর রাসূল পালন করে গেছেন। তিনি কি কোন পদ্ধতি ছাড়াই এলোপাতাড়ি কাজ করেছেন?

ইকামাতে দ্বীনের পদ্ধতির ব্যাপারে বুনিয়াদী কথা হলো– কোন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে না। রাসূল (সাঃ)–ই ইসলামী আন্দোলনের আসল নেতা। তার বাস্তবধর্মী পদ্ধতিকে বুঝে তা অবলম্বন করাই কর্তব্য।

আল্লাহর রাসূল সাহাবায়ে কেরামকে গড়ে তুলবার জন্য যে পদ্ধতিতে তারবিয়াত দিয়েছেন এর চাইতে উন্নত কোন পদ্ধতি হতে পারে না। হেরা গুহায় প্রথম অহী নাযিল হবার পর তিনি অহী দ্বারাই পরিচালিত হয়েছেন। এর পর তিনি নিজেও আর হেরা গুহায় যাননি। কাউকে যেতেও বলেননি।

৭। জামায়াতের তারবিয়াত পদ্ধতি রাসূল (সাঃ) এর পরিচালিত আন্দোলন থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

(ক) يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ –সকল নবীর এ দাওয়াতে আমের ভিত্তিতে জামায়াতের ৩–দফা দাওয়াত রচিত হয়েছে।

(সূরা আল–আরাফের ৮ম রুকু থেকে ২০তম রুকূ' পর্যন্ত এবং সূরা হুদের ৩য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৮ম রুকুতে এ দাওয়াতের বিবরণ আছে)।

(খ) যারা এ দাওয়াত কবুল করে তাদেরকে সংগঠনভুক্ত করা হয়। সূরা আশ–শুয়ারার ৬ষ্ঠ রুকূ' থেকে ১০ম রুকূ'তে فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ বলে নবীগণ তাদের আনুগত্য করার মাধ্যমে সংগঠিত করার ইংগিত রয়েছে।

(গ) যারা সংগঠনভুক্ত হল তাদের ২—দফা কাজ ঃ

(১) আত্মগঠন— কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন, জামায়াতে নামায আদায়, আত্মসমালোচনা, সাপ্তাহিক বৈঠকে তারবিয়াত।

www.pathagar.com

(ii) দাওয়াতী কাজ-রাসূল (সাঃ)-এর তারবিয়াত পদ্ধতিতে দাওয়াতী তৎপরতাই প্রধান কাজ। بَلِّغُوا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً

-দ্বীনের কথা যা শেখা হল তা অন্যকে পৌছাবার মাধ্যমে শিক্ষা মযবুত হয়।

-দাওয়াত দিতে গেলে প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ায় ইল্‌ম বাড়াবার প্রেরণা পাওয়া যায়।

-বিরোধীতা হলে সবরের তারবিয়াত হয়।

-দাওয়াত কবুল করাবার প্রয়োজনে দায়ীকে আত্ম সংশোধনে মনোযোগী হতে হয়।

-পানিতে নাকানী-চুবানী খেয়েই যেমন সাঁতার শিখতে হয় দায়ী ইলাল্লাহ হিসাবে গড়ে উঠার জন্য জনগণের ময়দানে দাওয়াতী তৎপরতায়ই লিপ্ত হতে হয়।

-দায়ীর দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে যেসব গুণের বিকাশ ঘটে তা মাদ্রাসা ও খানকার মাধ্যমে সম্ভব নয়।

(ঘ) দাওয়াত ইলাল্লাহর দায়িত্ব পালন করতে গেলে বাতিল শক্তির সাথে সংঘর্ষ হবেই। পয়লা নাফসের সাথে লড়াই। এরপর পরিবারের সদস্যদের সাথে টক্কর। কর্মজীবনের সাথীদের সাথে বিতর্ক। ইসলাম বিরোধী শক্তি ও অনৈসলামী সরকারের বিরোধীতার সম্মুখীন।

-মাদ্রাসা ও খানকায় বাতিলের সাথে সংঘর্ষ নেই।

-প্রত্যেক নবীর সাথেই বাতিলের টক্কর হয়েছে।

(ঙ) উপরোক্ত পদ্ধতিতে কাজের মাধ্যমে ঈমান, ইলম ও আমলের উন্নতির এক পর্যায়ে জামায়াতের রুকন বানিয়ে ইকামাতে দ্বীনের জন্য জিহাদের বাইয়াত নেয়া হয়।

(চ) রুকন হবার পর যোগ্যতা অনুসারে এমন সব দায়িত্ব দেয়া হয় যা দ্বারা অভিজ্ঞতা হাসিল হয় এবং অধিকতর বড় দায়িত্ব নেবার যোগ্য হয়। ইউনিট, ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, থানা ও জিলা পর্যায়ে সংগঠনের নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে যেসব যোগ্যতা হাসিল হয় তা অন্য কোনভাবে অর্জন করা সম্ভব নয়।

(ছ) সাপ্তাহিক ইউনিট বৈঠক, রুকন বৈঠক, সাংগঠনিক বৈঠক, সর্বস্তরে কর্মপরিষদ ও শুরার বৈঠকে ব্যাপক অভিজ্ঞতা লাভ হয়।

www.pathagar.com

(জ) কর্মী, নাযেম ও রুকন সম্মেলনের মাধ্যমে অনেক কিছু শেখান হয়।

(ঝ) শিক্ষা শিবিরের মাধ্যমে অনেক বাস্তব ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করা হয়।

(ঞ) সমাজ সেবার মাধ্যমে দেশগড়ার মূল্যবান শিক্ষা দেয়া হয়।

(ট) রাজনৈতিক কর্মসূচীর মাধ্যমে এমন বাস্তব শিক্ষা হয় যা অন্য কোন উপায়ে সম্ভব নয়।

(ঠ) সর্বস্তরে মুহাসাবার মাধ্যমে সবার দোষ-ত্রুটি দূর করার সুযোগ রয়েছে।

৮। আল্লাহ পাক মু'মিনের জন্য যে চারটি মর্যাদা রেখেছেন তা অর্জনের জন্য তারাবিয়াতের এ স্বাভাবিক পদ্ধতিই সবচেয়ে বেশী উপযোগী।

عِبَادُ اللّٰهِ (ক) আল্লাহর দাসের মর্যাদা-গোটা কর্মসূচীই আল্লাহর গোলামী করার শিক্ষা দেয়।

اَوْلِيَاءُ اللّٰهِ (খ) আল্লাহর অলীর মর্যাদা ইহতিসাবের মাধ্যমে আল্লাহর নাফরমানী থেকে বাঁচার প্রেরণা যোগায়। নাফসের গোলামী খতম করার তাকিদ দেয় যাতে বান্দার হাত আল্লাহর হাত তার মুখ আল্লাহর মুখ হয়ে যায়।

اَنْصَارُ اللّٰهِ (গ) আল্লাহর সাহায্যকারীর মর্যাদা-ব্যক্তিগত পর্যায়ে বড় আলেম, ইবাদতকারী, এমন কি অলী হওয়া সত্ত্বেও দায়ী ইলাল্লাহর গুণ অর্জিত না হলে আনসারুল্লাহর মর্যাদা হয় না।

خُلَفَاءُ اللّٰهِ (ঘ) আল্লাহর খলীফার মর্যাদা-আল্লাহর আইন আল্লাহর পক্ষ থেকে কায়েম করার চেষ্টা ছাড়া এ মর্যাদা পাওয়ার আর কোন উপায় নেই।

৯। এ চারটি মর্যাদা নারী পুরুষ সবারই হাসিল হওয়া প্রয়োজন। ইসলামী আন্দোলন, ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে দাওয়াত ও সংগঠন ছাড়া এ সব কয়টি মর্যাদা হাসিল হতে পারে না। তাই মহিলাদেরকেও এ মর্যাদা পেতে হলে সংগঠন করতে হবে।

ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি ঃ মাওঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

জামায়াতে ইসলামীর কর্মনীতি ঃ অধ্যাপক গোলাম আযম

www.pathagar.com

দাওয়াত সম্প্রসারণ ও কর্মী গঠন

১। দাওয়াত (دعوة) এর শাব্দিক অর্থ ডাকা বা আহবান করা।

২। ইসলামী পরিভাষায় দাওয়াত বললে 'দাওয়াত ইলাল্লাহ' বুঝায়। অর্থাৎ আল্লাহর দিকে ডাকা বা ইসলাম কবুল করার জন্য আহবান করা।

৩। ঈমান আনার পর পয়লা স্বাভাবিক কর্তব্য হল দাওয়াত। রাসূল(সাঃ)–এর উপর পয়লা যারা ঈমান আনলেন তাদেরকে তিনি এ দায়িত্বই দিলেন যে, যা তুমি কবুল করেছ তার দাওয়াত অন্যকেও দাও।

(ক) بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً "আমার পক্ষ থেকে একটি কথা শিখে থাকলেও তা পৌছাও"– এ হাদীসের দাবীও এটাই।

(খ) এ কারণেই ইসলামী আন্দোলনের প্রত্যেক কর্মীর দায়িত্ব হলো অন্যকে দাওয়াত দিয়ে সংগঠনভুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

৪। সাহাবায়ে কেরামের সময় থেকে কয়েক শতাব্দীকাল এ দায়িত্ব পালনের ফলেই সারা দুনিয়ায় দ্বীনের প্রসার হয়েছিল। এ দাওয়াতই হলো ইসলামের সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী হাতিয়ার।

(ক) মুসলমানদের মধ্যে এ হাতিয়ারের ব্যবহার যতই কমেছে ততই জাতি হিসাবে তারা দুর্বল হয়েছে।

(খ) অবস্থা এ পর্যায়ে পৌছেছে যে, মুসলমানদেরকেই দ্বীনের দাওয়াত দিতে হচ্ছে। অথচ মুসলমানদের কর্তব্য হল অমুসলিমদের নিকট দাওয়াত পৌছান।

৫। ঈমানের দৌলত (সম্পদ) যে পেয়েছে তার জন্য আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায়ের পথই হলো দাওয়াত।

যে ঈমানকে মহামূল্যবান মনে করে সে অন্যকেও এ সম্পদের অধিকারী করতে চাওয়া স্বাভাবিক।

৬। আগে আলেম ও কামেল হয়ে দাওয়াত দেবার চিন্তা সঠিক নয়।

– আসলে দাওয়াতই সত্যিকার আলেম হবার মাধ্যম। আর কামেল হওয়ার কোন মাপকাঠি নেই। ইকামাতে দ্বীনের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই সত্যিকার কামালিয়াত হাসিল হতে পারে।

www.pathagar.com

৭। মহিলা মহলে দাওয়াতের সম্প্রসারণের দায়িত্ব মহিলাদের দ্বারাই সফলভাবে পালন সম্ভব।

৮। আল্লাহর দ্বীনের মতো মহা নেয়ামত থেকে যারা বঞ্চিত তাদের জন্য অন্তরে দরদ থাকলে দাওয়াতের সঠিক জযবা পয়দা হয়। আল্লাহর কোন গুমরাহ বান্দাহ হেদায়াতের পথে আসলে তিনি যে কত খুশী হন সে খুশীর কারণে দায়ী ইলাল্লাহকে আনসারুল্লাহ উপাধি দেয়া হয়েছে।

কর্মীগঠন

১। ইসলামী আন্দোলনের প্রত্যেক কর্মী জানেন যে, শুধু দ্বীনের দাওয়াত পেয়েই তিনি আপনা আপনি কর্মী হয়ে যাননি। অন্য কোন কর্মী তাকে টারগেট করে কর্মী বানাবার চেষ্টার ফলেই তার কর্মী হবার সৌভাগ্য হয়েছে।

২। নিজে ঈমান আনার পর যেমন অন্যকে ঈমানদার হওয়ার উদ্দেশ্যে দাওয়াত দিতে হয়, তেমনি নিজে কর্মী হবার পর অন্যকে কর্মী বানাতে সাহায্য করা কর্তব্য।

৩। যাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া হয় তাদের মধ্যে যারা সাড়া দেন তাদেরকে কর্মী বানাবার চেষ্টা করা না হলে দাওয়াতের উদ্দেশ্য সফল হয় না।

শুধু ওয়ায করাই তো দাওয়াতের উদ্দেশ্য নয়। মানুষকে দ্বীনের পথের পথিক বানানোই উদ্দেশ্য। কর্মী বানাতে পারলেই সে উদ্দেশ্য সফল হয়।

৪। অন্যকে কর্মী বানাবার চেষ্টার মাধ্যমেই প্রকৃতপক্ষে আত্ম-গঠনের কাজ পূর্ণতা লাভ করে। অন্যকে কর্মী বানাতে গেলেই নিজেকে উন্নত কর্মী হিসাবে গড়ে তুলবার সুযোগ ও প্রয়োজন হয়।

৫। কোন ব্যক্তিকে কর্মী বানাতে হলে ঃ

(ক) প্রথমে তার সাথে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব কায়েম করতে হয়। এ সম্পর্কটা শিক্ষক-ছাত্রের মতো নয়। বন্ধুত্বের সম্পর্কই এ কাজের সহজ পথ।

(খ) নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হয়। সপ্তাহে কম পক্ষে একদিন তার সাথে কিছু সময় কাটানো জরুরী। তার কাছে যেয়ে বা তাকে দাওয়াত করে এনে মহব্বতের পরিবেশে আলাপ সালাপ করা দরকার।

www.pathagar.com

(গ) কর্মী টারগেটকৃত ব্যক্তি যেন অনুভব করে যে, দ্বীনের পথে তার উন্নতির জন্য দরদ দিয়ে চেষ্টা করা হচ্ছে।

(ঘ) তাকে পরামর্শ দিতে হবে যে, তিনিও যেন অন্যকে দ্বীনের দাওয়াত দেন। যা তিনি জেনেছেন তা যেন অন্যকেও জানান। তবেই জ্ঞান বাড়বে।

(ঙ) তাকে রিপোর্ট রাখতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

www.pathagar.com

রুকনিয়াতের আসল চেতনা, কর্মীদের সহী জযবা ও প্রাথমিক পুঁজি

রুকনিয়াতের আসল চেতনা

(১) দ্বীনী জিন্দেগীর তরক্কীর পথে রুকনিয়াতের স্থান কোথায় ?

(২) মান কমার মূল কারণ সম্পর্কে সতর্কতা।

(৩) আল্লাহর বাছাই ও ছাটাই নীতি সম্পর্কে সাবধানতা।

(৪) জনগণের নিকট সত্যের সাক্ষ্য বহনের দায়িত্ব।

(৫) আল্লাহর ব্যাংকে জমা বৃদ্ধির ধান্দা।

কর্মীদের সহীহ জযবা ঃ

১। আল্লাহর প্রতি শুকরিয়ার জযবা ঃ দুনিয়ায় আল্লাহর দেয়া নিয়ামাত গুণে শেষ করা সম্ভব নয়। খেতে, শুতে, চলতে শুকরিয়ার দোয়া। এসব থেকে বড় নিয়ামাত দ্বীন ও ঈমান। ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে আল্লাহ, রাসূল, কুরআন ও দ্বীন সম্পর্কে, দ্বীনী জিন্দেগীর লক্ষ্য সম্পর্কে এবং দ্বীনের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভের কারণেই শুকরিয়ার প্রবল জযবা পয়দা হওয়া স্বাভাবিক।

(ক) اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলা মৌখিক শুকরিয়া মাত্র। এ শুকরিয়া বেহেশতেও আদায় করতে হবে (সূরা আরাফ-৪৩)।

(খ) আমলী শুকরিয়া হলো দরদের সাথে অন্যের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌছাবার আন্তরিক চেষ্টা করা। এ কাজ করলে আল্লাহ পাক اَنْصَارُ اللّٰه -এর মর্যাদা দেন।

২। সহীহ নিয়তের জযবা ঃ رِضْوَانُ اللّٰهِ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতে মুক্তির নিয়তে আন্দোলন ও সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন— দুনিয়ার কোন সামান্য স্বার্থ চিন্তা থাকা মারাত্মক। নিয়তেব ত্রুটির কারণে জিহাদে শহীদ হয়েও দোযখে যেতে হবে।

৩। বেহেশত লাভের জযবা ঃ بَيْعَتْ بِاللّٰهِ আল্লাহ তায়ালা বিনিময় হিসেবে বেহেশত দেবার ওয়াদা করেছেন তাদের নিকট যারা তাদের জানমাল তাঁর নিকট বিক্রয় করে। (সূরা আত-তওবা-১১১)। সংগঠনে সক্রিয় না হলে বাইয়াতের দাবী পূরণ অসম্ভব।

www.pathagar.com

৪। আল্লাহর গোলাম হওয়ার জযবা ঃ নাফস, শয়তান বা কোন শক্তির গোলাম না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প ঃ

(ক) عِبَادُ اللّٰهِ আল্লাহর গোলামীর সাধারণ মান—গুণাহ হয়ে গেলে তাওবা করা।

(খ) أَوْلِيَاءُ اللّٰهِ আল্লাহর গোলামীর উন্নত মান—বিবেকের বিরুদ্ধে না চলার মযবুত সিদ্ধান্ত। নাফসে মুৎমাইন্নাহ হাসিল হলে এ মর্যাদার অধিকারী হয়।

৫। আল্লাহর খলীফা হওয়ার জযবা ঃ خُلَفَاءُ اللّٰهِ শয়তানের খলীফা হওয়া থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় (১৭-দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে)। (সূরা বাকারা-২০৮)।

৬। শাহাদাতের জযবা ঃ شُهَدَاءُ لِلّٰهِ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ (مسلم : سهل بن حنيف)

"নবী পাক (সাঃ) বলেছেন, যে আন্তরিকভাবে আল্লাহর নিকট শাহাদাত কামনা করে, সে যদি বিছানায়ও মারা যায় তবুও তাকে আল্লাহ তায়ালা শহীদের মর্যাদায় পৌঁছে দেবেন।"

প্রাথমিক পুঁজি

এক নযরে ১৪টি পয়েন্ট ঃ

ব্যক্তিগত ৪টি গুণ ঃ

১। দ্বীনের ইল্‌ম

২। ইসলামী ইল্‌মের প্রতি ইয়াকীন বা অবিচল বিশ্বাস

৩। আমল বা চরিত্র

৪। ইকামাতে দ্বীনকে জীবনের উদ্দেশ্য মনে করা

সংগঠনগত ৪টি গুণ ঃ

১। ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা

www.pathagar.com

২। পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

৩। সাংগঠনিক শৃংখলা বা টীম স্পিরিট

৪। সংশোধনের উদ্দেশ্যে সমালোচনা

কর্মীদের ৬টি সহী জযবা ঃ

১। আল্লাহর প্রতি শুকরিয়ার জযবা
২। সহীহ নিয়তের জযবা
৩। বেহেশতে যাবার জযবা
৪। আল্লাহর গোলাম হবার জযবা
৫। আল্লাহর খলীফা হওয়ার জযবা
৬। শহীদ হবার জযবা

১। রুকনিয়াতের আসল চেতনা–গোলাম আযম
২। ইসলামী আন্দোলন ঃ সাফল্যের শর্তাবলী–মাওলানা মওদূদী (রঃ)
৩। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সহী জযবা–গোলাম আযম

www.pathagar.com

১৭-দফা কর্মসূচী

পবিত্র কুরআন মজীদ, রাসূল (সাঃ)-এর জীবন এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ একথাই প্রমাণ করে যে, ইসলাম কতক অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম নয় বরং ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যখন কোন ইসলামী মাহফিলে বক্তব্য রাখেন তখন ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবেই উল্লেখ করেন কিন্তু দুঃখের বিষয় একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে ইসলাম আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত নেই। ফলে ক্ষমতার রদবদল সত্ত্বেও সত্যিকার অর্থে কোন সমস্যার সমাধান হচ্ছে না।

অন্যদিকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক নিপীড়ন, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, নারী নির্যাতন, মানবাধিকার লংঘনসহ যাবতীয় অব্যবস্থা এবং আধিপত্যবাদী আগ্রাসনের চাপে আমাদের জাতিসত্তা ও স্বাধীনতা হুমকির সম্মুখীন। এসব থেকে মুক্তি পেয়ে যদি আমরা একটি জনকল্যাণমূলক উন্নত রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্মাণ করে বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাই তাহলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের অনুসরণ করা ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। এ মহান লক্ষ্য সামনে রেখে জামায়াতে ইসলামী জনগণকে সঙ্গে নিয়ে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ১৭-দফা দাবী প্রণয়ন করেছে।

১৭-দফার লক্ষ্য ঃ

বাংলাদেশকে একটি আদর্শ ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যেই ১৭-দফা প্রণয়ন করা হয়েছে। বুঝবার সুবিধার জন্য ঐ লক্ষ্যকে ৪টি শিরোনামে উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

১। আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েম করা,

২। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতার হেফাযত করা,

৩। জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারসহ যাবতীয় অধিকার ভোগ করার ব্যবস্থা করা,

৪। দেশবাসীকে সকল দিক দিয়ে আল্লাহর পছন্দনীয় মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার সুযোগ দেয়া।

www.pathagar.com

উপরোক্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের শিরোনামে ১৭-দফা কে নিম্নে পরিবেশন করা হলো ঃ

আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েম করা ঃ

১। বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করতে হবে।

২। বাংলাদেশের সংবিধানে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি সন্নিবেশিত থাকতে হবে।

৩। কুরআন ও সুন্নাহকে আইনের উৎস ঘোষণা করতে হবে। এমন কোন আইন প্রণয়ন করা যাবে না এবং এমন কোন প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয়া যাবে না যা কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী। পারিবারিক প্রচলিত আইনে কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী যেসব ধারা রয়েছে তা অবিলম্বে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সংশোধন করতে হবে।

৪। কাদিয়ানীরা যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে শেষ নবী মানে না, সেহেতু তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে।

৫। সূদ-ঘুষ-মদ-জুয়া-ব্যভিচার উচ্ছেদসহ সকল প্রকার শোষণ এবং যাবতীয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতার হেফাযত করা ঃ

৬। বাংলাদেশের স্বাধীনতার হেফাযতের লক্ষ্যে শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে হবে এবং জনগণ ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে ইসলামী চেতনা ও জেহাদী জযবা সৃষ্টি করতে হবে।

৭। (ক) বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত গংগাসহ সকল আন্তর্জাতিক নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে হবে। ফারাক্কা বাঁধ চালু করার পর থেকে এ পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের যে ক্ষতি হয়েছে তা আদায়ের জন্য ভারতের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে ক্ষতি পূরণের মামলা দায়ের করতে হবে।

(খ) ভারতকে ট্রানজিটের নামে করিডোর এবং চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করতে দেয়া যাবে না। ভারতের স্বার্থ রক্ষার জন্য সার্ককে অকার্যকর করে তথাকথিত উন্নয়ন চতুর্ভূজ বা অন্য নামে উপ-আঞ্চলিক জোট গঠন করা চলবে না।

৮। ভারতের মদদপুষ্ট তথাকথিত শান্তিবাহিনীর সাথে বাংলাদেশের সংবিধান পরিপন্থী কোন চুক্তি করা যাবে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে কোন অবস্থাতেই সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহার করা চলবে না।

www.pathagar.com

জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিকসহ যাবতীয় অধিকার ভোগ করার ব্যবস্থা করা ঃ

৯। সরকারের মূল দায়িত্ব হবে ঃ সূরা আল-হাজ্জ এর ৪১নং আয়াত অনুযায়ী ঃ

(ক) নামায কায়েমের মাধ্যমে জনগণের চরিত্র গঠন,

(খ) যাকাত ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান,

(গ) সৎকাজ ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা,

(ঘ) অসৎকাজ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ।

সরকারের আরো দায়িত্ব হবে ঃ

(ঙ) জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের ভাত-কাপড়-বাসস্থান-শিক্ষা ও চিকিৎসা তথা মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন পূরণ।

(চ) সকল নাগরিকদের জান-মাল-ইজ্জত আব্রু তথা মানবাধিকারের হেফাযত, আইনের শাসন কায়েম, সন্ত্রাস নির্মূলকরণ ও গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণ।

(ছ) অবিলম্বে বিশেষ ক্ষমতা আইন নামক কালাকানুন বাতিল করণ।

কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক মহিলাদের যাবতীয় অধিকার বহাল করে নারীদেরকে মর্যাদার আসনে সমাসীন করতে হবে। যৌতুক প্রথাসহ যাবতীয় নারী নির্যাতন কঠোরভাবে বন্ধ করতে হবে।

১১। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও উপজাতীয় সকল ধর্মের লোক যাতে স্বীয় ধর্মীয় মতামত ও রীতিনীতি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পালন করতে পারে এর নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

১২। বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করে প্রকৃত অর্থে তাকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ করতে হবে।

১৩। এক শ্রেণীর এনজিও-এর মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিরোধী কার্যকলাপ, সূদী ঋণের মাধ্যমে শোষণ ও হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

১৪। জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশকে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে ঃ

www.pathagar.com

(ক) ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করতে হবে।

(খ) দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যকে প্রটেকশন দান এবং যথাযথ বিকাশের সুযোগ দেবার উদ্দেশ্যে বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে।

(গ) জনগণের শতকরা আশিজনই কৃষক। তারাই অর্থনীতির মেরুদণ্ড। তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি ছাড়া দেশের সমৃদ্ধি অসম্ভব। কৃষি উৎপাদন লাভজনক করার উদ্দেশ্যে কৃষকদেরকে সূদবিহীন ঋণ দান এবং কৃষি সামগ্রী, সার, বীজ ও কীটনাশক সংগ্রহে ভর্তুকী প্রদান করতে হবে।

(ঘ) কর্মক্ষম সকল জনশক্তিকে জাতীয় উৎপাদনে অবদান রাখার জন্য যোগ্য হবার সুযোগ দিয়ে বেকার সমস্যার স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঙ) ইসলামী শ্রমনীতি প্রয়োগ করে সকল শ্রেণীর শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করতে হবে।

(চ) সকল ধরনের পেশাকে সম্মানজনক গণ্য করতে হবে এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

দেশবাসীকে সকল দিক দিয়ে আল্লাহর পছন্দনীয় মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার সুযোগ দেয়া ঃ

১৫। নীতি নৈতিকতাহীন শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশন ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার যে সুপারিশ করেছে তা দেশের সংবিধান বিরোধী বলে বর্জন করতে হবে। ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সমাজ গঠন ও জাতীয় উন্নয়নে যোগ্য ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে মহিলাদেরকে যথাযথ শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে।

১৬। জাতীয় প্রচার মাধ্যম, পত্র-পত্রিকা, রেডিও-টেলিভিশনকে শিক্ষা বিস্তার এবং জাতীয় চরিত্র গঠনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। বিশেষ করে টি. ভি-রেডিওতে চরিত্র বিধ্বংসী, নগ্নতা ও বেহায়াপনা এবং অপসংস্কৃতির প্রচার বন্ধ করতে হবে।

১৭। যাবতীয় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। রাষ্ট্রীয়ভাবে শিখা অনির্বাণ, শিখা চিরন্তন, মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলনসহ সকল প্রকার বিজাতীয় ও অপসংস্কৃতি পরিহার করতে হবে।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১

বিক্রয় কেন্দ্র
৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার,
(ওয়ারলেস রেলগেট)
ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩৯৪৪২

১০, আদর্শ পুস্তক বিপণী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।

www.pathagar.com